পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 73 Thursday, 12 February, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ৭৩ সংখ্যা ✻ ২৯ মাঘ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

কলকাতায় মিলল কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ কয়লা পাচারের নতুন মামলায় তদন্তে নেমেই উদ্ধার টাকার পাহাড়। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ চার কোটি ছুঁয়েছে, এমনটাই জানতে পারছে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃত চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খাঁর বাড়িতে মিলছে বিপুল টাকা ও গয়না। জানা যাচ্ছে, প্রায় সোয়া ১ কোটির মতো টাকা ও নগদ উদ্ধার হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, ধৃত চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খাঁ র বাড়িতে লুকিয়ে রাখা ছিল ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার গহনা। মিলেছে লুকিয়ে রাখা নগদ ২৮ লক্ষ টাকা। এই মামলার তল্লাশিতে অপর এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে প্রায় ১ কোটি টাকা নগদ মিলেছে। এই মামলার তদন্ত শুরু হয়েছে দু'মাস আগে। তাতেই চার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ইডি আগেই জানিয়েছিল, কয়লা চুরি ও দুর্নীতির টাকা প্রায় ১৭০ কোটি টাকারও বেশি। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে এই টাকার অঙ্ক বাড়ছে। এই যে দু'কোটি টাকার গহনা অভিযুক্তরা কোথা থেকে সংগ্রহ করল তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। ইডি জানতে পেরেছে, লালার মাধ্যমে নিজেদের কয়লা-সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল চিন্ময়-কিরণ। ইতিমধ্যেই চিন্ময় ও কিরণকে বিশেষ ইডি আদালতে পেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কয়লাপাচার মামলার তদন্ত শুরু করে সিবিআই। রাজ্যে রেলের বিভিন্ন সাইডিং এলাকা থেকে কয়লা চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই প্রথমে আয়কর দফতর, পরে সিবিআই এই নিয়ে তদন্তে নামে। সেই সূত্র ধরেই বেরিয়ে আসে মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালার নাম। এর আগে গরু পাচার মামলার অভিযুক্ত এনামুল হকের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়েছিল। সেই লালাকেই পাওয়া গেল কয়লা মামলায়।

স্পিকারের ঘরে ঢুকে গালিগালাজ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ বাজেট অধিবেশনে লোকসভার স্পিকারকে কেন্দ্র করে আরও তীব্র হল শাসক-বিরোধী সংঘাত। কংগ্রেস সহ বিরোধী ইন্ডিয়া জোট অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চায় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে। পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপিও। এবার আরও মারাত্মক অভিযোগ। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে গালিগালাজের অভিযোগ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু অভিযোগ এনেছেন, কংগ্রেস লোকসভার স্পিকারকে গালিগালাজ করেছে। ২০ থেকে ২৫ জন সাংসদ মিলে স্পিকারের ঘরে ঢুকে তাঁকে গালিগালাজ করেছে। সংসদে উসকানি দিচ্ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ও মল্লিকার্জুন খাড়্গে। কিরণ রিজিজু কংগ্রেস সাংসদদের আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন যে স্পিকার নরম মনের মানুষ বলে তিনি কোনও পদক্ষেপ করেননি। তিনি এ দিন সংসদে বলেন, ''২০-২৫ জন কংগ্রেসের সাংসদ মিলে স্পিকারের ঘরে ঢোকেন, আমিও ওখানে তখন ছিলাম। তাঁরা যা গালিগালাজ করেছেন, তা বর্ণনা করার মতো নয়। স্পিকার নরম মনের মানুষ, নাহলে আরও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারতেন। এটা কোনও পদ্ধতি হল?'' তিনি আরও বলেন, ''কংগ্রেস সাংসদরা যখন স্পিকারের ঘরে ঢুকে গালিগালাজ করছিলেন, তখন মল্লিকার্জুন খাড়্গে, প্রিয়ঙ্কা গান্ধির মতো সিনিয়র নেতারাও ছিলেন। তারাও উসকানি দিচ্ছিলেন। আমাদের সাংসদরা খারাপ ব্যবহার করলে, আমাদের নেতারা তো বারণ করবেন যে এইরকম আচরণ করো না। উল্টে ওঁরা উসকানি দিচ্ছিলেন যে আরও ঝগড়া করো।''

'বন্দে মাতরম' নিয়ে নির্দেশ

অনুষ্ঠানে এ গান বাজলেই উঠে দাঁড়াতে হবে, সিনেমা হলে নয়

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ 'বন্দে মাতরম' নিয়ে নতুন নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। যে নির্দেশ জাতীয় রাজনীতিতে ফের নয়া বিতর্কের মুখ খুলে দিতে পারে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠান ও দেশের সব স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন' পরিবেশনের ঠিক পরেই 'বন্দে মাতরম' বাজাতে হবে। সেই সময় উপস্থিত সকলকে উঠে দাঁড়িয়ে এই গানের প্রতি সম্মান জানানো বাধ্যতামূলক। নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে আয়োজিত সব অনুষ্ঠানে-রাষ্ট্রপতির আগমন ও প্রস্থানের সময়ে-'বন্দে মাতরম' পরিবেশিত হবে। পাশাপাশি পদ্ম পুরস্কারের মতো অসামরিক তথা নাগরিক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানেও এই গান বাজানো হবে। তবে সিনেমা হলে 'বন্দে মাতরম' বাজানো বাধ্যতামূলক নয়। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল, এবার 'বন্দে মাতরম'-এর সব ছ'টি স্তবকই পরিবেশন করা হবে। উল্লেখযোগ্য ভাবে, ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস আমলে গানটির চারটি স্তবক বাদ দেওয়া হয়েছিল। নতুন নির্দেশিকায় সেই চারটি স্তবকও পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। কারণ গত বছরই এই ইস্যুতে শাসক দল বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র বাগযুদ্ধ হয়েছিল। সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিযোগ করেছিলেন, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নাকি মুসলিমদের খুশি করতে

ওই চার স্তবক বাদ দিতে বলেছিলেন। এবং এ ব্যাপারে তিনি নাকি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলি জিন্নার পথ অনুসরণ করেছিলেন। মোদির এ কথায় তীব্র আপত্তি জানিয়ে কংগ্রেস বলেছিল, এ হল মিথ্যা অপপ্রচার। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি তীব্র করতে মোদি সরকার ও বিজেপি এ সব রটাচ্ছে। দেশের প্রতি ভালবাসার তুলনায় সংকীর্ণ রাজনীতিটাই এখানে বড় হয়ে উঠেছে। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, বন্দে মাতরম নিয়ে পুরনো যে বিতর্ক ছিল, নতুন নির্দেশিকা তাকে খুঁচিয়ে তুলল। 'বন্দে মাতরম'-এর মর্যাদা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-সব মিলিয়ে জাতীয় স্তরে নতুন করে বিতর্ক দলা পাকাতে পারে। তাতে রাজনীতির রুটি সেঁকার চেষ্টাও হয়তো চলবে সমান্তরালে।

'ভারতমাতাকে বিক্রি করে দিলেন, লজ্জা করে না?'

লোকসভায় কেন্দ্রকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ রাহুলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ভারত-আমেরিকা অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি ঘিরে লোকসভায় চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সাংসদ তথা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বুধবার তিনি অভিযোগ করেন, মূল্য-সংবেদনশীল কৃষি ও দুগ্ধ বাজার আমেরিকার জন্য খুলে দিয়ে কেন্দ্র কার্যত 'ভারতমাতাকে বিক্রি করে দিয়েছে'। তাঁর প্রশ্ন, 'দেশ বিক্রি করে দিতে লজ্জা করে না?' রাহুলের দাবি, এই চুক্তির ফলে কোটি কোটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির জীবিকা বিপন্ন হবে। তাঁর বক্তব্য, আগে গড়ে যেখানে আমেরিকার শুল্কহার ছিল প্রায় ৩ শতাংশ

(মোস্ট-ফেভার্ড নেশন বা এমএফএন ভিত্তিতে), নতুন চুক্তিতে তা বেড়ে ১৮ শতাংশে পৌঁছেছে- ''ছ'গুণ বৃদ্ধি''। ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'রেসিপ্রোকাল' শুল্ক ঘোষণার সময় তা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত উঠেছিল বলেও উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি, রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে ভারতের উপর ২৫ শতাংশ 'পেনাল্টি' আরোপের প্রসঙ্গও তোলেন। রাহুলের আরও অভিযোগ, এই চুক্তিতে আমেরিকার পণ্যের আমদানি ৪৬ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১৪৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে। অন্য দিকে, একটি ধারায় ভারতের তরফে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন জ্বালানি ও প্রযুক্তিপণ্য কেনার প্রতিশ্রুতির কথা রয়েছে বলে তাঁর দাবি। তিনি বলেন, ''ওদের কাছে আমাদের কোনও প্রতিশ্রুতি নেই, আমাদেরই শুধু প্রতিশ্রুতি। আমরা বোকাদের মতো দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের শুল্ক ১৮ শতাংশে উঠেছে, আর তাদেরটা ১৬ শতাংশ থেকে শূন্যে নেমে এসেছে।'' তাঁর কথায়, ''দেশের ইতিহাসে কোনও প্রধানমন্ত্রী এমন করেননি।'' এ সময় সংসদীয় কাজকর্ম বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু হস্তক্ষেপ করে রাহুলকে তথ্য-প্রমাণ পেশ করার চ্যালেঞ্জ জানান। তাঁর দাবি, ২০১৪-র আগে কংগ্রেসই দেশকে দুর্বল করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'সবচেয়ে শক্তিশালী' বলেও উল্লেখ করেন তিনি। রাহুলের আক্রমণের কয়েক ঘণ্টা আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রকাশিত একটি 'ফ্যাক্টশিপ' সংশোধন করেছে। আগের নথিতে যে সব মার্কিন কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের শুল্ক কমানো বা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছিল, তার তালিকা থেকে 'কিছু ডাল' শব্দবন্ধটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগের খসড়ায় 'ড্রাইড ডিস্টিলার্স' গ্রেন, রেড সর্গাম, ট্রি নাটস, ফল-প্রক্রিয়াজাত ফল, সয়াবিন তেল, ওয়াইন প্রভৃতির পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু ডালের উল্লেখ ছিল। রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর কৃষিক্ষেত্র ভারতের জিডিপির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জুড়ে রয়েছে। পরামর্শদাতা সংস্থা ম্যাকিন্সির হিসাবে, দেশের কৃষি বাজারের আকার বর্তমানে ৫৮০ থেকে ৬৫০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে, যা ২০৩৫ সালের মধ্যে ১.৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে। এর আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেও এই চুক্তির কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলে দাবি করেন, এতে ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন, কৃষক, পশুপালন ও বস্ত্রশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে চুক্তি ঘোষণার পর কেন্দ্রের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, কৃষিক্ষেত্র পুরোপুরি উন্মুক্ত করা হয়নি। বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়ালের বক্তব্য, যে সব ক্ষেত্রে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেগুলি চুক্তির বাইরে রাখা হয়েছে এবং কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে।

মনোজ ভার্মার ছেলেই প্রতারনার শিকার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ খোদ প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার (বর্তমানে ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি) ছেলে সাইবার অপরাধের শিকার। কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলে গত ২ ফেব্রুয়ারি একটি অভিযোগ দায়ের করেন । তাতে অভিযোগ করা হয় তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ৩০ হাজার টাকা প্রতারণা করে তুলে নেওয়া হয়েছে । ঘটনাটি দিল্লিতে ঘটলেও মনোজ ভার্মার ছেলে কলকাতায় এসে লালবাজারের সাইবার সেলে অভিযোগ দায়ের করেন। দিল্লিতে ভাড়ায় ফ্ল্যাট খুঁজছিলেন। সেই সময় ইউপিআই আইডি ব্যবহার করে পীযুষ ভার্মা টাকা দেন। কিন্তু পরে দেখেন তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ৩০ হাজার টাকা উধাও! এরপরই ২ ফেব্রুয়ারি তিনি লালবাজার সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে ওড়িশা থেকে রাকেশ প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়। যদিও রাকেশ জেরায় পুলিশকে জানিয়েছে, তাঁর অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছে দিল্লির দুই ব্যক্তি। তাঁদের নাম সঞ্জয় এবং অক্ষয়। পুলিশ হেফাজতে থাকা রাকেশকে জেরা করে পুলিশ বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছে। সাইবার ক্রাইম এখন পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। সাইবার জালিয়াতি সংক্রান্ত অভিযোগ ও প্রশ্নের দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে ২৪ ঘণ্টার সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন চালু করল কলকাতা পুলিশ। গতকালই অর্থাৎ মঙ্গলবারই লালবাজারে সাইবার থানায় এই হেল্পলাইনের উদ্বোধন করেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার সুপ্রতিম সরকার।

'বৈধ ভোটারদের নাম বাদ যাচ্ছে কি না দেখতে হবে'

ফের ভবানীপুরের বিএলএ-২ দের বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ভবানীপুরে বিএলএ-দের নিয়ে তৃতীয়বার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে শুনানিতে নজর রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে। বৈধ ভোটারদের নাম বাদ যাচ্ছে কি না নজরদারির নির্দেশ তৃণমূল সুপ্রিমোর। শুনানিতে যাঁদের ডাকা হয়েছে তাঁদের পাশে থাকার নির্দেশ। কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না তা নজর রাখার বার্তা সংশ্লিষ্ট বৈঠকে বলে সূত্রের খবর। ফর্ম তুলেও কারা জমা দেননি তারও একটি রিপোর্ট চান মমতা। শুনানি প্রক্রিয়ার নজরদারিতে ঢিলেমি নয়। বৈঠকে বার্তা তৃণমূল সুপ্রিমোর। এখানে উল্লেখ্য, এর আগে আরও দু'বার নিজের বিধানসভা এলাকায় বৈঠক করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে দেখা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত বিএলএ-২ দের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। ভাবানীপুর এলাকায় যতজন বিএলএ ২ ছিলেন, সকলকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন সেখানকার বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখ ফের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট

বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত বক্সী। মূলত, ভবানীপুরে প্রচুর অবাঙালি ভোটার রয়েছেন। গুজরাটি, মারোয়ারি, পঞ্জাবি সকলেরই বাস এখানে। লোকসভা ভোটের সময় দেখা গিয়েছে এইখানকার কিছু ভোট বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে। তাই এই ভবানীপুর কেন্দ্রের ভোট এবং তার রূপরেখা কীভাবে পরিচালনা করা হবে সেই নিয়ে বৈঠক আগেই হয়েছিল। এরপর ফের একবার গতকাল বৈঠক হয়। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার শুনানি প্রক্রিয়া চলছে। ১৪ তারিখ সেই শুনানি প্রক্রিয়া শেষ হবে। তার আগে বিএলও ২দের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে বলেছেন মমতা। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগ, বেছে বেছে মহিলাদের টার্গেট করা হচ্ছে! মাইক্রো অবজারভাররা ইআরওদের উপর নজরদারি করছেন। বিজেপির ইশারায় বৈধ ভোটার বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। এনিয়ে মামলাও হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সওয়াল করেছেন খোদ মমতা। এবার এসআইআর শুনানি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে আরও একবার বিএলও ২দের সঙ্গে বৈঠক করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে প্রতিটি ভোটারের বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দিলেন মমতা। বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এমন ভাবানো হয়েছে যেন তিনি অজেয়। বিজেপি ওঁকে নন্দীগ্রামে হারিয়েছে। ওইখানে হারতে পারলে এখানেও হারতে পারেন। ৪৪ হাজার নাম ইতিমধ্যেই বাদ গিয়েছে। এখন ভয়ে আছেন এসআইআর শেষ হলে আরও কত নাম বাদ যাবে। চুরি-ছাপ্পাভোট দিয়ে তো সব হয় সেইটাই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো হেরে যাবেন।''

ভারত বন্ধে অফিস কামাই করলেই 'নো স্যালারি', জানাল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ১২ ফেব্রুয়ারি ২৪ ঘণ্টার দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক ঘিরে কড়া অবস্থান নিল নবান্ন। বুধবার জারি হওয়া অর্থ দফতরের (অডিট শাখা) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ওই দিন রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতর- এমনকি যেগুলি রাজ্য সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত দফতর খোলা থাকবে এবং সকল কর্মীকে কাজে যোগ দিতেই হবে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) কোনও কর্মীকে ক্যাজুয়াল ছুটি বা অন্য কোনও ধরনের ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। তা সে অর্ধদিবস বা পূর্ণ দিবসের জন্য হলেও। ওই দিন অনুপস্থিত থাকলে তা 'ডাইজ-নন' হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট দিনের জন্য বেতন কাটা যাবে। তবে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- কোনও কর্মী হাসপাতালে ভর্তি থাকলে, পরিবারে শোকের ঘটনা ঘটলে, ১১ ফেব্রুয়ারির আগেই গুরুতর অসুস্থতার কারণে ছুটিতে থাকলে, অথবা ১১ ফেব্রুয়ারির আগে অনুমোদিত শিশু পরিচর্যা ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, মেডিক্যাল লিভ বা অর্জিত ছুটিতে থাকলে সেই অনুপস্থিতি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথি পেশ করতে হবে। এ ছাড়া, ১২ ফেব্রুয়ারি অনুমোদিত ছুটি ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিরুদ্ধে দফতরীয় প্রধান বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ 'শোক-কজ' নোটিস জারি করবেন। সন্তোষজনক জবাব না মিললে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, এই

নির্দেশ কার্যকর করার সমস্ত প্রক্রিয়া ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন করে তার রিপোর্ট অর্থ দফতরে পাঠাতে হবে। অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের সই করা এই নির্দেশে স্পষ্ট বার্তা, ধর্মঘটের ডাক সত্ত্বেও সরকারি পরিষেবা সচল রাখতেই বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের শ্রম সংস্কার ও বৃহত্তর অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১২ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে ভারত বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। জোর প্রস্তুতি চলছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির। দাবি, ৩০ কোটিরও বেশি শ্রমিক এবার রাস্তায় নামবেন। ফলে ব্যাঙ্ক থেকে পরিবহণ, সরকারি দফতর-একাধিক পরিষেবা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। কেন্দ্র যে চারটি নতুন শ্রম আইন এনেছে, তা শ্রমিক সুরক্ষা ও কর্মসংস্থানের নিরাপত্তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির দাবি, নতুন আইন মালিকদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের ক্ষেত্রে বাড়তি ক্ষমতা তুলে দিচ্ছে, আর আগের বহু সুরক্ষাই কার্যত তুলে নেওয়া হয়েছে। সমস্ত কিছুর প্রতিবাদেই লক্ষ্মীবারের এই ভারত বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে।

কানাডার পর থাইল্যান্ডের স্কুলে এলোপাথারি গুলি চালনা!

নিজস্ব প্রতিবেদন

কানাডার স্কুলে গুলি চালনার ঘটনার পর বেলা গড়াতে না গড়াতেই এবার থাইল্যান্ডের স্কুলে গুলি চালনার খবর আসছে। জানা গিয়েছে, থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের একটি স্কুলে এক বন্দুকধারী বহু পড়ুয়া ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের পণবন্দি করে। যদিও পরে ওই ১৮ বছর বয়সী বন্দুকধারী গ্রেফতার হয়। পরে সমস্ত পণবন্দিরা মুক্ত হন। এদিকে, গুলি চালনার ঘটনায় একাধিকজন আহত হয়েছেন। থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলীয় হাট ইয়াই জেলার সোংখলা প্রদেশের দক্ষিণ থাইল্যান্ডের স্কুলে অজ্ঞাত সংখ্যক শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে বন্দি করে রেখেছিল। ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট উইচিয়ান সোবুন বলেন, ''অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'' এ ঘটনায় অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন আরেক পুলিশ কর্মকর্তা। এর আগে দিনের শুরুতেই কানাডায় এক স্কুলে এলোপাথারি গুলি চালনার ঘটনা ঘটে। ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়েছেন। এরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কানাডার স্কুলে এলোপাথারি গুলি চালনার ঘটনার নিন্দা করেন। তিনি তাঁর পোস্টে লেখেন, 'কানাডায় ভয়াবহ গুলি চালানোর

পাতোংপ্রথানকিরিওয়াত স্কুলে বন্দুকধারী গুলি চালানোর পর চাঞ্চল্য তৈরি হয়। পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন পণবন্দিকে উদ্ধার করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কয়েকটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে যেখানে দেখা গিয়েছে শিক্ষার্থী এবং অন্যরা সক্রিয় শুটিং এলাকা থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন। লোকজনকে ছুটে আসতে এবং আশ্রয় নিতে দেখা গিয়েছে। বন্দুকধারী আটকের আগে ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। যে সমস্ত পরিবার তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, আমি তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। গভীর শোকের এই মুহূর্তে ভারত কানাডার জনগণের পাশে একাত্মতা প্রকাশ করেছে।' জানা গিয়েছে কানাডার গুলি চালনার ঘটনায় সন্দেহভাজনের মৃত্যু হয়েছে।

সিদ্ধান্তে অনড় থেকেই রাজ্যের ৭৮ বহুতল আবাসনে বুথ কমিশনের! ২৫ ফেব্রুয়ারি তালিকা প্রকাশ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ বহুতল আবাসনগুলিতে ভোটকেন্দ্র করা হবে। ৭৮টি আবাসনে বুথ করা হবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তবে কোন কোন আবাসনে বুথ করা হবে, সেই তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি। এমটাই জানা গিয়েছে কমিশন সূত্রে। কমিশন সূত্রে আরও খবর, যেহেতু এবার প্রায় ৫৮ লক্ষের বেশিও ভোটারে নাম বাদ যাচ্ছে তাই বুথের সংখ্যাও কমে যাবে! রাজ্যের বহুতলগুলিতে বুথ তৈরিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে একাধিক অভিযোগ ওঠে। বাসিন্দাদের একাংশের যুক্তি ছিল, আবাসনের বুথ তৈরি হলে তাঁদের 'প্রাইভেসি' ও শান্তি বিঘ্নিত হবে। অন্য অংশের অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানায়। বহুতল আবাসনে বুথ করার পিছনে নির্বাচন কমিশনের যুক্তি ছিল, অন্য জায়গায় বুথ হওয়ায় আবাসনের অনেক বাসিন্দা ভোট দিতে যান না। এতে ভোটদানের হার কমে যায়। কমিশনের আশা, বহুতলগুলিতে বুথ তৈরি

হওয়ায় অনেক বৃদ্ধ ভোটার এবার ভোট দেবেন। আবাসনে বুথ নিয়ে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠি দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনকে। কিন্তু সেই আপত্তি উড়িয়ে কমিশন জানিয়েছিল, ৩০০-র বেশি ভোটার রয়েছে, এমন বহুতল আবাসনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হবে। প্রসঙ্গত, বিজেপির রাহুল সিনহা, শিশির বাজোরিয়ারা বহুতল আবাসনে বুথের আবেদন জানিয়েছিল। তৃণমূল কটাক্ষ করেছিল, কমিশন যে বিজেপির 'বি টিম' তা আবারও স্পষ্ট হয়ে গেল। এখন সিইও দপ্তরটা বিজেপি পার্টি অফিসে নিয়ে এলেই হয়ে যায়। সেই সময় কমিশন জানিয়েছিল, কলকাতা-সহ রাজ্যের সাতটি জেলায় মোট ৬৯টি বহুতল আবাসনে বুথ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী, দক্ষিণ কলকাতায় ২টি, উত্তর কলকাতায় ৮টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২৫টি, উত্তর ২৪ পরগনায় ২২টি, হাওড়ায় ৪টি, পূর্ব বর্ধমানে ৩টি এবং হুগলিতে ৫টি বহুতল আবাসনে ভোটকেন্দ্র হওয়ার কথা। তবে, নির্বাচন কমিশন আজ, বুধবার জানিয়েছে রাজ্যে ৭৮টি আবাসনে বুথ করা হবে। তবে কোন জেলায় কত তা তালিকা প্রকাশ হলেই জানা যাবে। অন্যদিকে, প্রকাশিত খসড়া তালিকায় এখনও পর্যন্ত ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। এছাড়াও শুনানি পর্যায়ে প্রায় ৫ লক্ষ ভোটার উপস্থিত হননি। তাঁদের পাওয়া না গেলে নাম বাদ যাবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও খসড়া তালিকায় নাম থাকা অনেকের নাম বাদ যেতে পারে বলে অনুমান। সেই হিসাব ধরে ৬৩ লক্ষের বেশি নাম বাদ যেতে পারে। তাই বিধানসভা নির্বাচনে বুথের সংখ্যা কমে যাবে বলেই নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

বৃহস্পতিতে শুরু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, নকল ঠেকাতে তৎপর সংসদ

অনিকেত নস্কর,কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। একদিকে যেমন চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে তেমনই একই দিনে শুরু হচ্ছে পুরনো সিলেবাসের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেইসঙ্গে তৃতীয় সেমিস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষাও একইসঙ্গে শুরু হবে, তবে সেক্ষেত্রে রয়েছে সময়ের ফারাক। বিগত কয়েকবারের মতো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র নকল করা ঠেকাতে প্রযুক্তিগত সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থী ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৮১১ জন। এর মধ্যে নতুন সিলেবাসের চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার্থী ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৬৪ জন। তৃতীয় সেমিস্টারের সাপ্লিমেন্টরি পরীক্ষার্থী ৫৮ হাজার ৪৫২ জন। আবার চতুর্থ সেমিস্টারের পুরনো সিলেবাসের পরীক্ষার্থী ১৪ হাজার ৪৯৪ জন। বৃহস্পতিবার চতুর্থ সেমিস্টারের নতুন পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১০টায়। শেষ বেলা ১২টায়। একই সঙ্গে শুরু হবে চতুর্থ সেমিস্টারের পুরনো সিলেবাসের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাও। তবে ১০টায় শুরু হয়ে সেই পরীক্ষা শেষ হবে বেলা ১টায়। তৃতীয় সেমিস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর ১টায়। শেষ হবে দুপুর ২.১৫-তে।

ভারত সফরে এসে এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে যোগ দেবেন ম্যাক্রোঁ

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন দিল্লিতে এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে অংশগ্রহণ করবেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। এমনটাই জানা গেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে।উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ চলতি মাসের ১৭ তারিখে তিন দিনের ভারত সফরে আসছেন। তিনি আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লিতে এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে অংশগ্রহণ করবেন। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই সফরে উভয় নেতা '২০৪৭'-এ উল্লেখিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করবেন। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতা বৃদ্ধি সহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করবেন তাঁরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি বলে মনে করা হয়।

কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার টাম্বলার রিজের স্কুলে গুলিবর্ষণ, ১০ জনের মৃত্যু

টাম্বলার রিজ (ব্রিটিশ কলম্বিয়া), ১১ ফেব্রুয়ারিঃ কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের টাম্বলার রিজ শহরের একটি সেকেন্ডারি স্কুলে ভয়াবহ গুলিবর্ষণের ঘটনায় সন্দেহভাজন হামলাকারী-সহ দশজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া একটি বাড়ি থেকে আরও দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যাদের সঙ্গে এই গুলিবর্ষণের ঘটনার যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (আরসিএমপি) মঙ্গলবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।স্থানীয়

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

এসআইআর হবেই, ইআরও-রাই নেবেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তঃনির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, ডিজিপি-কে শোকজ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ ফেব্রুয়ারিঃপশ্চিমবঙ্গে এসআইআর ঘিরে জটিলতা এবং প্রশাসনিক টানাপোড়েনের আবহে গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘক্ষণ ধরে গুরুত্বপূর্ণ শুনানি হল। প্রায় দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই শুনানিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, এসআইআর প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার কোনও চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ রাজ্যগুলিকে কড়া বার্তা দিয়ে বলেছে, আইনি প্রক্রিয়া চলবে এবং তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতেই হবে। একই সঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কাজের মধ্যে অসামঞ্জস্যের ইঙ্গিত। এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।গত সোমবারের শুনানিতে আদালত স্পষ্ট করে দেয়, ১৪ ফেব্রুয়ারির নির্ধারিত সময়সীমার পর আরও এক সপ্তাহ ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের, অর্থাৎ ইআরও-দের সময় দেওয়া হবে। আদালতের মতে, নথিপত্র যাচাই, আপত্তি শোনা এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত শেষ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোনও তাড়াহুড়ো না হয়, সেই কারণেই এই অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইআরও-দের হাতেই থাকবে-এ কথা আদালত পরিষ্কার করে দিয়েছে। অর্থাৎ, প্রশাসনিক স্তরে যে সংশয় ও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল, তার অবসান ঘটিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কার্যত ইআরও-দের ক্ষমতাকে পুনর্ব্যক্ত করল।শুনানির সময় রাজ্যের পক্ষ ও কমিশনের তরফে নানা যুক্তি তুলে ধরা হয়। রাজ্যের আইনজীবীরা দাবি করেন, মাঠপর্যায়ে বহু জায়গায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত, এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতার কারণে কাজ ব্যাহত হয়েছে। তবে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, উত্তেজনা বা অশান্তির আশঙ্কা আইনি প্রক্রিয়া থামিয়ে রাখার অজুহাত হতে পারে না। আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, এসআইআর সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি এবং বাস্তব পরিস্থিতির বিবরণে ফারাক দেখা যাচ্ছে। এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্যই আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে এবং সময়মতো সম্পন্ন করতে হবে।এই মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজ্যে এনুমারেশন ফর্ম পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ। আদালতে জানানো হয়, এত গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি রাজ্যের পুলিশের ডিজি-কে শোকজ নোটিশ জারি করে। আদালতের নির্দেশ, কেন এখনও এফআইআর নথিভুক্ত হয়নি, তার ব্যাখ্যা দিয়ে হলফনামা জমা দিতে হবে। এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আইনজ্ঞরা। কারণ, সর্বোচ্চ আদালত যখন সরাসরি রাজ্যের শীর্ষ পুলিশকর্তার জবাবদিহি চাইছে, তখন প্রশাসনিক স্তরে তার গভীর প্রভাব পড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।আদালতের পর্যবেক্ষণে আরও একটি বিষয় উঠে আসে-আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে কাজ না হলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক তরজা চলছে। বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। আবার শাসকদলের তরফে দাবি, আইন মেনেই সব কাজ হচ্ছে এবং অযথা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। এই টানাপোড়েনের মাঝখানেই সুপ্রিম কোর্টের কড়া অবস্থান পরিস্থিতিকে নতুন মোড় দিল।১৪ ফেব্রুয়ারির পর অতিরিক্ত এক সপ্তাহ সময় দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনেকেই স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। কারণ, ইআরও-দের ওপর কাজের চাপ অত্যন্ত বেশি। বিপুল সংখ্যক আবেদন, আপত্তি এবং সংশোধনের অনুরোধের মধ্যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। আদালতও বুঝেছে, নথিপত্র যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় না দিলে ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়। সেই কারণেই বাড়তি সময় দিয়ে প্রক্রিয়াটিকে আরও নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা।তবে আদালতের কড়া বার্তা প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়িয়েছে। বিশেষত এনুমারেশন ফর্ম পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে এফআইআর না হওয়া নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তা প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে নতুন বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। ডিজি-কে শোকজ করার সিদ্ধান্ত অনেকের মতে নজিরবিহীন নয়, তবে তা বিরল। এতে বোঝা যাচ্ছে, আদালত বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে।রাজনৈতিক মহলেও এই শুনানি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বিরোধী শিবির দাবি করেছে, তাদের অভিযোগেরই প্রতিফলন ঘটেছে আদালতের পর্যবেক্ষণে। শাসকদল অবশ্য জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশ মেনে প্রশাসন কাজ করবে এবং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবেই এগোবে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, আদালতের নির্দেশের পর এখন প্রশাসনের প্রতিটি পদক্ষেপ নজরদারির আওতায় থাকবে।সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ কেবল একটি মামলার সীমায় আবদ্ধ নয় বরং গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্ত করার দিক থেকেও তা গুরুত্বপূর্ণ। ভোটার তালিকা, সংশোধন, আপত্তি-এই সমস্ত প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করে। সেখানে যদি অনিয়ম বা বাধা সৃষ্টি হয়, তবে তা গোটা ব্যবস্থাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে। আদালতের কড়া অবস্থান সেই আশঙ্কা দূর করার দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।এখন নজর ১৪ ফেব্রুয়ারির পরবর্তী সময়সীমার দিকে। ইআরও-রা কীভাবে নথিপত্র যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন, ডিজি হলফনামায় কী ব্যাখ্যা দেন, এবং প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়-সব মিলিয়ে আগামী সপ্তাহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। আদালতের নির্দেশ স্পষ্টঃআইন মেনেই কাজ করতে হবে, এবং প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলে তা বরদাস্ত করা হবে না। এই বার্তার মধ্য দিয়েই সুপ্রিম কোর্ট কার্যত জানিয়ে দিল, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুরক্ষায় প্রয়োজন হলে তারা কঠোরতম পদক্ষেপ নিতেও প্রস্তুত।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তাধারা প্রতিটি প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মৃত্যুবার্ষিকীতে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলো সমগ্র দেশ। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে বিজেপি নেতারা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। বুধবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানান, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তাধারা প্রতিটি প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।প্রধানমন্ত্রী এক্স মাধ্যমে জানান, মাতৃভূমির অতুলনীয় ভক্ত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রোথিত তাঁর নীতি ও চিন্তাভাবনা দেশের প্রতিটি প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে বলে মনে করা হয়েছে।

বেলডাঙা অশান্তিতে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ বহাল সুপ্রিম কোর্টেও

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা কাণ্ডে এনআইএ তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। অশান্তির ঘটনার তদন্ত চালাবে এনআইএ। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখল শীর্ষ আদালত। রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল।মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনার তদন্ত করছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। এই এনআইএ তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তবে বুধবারের শুনানিতে দেশের শীর্ষ আদালত জানায়, এনআইএ তদন্তে তারা হস্তক্ষেপ করছে না। তবে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (ইউএপিএ) ১৫ নম্বর ধারা প্রয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বলল কলকাতা হাই কোর্টকে।বুধবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে রাজ্যের আবেদনের শুনানি ছিল। সেই শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এক মাস আগে এনআইএ-কে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে। তারা এফআইআর দায়ের করেছে। তবে ইউএপিএ-র ১৫ নম্বর ধারা প্রযোগে করা উচিত কি না, সে বিষয়ে আমরা এখনই কোনও মতামত দিচ্ছি না।''

দূষণে জর্জরিত দিল্লি, বুধেও একিউআই উদ্বেগজনক স্তরে

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃরাজধানী দিল্লিতে শীতের দাপট ধীরে ধীরে কমছে, তবে দূষণ কমছেই না। বুধবারও দূষণে জর্জরিত হয়েছে জাতীয় রাজধানী। অক্ষরধাম, ইন্ডিয়া গেট-সহ বিভিন্ন এলাকায় বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল মন্দ পর্যায়ে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুসারে, অক্ষরধাম মন্দির চত্বর এলাকায় একিউআই ছিল ৩২৫। আবার কর্তব্যপথে বুধবার ভোরে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) ছিল ৩৫৫।শীতের ঠান্ডা কমে আসছে দিল্লিতে। বুধবার সকালে তুলনামূলক ঠান্ডা কম ছিল দিল্লি ও এনসিআর-এ। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে ভোরের সময় কুয়াশাচ্ছন্ন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিক এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স প্রায় ২৮৭ রেকর্ড করা হয়েছে, যা খারাপ পর্যায়েই পড়ে। কিছু এলাকায় অবশ্য বাতাসের গুণগতমানের সূচক উদ্বেগজনক স্তরে ছিল।

মানস ভুঁইঞার উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দিলেন পিংলার সিপিআইএম-এর প্রাক্তন প্রধান

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ পিংলা ব্লকের ৯ নম্বর অঞ্চলের সিপিআইএম-এর প্রাক্তন প্রধান কমল জানা বুধবার সকালে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। সবং বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইঞার উপস্থিতিতে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। জানা গিয়েছে, কমল জানা মন্ত্রীর পৈতৃক আবাসে পৌঁছান এবং সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিয়ে দলে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন।এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইঞা ছাড়াও ৯ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শুভেন্দু জানা, আঞ্চলিক কমিটির সদস্য চিন্ময় পাড়ি সহ অন্যান্য দলীয় কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পিংলা অঞ্চলের রাজনীতিতে কমল জানার এই দলবদলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী নির্বাচনী সমীকরণের ক্ষেত্রেও এই যোগদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।

বামনগাছি-বেনারস ব্রিজ নির্মাণে বিলম্ব ঘিরে বিতর্ক, অনুমতির অপেক্ষায় পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারিঃবামনগাছি বা বেনারস ব্রিজের নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে-এমন খবর ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কাজ থমকে থাকায় ভোগান্তি বাড়ছে, যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে এবং পুরনো সেতুর ঝুঁকি নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার একটি ফ্যাক্ট চেক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন। সেখানে রেল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করেছে, কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ রাখা হয়নি বরং নির্দিষ্ট প্রশাসনিক অনুমতির অপেক্ষায় কিছু অংশ আটকে রয়েছে।পূর্ব রেলের দাবি অনুযায়ী, বেনারস ব্রিজের ইতিহাস এক শতাব্দীরও বেশি পুরনো। ১৯০৪ সালে নির্মিত এই সেতু দীর্ঘদিন ধরে এলাকার রেল ও সড়ক যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একইভাবে চাঁদমারি ব্রিজটি তৈরি হয় ১৯৩৩ সালে। সময়ের প্রবাহে উভয় সেতুই তাদের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল অতিক্রম করেছে। নিয়মিত ব্যবহার, ভারবহন এবং প্রাকৃতিক ক্ষয়ের ফলে কাঠামোগত দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। রেলের বক্তব্য, প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে যে সেতুগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুনর্নির্মাণ জরুরি হয়ে পড়েছিল। সেই কারণেই পুরনো কাঠামো ভেঙে নতুন সেতু তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই পুনর্নির্মাণ প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে রেলের নিজস্ব তহবিল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বেনারস ব্রিজ প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে ৭০.৬৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে চাঁদমারি ব্রিজের জন্য ধার্য হয়েছে ১৭৩.৯৪ কোটি টাকা। রেলের বক্তব্য, এত বড় অঙ্কের বিনিয়োগের মাধ্যমে তারা দীর্ঘমেয়াদি নিরাপদ অবকাঠামো গড়ে তুলতে চায়, যাতে ভবিষ্যতে জননিরাপত্তা এবং ট্রেন চলাচল কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়।রেল আরও জানিয়েছে, রেল সীমানার ভেতরে থাকা মূল কাঠামোগত কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ ব্রিজের যে অংশ সরাসরি রেললাইনের উপর অবস্থিত এবং যা রেলের অধিক্ষেত্রে পড়ে, সেই অংশের নির্মাণে বড়সড় অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু অবশিষ্ট কাজ, বিশেষ করে রেল সীমানার বাইরে সংযোগকারী রাস্তা এবং অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়েছে। কারণ, ওই অংশে কাজ করতে গেলে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রয়োজন। রেলের দাবি, সেই অনুমোদন এখনও রাজ্য প্রশাসনের তরফে মেলেনি। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অনুমোদনের জন্য একাধিকবার চিঠি পাঠানো হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত সম্মতি না পাওয়ায় কাজের একটি অংশ এগোনো যাচ্ছে না। রেলের মতে, তারা নিজের দায়িত্বের অংশ শেষ করে অপেক্ষায় রয়েছে প্রশাসনিক ছাড়পত্রের। অনুমতি মিললেই দ্রুত বাকি নির্মাণ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে।এই ব্যাখ্যা সামনে আসার পর নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে, বিলম্বের জন্য আসলে কে দায়ী। স্থানীয় মহলের একাংশ মনে করছেন, দুই সংস্থার সমন্বয়ের অভাবেই সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। পুরনো সেতু দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে যে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, তা দ্রুত কাটিয়ে ওঠা দরকার। বিশেষ করে বেনারস ব্রিজের মতো শতাব্দীপ্রাচীন কাঠামোর ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও রেল কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেছে, নিয়মিত প্রযুক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে ।অন্যদিকে রেলের বক্তব্যে স্পষ্ট, জননিরাপত্তা বজায় রাখা এবং ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা তাদের অগ্রাধিকার। ব্রিজ নির্মাণের কাজ দীর্ঘসূত্রিতায় পড়লে শুধু সড়ক যোগাযোগ নয়, রেল পরিষেবাও প্রভাবিত হতে পারে। তাই প্রশাসনিক অনুমতি দ্রুত মিললে প্রকল্প সম্পূর্ণ করা সহজ হবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেছে।এই পরিস্থিতিতে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি এখন অনেকটাই নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দফতরের সিদ্ধান্তের উপর। সমন্বয়ের মাধ্যমে সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অসুবিধা আরও বাড়তে পারে। পূর্ব রেলের ফ্যাক্ট চেক বিজ্ঞপ্তি অন্তত এটুকু পরিষ্কার করেছে যে, নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ থেমে নেই বরং একটি নির্দিষ্ট অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এখন দেখার, সেই অনুমতি কবে মেলে এবং বহু প্রতীক্ষিত নতুন সেতু কবে নাগরিকদের জন্য সম্পূর্ণভাবে খুলে দেওয়া যায়।

বিজেপি-র ডবল ইঞ্জিন চলছে ট্রিপল ট্যাক্স-এ ঃঅভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদে জোরালো ভাষণের পর এক্স পোস্টেও বিজেপি-কে তোপ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি লিখেছেন যে,, ' ডবল ইঞ্জিন নিয়ে গলা ফাটায় বিজেপি। কিন্তু বিজেপি-র এই ডবল ইঞ্জিন চলছে ট্রিপল ট্যাক্স-এ।' বুধবার এক্স মাধ্যমে অভিষেক জানান, বিজেপি ' ডবল ইঞ্জিন' নিয়ে অনেক কথা বলে। আচ্ছা, এই ডবল ইঞ্জিনটি আমি যাকে ' ট্রিপল ট্যাক্স' বলি তার উপর চলে। উল্লেখ্য, এর আগে সংসদে কেন্দ্রের সমালোচনা করে অভিষেক বলেছিলেন, এক শিশু জন্মাতেই তার দুধ আর ন্যাপির উপর ট্যাক্স। বড় হতেই পড়াশোনার উপর ট্যাক্স। মোবাইল ডেটা থেকে সব কিছুর উপর ট্যাক্স। রোজগার করতে শুরু করলে ট্যাক্স। এমনকী মৃত্যুর পর শেষকৃত্যে মোমবাতি, ধূপ জ্বালালেও তার উপর ট্যাক্স।

দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সুনেত্রা পাওয়ার

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারিঃমঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের নতুন উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সুনেত্রা পাওয়ার মন্ত্রালয়ে তাঁর দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। স্বামী ও উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর ১৩ দিন পর তিনি এই দায়িত্ব নিলেন। উপমুখ্যমন্ত্রীর দফতরে নিজের আসনে বসার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বড় ছেলে পার্থ পাওয়ার। উপস্থিত এনসিপি নেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রফুল্ল পটেল, সুনীল তটকরে, ছগন ভুজবল ও ধনঞ্জয় মুন্ডে। সুনেত্রা মঙ্গলবার নির্ধারিত ক্যাবিনেট বৈঠকে যোগ দেন।

বাবরি মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু, পাশে থাকা সবাইকে ধন্যবাদ হুমায়ুনের

মুর্শিদাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ গত বছর ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করেছিলেন নিলম্বিত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। আর বুধবার সেই প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু হল। মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের আগে ৪ ডিসেম্বর হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করে তৃণমূল। এর পর ২২ ডিসেম্বর জনতা উন্নয়ন পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দলের সূচনা করেন তিনি। ইতিমধ্যে মিমের সঙ্গে জোট করে ভোটে লড়াই করার প্রস্তুতি শুরু করেছেন ভরতপুরের বিধায়ক। সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে পুলিশ পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। সেই সময়ে বাবরি মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করে নিজের আগামী পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে চান হুমায়ুন জন উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবির বলেন, আমি খুবই খুশি। আমি সর্বশক্তিমানকে ধন্যবাদ জানাই। আজ এত মানুষ আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। অন্যরা আমার বিরোধিতা করুক। আগামী দুই বছরের মধ্যে, আমি আশা করি বাবরি মসজিদের কাঠামো সম্পন্ন হবে। মন্দির নির্মাণ ঠিক আছে, কিন্তু যদি কোনও মুসলিম মসজিদ নির্মাণ করতে চায়, তারা এর বিরোধিতা করছে। আমরা তাঁদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করব।

বিজেপি জিতছে এটাই বিরোধীদের একমাত্র বেদনার কারণঃরবি কিশান

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সংসদে হট্টগোলের জন্য বিরোধীদের সমালোচনায় সরব হলেন বিজেপি সাংসদ রবি কিশান। তাঁর কথায়, বিজেপি জিতছে এটাই বিরোধীদের একমাত্র বেদনার কারণ।বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে রবি কিশান বলেন, এই বিরোধীরাই সেই একই লোকজন যারা জগদীপ ধনখড়কে উপহাস করেছিল। এই লোকজন এখন গণতন্ত্রকে উপহাস করছে। তাঁদের একমাত্র ব্যথা হল কেন বিজেপি জিতছে, কেন তারা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে পরাজিত করতে পারছে না, দেশ কীভাবে অর্থনৈতিকভাবে এত শক্তিশালী হয়ে উঠছে, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন তাদের জন্য কঠিন বলে মনে হচ্ছে, তারা ইতিমধ্যেই উত্তর প্রদেশে হেরে গেছে, তাই এটি তাদের যন্ত্রণা এবং হতাশার বিষয়।

উড়ান ও বিশ্রামের সংশোধিত সময়সীমা বুধবার থেকে কার্যকর করছে ইন্ডিগো

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ ফেব্রুয়ারি ঃপাইলটদের উড়ান ও বিশ্রামের সংশোধিত সময়সীমা বুধবার থেকে কার্যকর করছে ইন্ডিগো। বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের (ডিজিসিএ) নির্দেশ মেনে উড়ান নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ। গত বছর উড়ান বিভ্রাটের জেরে পাওয়া সাময়িক ছাড়ের মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন নিয়মে পাইলটদের বিশ্রামের সময় বৃদ্ধি এবং রাতে উড়ান নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি থাকছে। এদিন থেকে পাইলট ও কেবিন ক্রু-দের ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল)-এর নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। তাতে পাইলট ও ক্রু-দের আরও বেশি করে বিশ্রাম দিতে হবে। এই নিয়ম গত নভেম্বরে চালু হয়েছিল। তার অভিঘাতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইন্ডিগোর প্রচুর বিমান বাতিল হতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে কেন্দ্র সেই নতুন এফডিটিএল তুলে নেয়। তখনই বলা হয়েছিল, প্রস্তুতির জন্য সময় দেওয়া হচ্ছে। নতুন এফডিটিএল বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে।

পদত্যাগ করলেন বার্সা সভাপতি

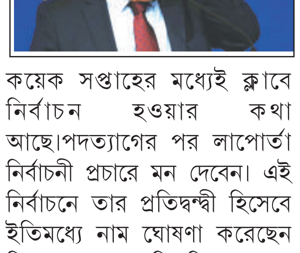

বার্সিলোনা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবার বার্সিলোনা ক্লাবের নিয়মিত বোর্ড মিটিং শেষে সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন হোয়ান লাপোর্তা। এই সিদ্ধান্ত ক্লাবের ভেতরের রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বড় প্রভাব ফেলেছে।লাপোর্তার পদত্যাগ কোনও আর্থিক বা মাঠের সংকটের কারণে নয়। এটি ক্লাবের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নেওয়া একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত। বার্সিলোনার নিয়ম অনুযায়ী পুনঃনির্বাচনে দাঁড়াতে হলে নির্দিষ্ট সময় আগে সভাপতির পদ ছাড়তে হয়।২০২১ সালের মার্চ থেকে সভাপতি ছিলেন হোয়ান লাপোর্তা। পদত্যাগের মাধ্যমে তিনি আসন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পথ খুলে দিলেন। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ক্লাবে নির্বাচন হওয়ার কথা আছে।পদত্যাগের পর লাপোর্তা নির্বাচনী প্রচারে মন দেবেন। এই নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ইতিমধ্যে নাম ঘোষণা করেছেন ভিক্তর ফন্ত, জাভি ভিয়াহোয়ানা ও মার্ক সিরিয়া।অন্তর্বর্তী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাফা ইউস্তেকে। তিনি বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ ৩০ জুন পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবেন বলে জানি।

রাশিফল

মেষঃ মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। আজ, কোনও পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আপনার ঋণখেলাপীর কাছ থেকে নেওয়া অর্থের সাথে আপনার অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে, যা আপনাকে অবাক করে এবং আপনাকে খুশি করতে পারে। পরিবারে কোন মহিলা সদস্যের স্বাস্থ্য দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করতে পারে। ভালোবাসার মানুষটি রোম্যান্টিক মেজাজে থাকবে।
বৃষঃ জাতক জাতিকাদের দিনটি ইতিবাচকতা এবং নতুন শক্তি নিয়ে আসবে। আপনি যে কাজগুলোতে মনোযোগ দিয়েছেন, সেগুলোতে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিন, কারণ কিছু সুযোগ আপনাকে আকৃষ্ট করতে পারে। শুভদিন হবে।
মিথুনঃ মানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহায়তায় কিছু ব্যবসায়ী আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এই অর্থ আপনার অনেক ঝামেলা কাটিয়ে উঠতে পারে। আপনি সবার চাহিদার যত্ন নিতে চেষ্টা করলে আপনি বিভিন্ন নির্দেশ মধ্যে বিধ্বস্ত হয়ে যাবেন।
কর্কট রাশিঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য আত্মানুসন্ধান এবং সুস্থতা প্রাপ্তির দিন। আপনি নিজের গভীরে দেখার সুযোগ পাবেন এবং আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মনোযোগ দিতে পারবেন। বিবাহের যোগ হবে না।
সিংহঃ আজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। সংসারে শান্তি ফিরবে ।
কন্যা ঃআপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। আজ শুধু বসে থাকার পরিবর্তে- কেন এমন কিছুতে নিযুক্ত হচ্ছেন না- যা আপনার উপার্জন ক্ষমতা উন্নত করবে। শুভ রং লাল
তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জীবনে ভারসাম্য এবং সম্প্রীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে।
বৃশ্চিকঃ আনঃদদায়র সফর এবং সামাজিক জময়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়োগে বিনিয়োগ করে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। শুভদিন
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে। এটি শক্তি এবং উসাহে ভরপুর একটি দিন হবে, যেখানে আপনি আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে অনুভব করবেন।
মকরঃ স্ত্রী আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। অর্থ ব্যয়
কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি বিশেষ দিন হবে। আপনার চিন্তা ও সংকল্প আরও স্পষ্ট এবং সুসংহত হবে, যা আপনাকে নতুন ধারণা ভাগ করে নিতে সাহায্য করবে। বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটালে আপনি ইতিবাচক শক্তি পাবেন।
মীনঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে। আপনার সঙ্গী সহায়ক এবং সাহায্যকারী হবে। যদি আপনি আজ প্রেম করার সুযোগ না হারান তাহলে আপনি আপনার সমগ্র জীবনে এই দিন ভুলবেন না। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আলাপচারিতার সময় আপনার চোখ কান খোলা রাখুন-যেহেতু আপনি কোন মূল্যবান উপদেশ বেছে নিতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকের দিনে হবে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই আপাতত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই বা।বে রাতের তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। রাতের তাপমাত্রা বা।বে ২-৩ দিন, তারপর তাপমাত্রার বিশেষ তারতম্য হবে না। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে। কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েকদিন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ওঠানামা করবে। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি কম।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৩৯ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং ০৯ রাত ৫৫টা । **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫২মনিট এবং রাত ১২টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৩মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৮মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

বাইপাসে প্রথম সরকারি পার্কিং লট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং বেআইনি পার্কিং রুখতে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। প্রথমবারের মতো এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিকল্পিত সরকারি পার্কিং লট গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাইপাস পুরসভার অধীনে আসার পর থেকেই একটি সুসংগঠিত পার্কিং ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। অবশেষে সেই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হয়েছে পুর প্রশাসন। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই মোট ১৪টি রাস্তায়. গাড়ি পার্কিংয়ের উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। পার্কিং বিভাগের দাবি, সবক'টি লট চালু হয়ে গেলে একসঙ্গে প্রায় ৪৮২টি গাড়ি রাখা সম্ভব হবে। এতে যেমন সাধারণ মানুষের পার্কিং সমস্যার সমাধান হবে, তেমনই কলকাতা পুরসভার রাজস্ব আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ। সেই কারণেই দ্রুত এই প্রকল্প কার্যকর করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যে সব রাস্তায় এই পার্কিং ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জওহরলাল নেহরু রোড, গরচা রোড, রমণী চ্যাটার্জি রোড, হিন্দুস্তান পার্ক, বিপিন পাল রোড, সুরেন ঠাকুর রোড, লেক ভিউ রোড, যতীন বাগচী রোড, হিন্দুস্তান রোড এবং ডোভার লেন। এছাড়াও গরচা ফার্স্ট লেন ও বিশ্ববাংলা সরণিতেও পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। শুধু রাস্তার ধারে নয়, বাইপাসের অজয়নগর, ঘোষপাড়া, মুকুন্দপুর এবং গড়িয়াহাট রোডের ফ্লাইওভারের নীচের ফাঁকা জায়গাগুলিকেও পার্কিংয়ের আওতায় আনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছেন, এই পার্কিং লটগুলির দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রথমবার ' পদ্ধতি চালু করা হবে। এতদিন টেন্ডারের মাধ্যমে এজেন্সি নিয়োগ করা হলেও, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে আরও স্বচ্ছতা ও আধুনিকতা আনতে ই-নিলামকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

প্রয়াত কমরেড শশাঙ্ক শেখর সাঁতরা

সোমনাথ চক্রবর্তী,হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়া চামরাইল অঞ্চলের বামপন্থী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন প্রধান ও প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য কমরেড শশাঙ্ক শেখর সাঁতরা সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন । মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি কোনা-চামরাইল- জগদীশপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ দান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। শশাঙ্ক বাবুর মৃত্যুতে হাওড়া জেলা বামপন্থী আন্দোলনের ও ক্ষতি হল বলে মনে করছেন এলাকার বামপন্থী কর্মী - সমর্থকেরা।

বসন্তের আগমনী সুর, বিদায়ের পথে শীত - দক্ষিণবঙ্গে দ্রুত বাড়ছে তাপমাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলা থেকে শীত এবার কার্যত বিদায়ের পথে। দরজায় কড়া নাড়ছে বসন্ত। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে মিলছে সেই ইঙ্গিতই। আগামী দু' থেকে তিন দিনের মধ্যেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা আরও বাড়তে চলেছে। ধীরে ধীরে সকালের শীতল আমেজ মিলিয়ে গিয়ে জায়গা নিচ্ছে উষ্ণতার ছোঁয়া। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পৌঁছনোর আগেই আবহাওয়ার এই বদল স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আবহাওয়া দফতরের মতে, বৃহস্পতিবার থেকেই তাপমাত্রা অন্তত ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। ইতিমধ্যেই তার পূর্বাভাস মিলেছে। মঙ্গলবারের তুলনায় গত কয়েকদিনের চেয়ে কিছুটা উষ্ণ ছিল শহর কলকাতা ও আশপাশের অঞ্চল। দুপুরের দিকে বেশ গরম অনুভূত হয়েছে। এদিন শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছুঁয়ে ফেলেছে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা ফেব্রুয়ারির শুরুতে স্বাভাবিকের তুলনায় খানিকটা বেশি বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। তবে রাত এবং ভোরের দিকে এখনও শীতের ছোঁয়া একেবারে উধাও হয়নি। মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ২.৫ ডিগ্রি কম। ফলে সকালবেলা এবং গভীর রাতে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। অনেকেই এখনও সকালে বেরোবার সময় হালকা শীতের পোশাক ব্যবহার করছেন। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রটা বদলে যাচ্ছে। দুপুরের রোদে এখন আর শীতের মৃদুতা নেই, বরং রোদের তেজ ধীরে ধীরে বাড়ছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী সাতদিন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ-দুই ক্ষেত্রেই বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আকাশ থাকবে মূলত পরিষ্কার এবং আবহাওয়া শুষ্ক। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব কমে যাওয়ায় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শুষ্ক হাওয়া বইছে রাজ্যের ওপর দিয়ে। এই শুষ্ক হাওয়ার কারণেই রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই এবং আর্দ্রতাও তুলনামূলক কম। ফলে দিনে গরম এবং রাতে হালকা ঠান্ডার এই বৈপরীত্য কিছুদিন বজায় থাকতে পারে। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় অবশ্য ভোরের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যেতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে নদী সংলগ্ন এলাকা বা চা-বাগান অধ্যুষিত অঞ্চলে দৃশ্যমানতা কিছুটা কমে যেতে পারে। তবে তা খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে না। সকাল গড়াতেই কুয়াশা কেটে গিয়ে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাবে। এবারের শীতের চরিত্র কিছুটা ভিন্ন ছিল বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। জানুয়ারি মাসে কয়েক দফা শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এমনকি ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেও অনেকেই সকাল ও রাতে ভালো মতো ঠান্ডা অনুভব করেছেন। তবে দিনের বেলা রোদের তেজ ক্রমশ বাড়ছিল। ফলে শীত যেন শুধুই সকাল-সন্ধ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন সেই পরিস্থিতিও বদলাতে শুরু করেছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে তাপমাত্রার পরিবর্তন আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। ওই সময় থেকে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকতে পারে এবং গরমের অনুভূতি বাড়বে। বিশেষ করে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে দুপুরের দিকে অস্বস্তিকর উষ্ণতা অনুভূত হতে পারে। যদিও এখনই তীব্র গরমের আশঙ্কা নেই, তবে বসন্তের আগমনী বার্তা যে স্পষ্ট, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গ্রামাঞ্চলেও একই ছবি ধরা পড়ছে। ভোরের দিকে মাঠে হালকা কুয়াশা থাকলেও সূর্য উঠতেই তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। কৃষিজীবীরা জানাচ্ছেন, সকালের ঠান্ডা আর আগের মতো তীব্র নয়। দিনের বেলায় কাজ করতে এখন বেশ ঘাম ঝরছে। ফলে ধীরে ধীরে শীতের রেশ মিলিয়ে গিয়ে বসন্তের আবহ তৈরি হচ্ছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, কোনও নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা বা নিম্নচাপের সম্ভাবনা আপাতত নেই। ফলে আবহাওয়া স্থিতিশীল এবং শুষ্কই থাকবে। এই পরিস্থিতিতে দিনের তাপমাত্রা বাড়ার প্রবণতা বজায় থাকবে। তবে রাতের তাপমাত্রা খুব দ্রুত বাড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই আরও কয়েকদিন সকালের দিকে হালকা শীত অনুভূত হতে পারে। শহরবাসীর জীবনযাত্রাতেও এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। সকালে সোয়েটার বা চাদর গায়ে চাপালেও দুপুরে তা খুলে ফেলতে হচ্ছে। স্কুল-কলেজে পড়ুয়াদের অনেকেই শীতের পোশাক ছাড়তে শুরু করেছেন। বিকেলের দিকে পার্ক বা ময়দানে ভিড় বাড়ছে। বসন্তের আগমনী আমেজে গাছপালায়ও নতুন কুঁড়ি ও ফুলের আভাস মিলছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, বাংলার আবহাওয়ায় ঋতু পরিবর্তনের সুর স্পষ্ট। শীত তার শেষ অধ্যায়ে পৌঁছেছে। আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা আরও বাড়লে শীতের বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাবে। বসন্তের আবাহনে প্রকৃতি যেমন রঙিন হয়ে ওঠে, তেমনই আবহাওয়ার এই পরিবর্তনও এক নতুন ঋতুর সূচনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখন দেখার, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে তাপমাত্রা কতটা ঊর্ধ্বমুখী হয়। তবে আপাতত হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে-শীতের দিন গোনা শুরু হয়ে গেছে, আর বসন্ত দাঁ।য়ে আছে একেবারে দোরগোড়ায়।

ত্রিবেণী সঙ্গমে শুরু মিনি কুম্ভ, পূণ্যস্নান ঘিরে ভক্তসমাগমে উৎসবের আবহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুম্ভ ও মহাকুম্ভের মতোই পশ্চিমবঙ্গেও ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে মিনি কুম্ভমেলা। সেই ঐতিহ্য মেনেই বুধবার থেকে হুগলির ত্রিবেণী সঙ্গমে শুরু হল এবারের মিনি কুম্ভ। গঙ্গা, যমুনা ও পৌরাণিক সরস্বতীর মিলনস্থল বলে খ্যাত এই তীর্থক্ষেত্রকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে উৎসবের আবহ। ভোর থেকেই বহু পূণ্যার্থী ও দর্শনার্থীর ভি।ে সরগরম হয়ে উঠেছে এলাকা। কর্মকর্তাদের মতে, গতবারের তুলনায় এবার আরও বেশি মানুষের সমাগম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বছর মেলাটি পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল, ফলে আয়োজকদের মধ্যেও রয়েছে বাড়তি উদ্দীপনা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধু-সন্তরা ত্রিবেণী সঙ্গমে এসে পৌঁছতে শুরু করেছেন। তাঁদের থাকার জন্য বিশেষ আখ।া তৈরি করা হয়েছে এবং তাবুর মধ্যে থাকারও সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আয়োজক ও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভি। নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়। ১১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই ধর্মীয় উসব, আর মাঘ সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হবে বহু প্রতীক্ষিত পূণ্যস্নান। মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বঙ্গীয় ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালন সমিতির সঙ্গে প্রশাসনের একাধিক বৈঠক হয়েছে। বঙ্গীয়. ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালন সমিতির সভাপতি ভট্টাচার্য বলেন, মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন হবে কুম্ভস্নান। যেটা আমরা বলি অমৃত যুগস্নান। ওই স্নান কেঃদ্র করেই উসব তার আগে দু'দিন ধরে চলে। ইতিমধ্যেই শিবপুর স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে গীতাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে রুদ্রাভিষেক যজ্ঞ এবং মহাদেবের সহস্রনাম পাঠ। পাশাপাশি সাধুদের আখ।ায় ৫২টি পীঠের প্রতীকী কল্পনা করে ধুনী জ্বালানো হবে, যা আধ্যাত্মিক পরিবেশকে আরও গা। করে তুলবে। ১৩ ফেব্রুয়ারি হবে প্রধান স্নানপর্ব। তার আগে অনুষ্ঠিত হবে সাধুদের রাজসিক শোভাযাত্রা, যা সপ্তর্ষি ঘাটে গিয়ে শেষ হবে। প্রথা মেনে প্রথম একঘণ্টা শুধুমাত্র সাধু-সন্তরাই স্নান করবেন। এরপর পূণ্যার্থী ও সাধারণ ভক্তদের জন্য ঘাট খুলে দেওয়া হবে। এই বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে প্রতি বছরই হাজার হাজার মানুষ ভি। জমান, এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার বিকেলে কুম্ভপ্রাঙ্গন ও গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করেন সরকারি আধিকারিকরা। সেখানে দমকল, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, পূর্ত দপ্তর, বাঁশবে।য়ি পুরসভা এবং পুলিশ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মেলার উদ্যোক্তাদের সঙ্গেও তাঁদের আলোচনা হয়। স্বামী শিবানঃদ মহারাজ জানান, আজ থেকে সাধুরা আসতে শুরু করেছে। আগামী কাল থেকে শুরু হবে কার্যক্রম। ১১-১৩ তারিখ, তিনদিন ধরে হবে কুম্ভ। ১৩ তারিখ হবে পূণ্যস্নান। ওই দিন রয়েছে ভান্ডারা। সাধুরা গোটা ত্রিবেণী নগর পরিক্রমা করবেন। তারপর হবে পূণ্যস্নান, এরপর হবে ভান্ডারা। বাংলায় ১৬টি শক্তিপীঠ রয়েছে। সেখানকার মাটি এবং জল আসবে। প্রয়াগ থেকে আনা হয়েছে জল। এই জল মাটি দিয়েই হবে যজ্ঞ। নিরাপত্তা জোরদার করতে ইতিমধ্যেই মেলার স্থান পরিদর্শন করেছেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন। তিনি জানান, কুম্ভমেলাকে কেঃদ্র করে প্রচুর মানুষের সমাগম হবে। তাই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে প্রচুর পুলিশ মোতান থাকবে। একশোর বেশি সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ওই এলাকায় নোএঃট্রিও করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে শুরু হওয়া এই মিনি কুম্ভ শুধু ধর্মীয় আচার নয়, বরং বাংলার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ মিলনমেলা হয়ে উঠেছে। পূণ্যস্নানকে কেঃদ্র করে ভক্তদের উচ্ছ্বাস, সাধু-সন্তদের উপস্থিতি এবং ক।া নিরাপত্তা- সবকিছু মিলিয়ে আগামী কয়েকদিন ত্রিবেণী যেন এক অন্য রূপে ধরা দেবে আপামর বাংলাবাসীর কাছে।

বিজেপিকে ঠেকাতে তৃণমূলই ভরসা, বিস্ফোরক মন্তব্যে ফের চর্চায় বাম আমলের ত্রাস 'মজিদ মাস্টার'

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলো।ন ফেললেন বাম জমানার প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত মজিদ মাস্টার। একসময় সিপিএমের দাপুটে সংগঠক হিসেবে পরিচিত এই প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রকাশ্যে জানালেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আগ্রাসন রুখতে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই সক্ষম। তাই তিনি ২০২১ সাল থেকেই তৃণমূলকে ভোট দিচ্ছেন এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও সেই অবস্থান বজায় রাখবেন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল রাজনৈতিক চর্চা।

একটা সময় ছিল, যখন বারাসত ২ নম্বর ব্লক এলাকায় মজিদ মাস্টারের কথাই ছিল শেষ কথা। তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হত স্থানীয় রাজনৈতিক সমীকরণ। বারাসত ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ এবং সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য- একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। সেই সময় শাসনের রাশ ধরে রাখতে এলাকায় নানা বিতর্কিত ব্যক্তিদের সক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে, আর সেই সব কুখ্যাতদের মাথায় নাকি আশীর্বাদ ছিল মজিদেরই। খুন, সন্ত্রাস, গুলি ও বোমাবাজির মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগেও তাঁর নাম জ।য়েছিল। ২০১১ সালের আগে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারও করে। যদিও পরে মুক্তি পান, কিন্তু অভিযোগ ছিল তৃণমূলের বাধার কারণে তিনি দীর্ঘদিন নিজের বা।িতে ফিরতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি বদলায়, এবং ২০১৬ সালের কাছাকাছি সময়ে সিপিএমের সদস্যপদ ছে।ে কার্যত রাজনীতি থেকে অবসর নেন মজিদ মাস্টার। বর্তমানে তাঁর বয়স আশি পেরিয়েছে। সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও প।াশোনা ও চাষবাস নিয়েই কাটছে তাঁর দিনযাপন। তবে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে বা।তি গুরুত্ব পাচ্ছে। মমতা বংেদ্যাপাধ্যায়ের সামাজিক প্রকল্প ' ভাণ্ডার'-এর প্রশংসা করে মজিদ মাস্টার বলেন, বিজেপিকে আটকাতে পশ্চিমবঙ্গে যে দলগুলি আছে, তারমধ্যে একমাত্র তৃণমূল ছা।া আমার চোখে এখন আর কেউ নেই। মমতা বংেদ্যাপাধ্যায় তাঁর আদর্শ মতো বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, প্রতিহত করার চেষ্টা করছেন। আমি এটা সমর্থন করি। বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই, সেই কারণেই ' সাল থেকে তৃণমূলকে ভোট দিচ্ছি। আগামী বিধানসভায় বিজেপিকে ঠেকাতে তৃণমূলকে ভোট দেব। শুধু তৃণমূলের প্রশংসাই নয়, বাম-আইএসএফ-কংগ্রেস জোট নিয়েও নিজের আপত্তি স্পষ্ট করেছেন তিনি। মজিদের দাবি, আইএসএফকে আমি সাম্প্রদায়িক দল বলেই মনে করি। সেই দলের সঙ্গে সিপিএমের আঁতাঁত শোভা পায় না। আমার যতটুকু জ্ঞান তাতে মেলে না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ল।াই করে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সিপিএম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সেই কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয় কী করে!ছো।ে আসা দলের বামপন্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর মন্তব্য, ওদের আমি বামপন্থী বলে ভাবি না। মজিদ মাস্টারের এই মন্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে সিপিএমও। দলের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক পলাশ দাস বলেন, নিজে না শুনে কোনও মন্তব্য করব না। তবে, যদি উনি বলে থাকেন, সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। অন্যদিকে, হা।োয়ার তৃণমূল বিধায়ক রবিউল ইসলাম বলেন, মজিদ মাস্টারের ইতিহাস শাসনের সকলে জানেন। মানুষ জানে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১-র পরে এখানে শান্তি ফিরিয়েছেন।

একসময়ের দাপুটে বাম নেতার কণ্ঠে আনুগত্য বদলের এই সুর স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন প্রশ্ন তুলছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁর এই অবস্থান কতটা প্রভাব ফেলবে, তা সময়ই বলবে, তবে আপাতত মজিদ মাস্টারের মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

হাওড়া ট্রেড সেন্টারে দুর্ঘটনা-কাণ্ডে ধৃতের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজত

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলাহাটের দিন হাওড়া ট্রেড সেন্টারে দুর্ঘটনা-কাণ্ডে ধৃতের ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের আদেশ দিল আদালত। হাওড়া ট্রেড সেন্টারের বহুতলের ছাদ থেকে লোহার পাইপ প।ে মঙ্গলবার মৃত্যু হয় দু'জনের। এই ঘটনায় গ্রেফতার হন এক ঠিকা শ্রমিক। নাম মহঃ তাজউদ্দীন। তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে হাওড়া থানার পুলিশ। ধৃতকে বুধবার হাওড়া আদালতে পেশ করা হলে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। জানা গেছে, নির্মাণকাজে চরম অবহেলা ও নিরাপত্তার অভাবের অভিযোগে ওই ঠিকা শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহম্মদ তাজউদ্দিনকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার সময় ওই কমপ্লেক্সে কাজের দায়িত্বে ছিলেন অভিযুক্ত। ধৃতকে বুধবার হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হলে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট।

উচ্চ মাধ্যমিকের আগে বড় সিদ্ধান্ত, সেন্টার ইনচার্জদের এসআইআর দায়িত্বে আংশিক ছাড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল শিক্ষা প্রশাসন। পরীক্ষার সময় সেন্টার ইনচার্জদের স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (সার) কর্মসূচির কাজ থেকে আংশিক অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিকাশ ভবন সূত্রে জানা গেছে। তবে এই ছাড় সারাদিনের জন্য নয় শুধুমাত্র পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা সার-এর দায়িত্ব পালন থেকে মুক্ত থাকবেন। এর ফলে সেন্টার ইনচার্জরা পরীক্ষাকেন্দ্রে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, সাধারণত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসআই) এবং সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকরাই সেন্টার ইনচার্জের দায়িত্বে থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি সার কর্মসূচির সঙ্গে তাঁদের যুক্ত থাকার কারণে একটি বাস্তব সমস্যা সামনে আসে। বহু সেন্টার ইনচার্জ পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারবেন কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। তিনি আরও জানান, সেন্টার ইনচার্জদের ওপর পরীক্ষার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে।

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

Regd. Office :
113 Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Email : century@centuryextrusions.com
Website : www.centuryextrusions.com
Tel: +91(033) 2229 1012 /1291; Telefax: +91(033) 2249 5656
CIN : L27203WB1988PLC043705

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025

(Rs. in lacs Except EPS)

	PARTICULARS	Quarter Ended			Nine Months Ended		Previous Year Ended
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		Un-Audited			Un-Audited		Audited
	PART- I						
1	Revenue from operation	12253	10966	10354	33634	31146	43125
2	Other Income	32	3	6	41	26	70
3	Total Income from operation (1+2)	12285	10969	10360	33675	31172	43195
4	Expenses						
	a) Cost of materials consumed	9448	9021	8784	26475	24509	33513
	b) Changes in Inventories of finished goods, work in progress and stock in trade	98	(577)	(707)	(649)	(393)	(301)
	c) Employee benefits expense	527	510	374	1532	1340	1914
	d) Finance Cost	350	302	257	919	746	1037
	e) Depreciation and amortisation expense	119	111	86	352	267	343
	f) Other expenses	1364	1245	1259	3996	3750	5408
	Total Expenses	11906	10612	10053	32625	30219	41914
5	Profit(+)/ Loss(-) before exceptional items (3-4)	379	357	307	1050	953	1281
6	Exceptional Items	—	—	—	—	—	—
7	Profit(+)/ Loss(-) before tax (5-6)	379	357	307	1050	953	1281
8	Tax Expenses						
	(1) Current tax	90	87	60	255	225	308
	(2) Deferred tax	(1)	(6)	2	(7)	1	(21)
9	Net Profit(+)/ Loss(-) after Tax (7-8)	290	276	245	802	727	994
10	Other Comprehensive Income/ (Loss)	—	—	1	1	3	(2)
11	Total Comprehensive Income for the period (IX+X)	290	276	246	803	730	992
12	Paid-up equity share capital (Face Value of Re.1/- each)	800	800	800	800	800	800
13	Reserves excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous year	—	—	—	—	—	—
14	EPS for the period (Rs.) (not annualised)						
	a. Basic	0.36	0.35	0.31	1.00	0.91	1.24
	b. Diluted	0.36	0.35	0.31	1.00	0.91	1.24

Notes :
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 11th February, 2026 for the quarter and nine months ended 31st December 2025 and thereafter were approved by the Board of Directors at their meeting held on 11th February, 2026.
2. The Company has two business segments i.e. manufacturing of Aluminium Extruded Products and manufacturing Transmission and Distribution Line Hardware. However, the Company does not fall under any of the criteria laid down under Ind AS - 108 and hence segment Reporting not applicable.
3. The above is an extract of the detailed fromat of quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results are available on the Stock Exchange of BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and on Company's website at www.centuryextrusions.com
4. Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after April 1, 2018, replaces the existing revenue recognition requirements. As per the assessment of the Company, on adoption of Ind AS 115, there is an increase in the profit of the Company by Rs. 53 Lacs for the nine months ended 31st December 2025.
5. The Government of India, vide notification dated November 21, 2025, has notified the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (collectively referred to as "the Labour Codes"), which consolidates and replaces existing multiple labour legislations. The Ministry of Labour and Employment, Govt. of India published the draft Central Rules and Frequently Ask Question to enable assessment of financial impact due to changes in regulations. And in accordance with the requirements of Ind AS 19, "Employee Benefits," and guidance notes issued by Institute of Chartered Accountants of India changes to employee benefit plans resulting from legislative amendments constitute a plan amendment, necessitating the immediate recognition of any variation in the cost upon such notification. In this respect, a detailed assessment is currently under process to evaluate its implications including the potential impact. The liabilities towards incremental employee costs in terms of the Labour Codes being under evaluation as such has not been determined and given effect to in the financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2025. Further, the underlying Rules to the Labour Codes are yet to be notified, the Company will continue to monitor the further developments, in this respect and give effect to adjustments arising in this respect on determination in the subsequent period.
6. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards("IND AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act,2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

Place: Kolkata
Date : 11.02.2026

For Century Extrusions Limited
Sd/-
Shivanshu Jhunjhunwala
Chairman and Managing Director
DIN :- 05252910

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L25199WB1990PLC048791
রেজিস্ট্রেশন অফিসঃ বঙ্গনগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেহপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩ ৫১৩, ভারত
প্রধান কার্যালয়ঃ ৪১০, বর্ধন বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬,
ইমেল আইডিঃ krypton@kryptongroup.com

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্বতন্ত্রভাবে				একত্রিত			
		নয় মাসশেষ ৩১.১২.২০২৫	নয় মাসশেষ ৩১.১২.২০২৪	ত্রৈমাসিকশেষ ৩১.১২.২০২৫	ত্রৈমাসিকশেষ ৩১.১২.২০২৪	নয় মাসশেষ ৩১.১২.২০২৫	নয় মাসশেষ ৩১.১২.২০২৪	ত্রৈমাসিকশেষ ৩১.১২.২০২৫	ত্রৈমাসিকশেষ ৩১.১২.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১.	পরিচালনা থেকে মোট আয় (নেট)	৩,৫৬২.৪৭	৩,২৯২.৭৭	১,২৬৫.৭৫	১,০৭৮.৬০	৩,৫৬২.৪৭	৩,৩৯১.৬৯	১,২৬৫.৭৫	১,১০০.৮৯
২.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম)	২৪৭.৬৯	১৫৮.৯৮	৯২.৩২	৩৩.২৬	২৪৭.৫৪	১৩৪.০০	৯২.৩১	১৭.১৭
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম)	২৪৬.২৯	১৫৮.৯৮	৯০.৯২	২২.২৬	২৪৬.১৪	১৪৭.৫০	৯০.৯১	৩০.৬৭
৪.	করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম এর পরে)	১৮৬.২৯	১১৬.৯৮	৭০.৯২	২২.২৬	১৮৬.১৪	১০৫.৫০	৭০.৯১	১৯.৬৭
৫.	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় যার মধ্যে রয়েছে (লাভ (ক্ষতি)এই সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (করের পরে)	১৮৬.২৯	১১৬.৯৮	৭০.৯২	২২.২৬	১৮৬.১৪	১০৫.৫০	৭০.৯১	১৯.৬৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১
৭.	পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ	-	-	-	-	-	-	-	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য) (প্রতিটি টাকা ১০ /- অভিহিত মূল্য) মৌলিক এবং পাতলা (বার্ষিক নয়)	১.২৭	০.৮০	০.৪৮	০.১৫	১.২৭	০.৭৩	০.৪৮	০.১৩

দ্রষ্টব্যঃ
ক) উপরে উল্লিখিত তথ্যটি সেবি(তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.kryptongroup.com) এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ১১.০২.২০২৬

বোর্ডের তরফে এবং পক্ষে
প্রিয়া আগরওয়াল
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড

রেজিঃঅফিসঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN: L70100WB1895PLC001021
ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫
ই-মেইলঃ allianceudyog@gmail.com

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	কোয়ার্টার শেষ	কোয়ার্টার শেষ	কোয়ার্টার শেষ	বছর থেকে আজ পর্যন্তবর্তমান সময়ের পরিসংখ্যান সমাপ্ত	বছর থেকে আজ পর্যন্ত বর্তমান সময়কাল শেষ হওয়ার পরিসংখ্যান	শেষ বছর
		৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯২০২৫	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	৫২৮৩.০০	৫৫০০.৯৮	৫৪২৩.৪০	১৬১২৯.৮০	১৬৫২৭.৯৮	২১৯৫১.১৮
২.	নিট লাভ (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	৬২৩৮.২৬	৫০৫৬.১৭	৬৫২০.০৪	১৮০৫৩.০০	১৬৫৬৩.৫৮	২৩১৪৮.১৮
৩..	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম পরে)	৬২৩৮.২৬	৫০৫৬.১৭	৬৫২০.০৪	১৮০৫৩.০০	১৬৫৬৩.৫৮	২৩১৪৮.১৮
৪.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম পরে)	৬২৩৮.২৬	৫০৭০.৬০	৬৫১১.৫৯	১৮০৪৪.৫৫	১৬৫৭৮.০১	১৮৯১২.৬১
৫.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় এবং লাভ (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত	১২৩৬২.৪৭	-৫৫৫১.৩৩	৫৪২৫১.১৩	৮৯০৭৮.০০	১০৯৭৮৫.৩৩	৯৮৪৫২.১২
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০
৭.	অন্যান্য ইকুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	৭২৮৭৭৯.৮৩	৬২৭৯৬৩.০৮	৭২৮৭৭৯.৮৩	৭২৮৭৭৯.৮৩	৬২৭৯৬৩.০৮	৭২৮৭৭৯.৮৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০- টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য) - (ক) মৌলিক						
	(খ) মিশ্রিত	১০.৪০	৮.৪৫	১০.৮৫	৩০.০৭	২৭.৬৩	৩১.৫২
		১০.৪০	৮.৪৫	১০.৮৫	৩০.০৭	২৭.৬৩	৩১.৫২

দ্রষ্টব্যঃ
(ক) উপরোক্তটি সেবি(তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। বিস্তারিত আর্থিক ফলাফল এবং এই উদ্ধৃতিটি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.csindia.com) পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বাক্ষর /-(অরুণ কুমার লোহিয়া)
পরিচালক
DIN: 00613114

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ১১.০২.২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৭৩, বৃহস্পতিবার, ২৯ মাঘ ১৪৩২

কৃষকদের রক্ষায় প্রতিশ্রুতি

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি মতনিবেদনে বলা হয়েছে যে সরকার ও নীতিনির্ধারকরা একটি ব্যালান্ড বা সমন্বিত চুক্তির মাধ্যমে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিতে কৃষকদের স্বার্থকে রিং-ফেন্সড, অর্থাৎ সুরক্ষিত রেখেছে- যেমন একটি লক্ষ্মণরেখা এঁকে দেওয়া হয়েছে যাতে করে কোনোভাবেই কৃষকদের ক্ষতি না হয়। এই রূপক বাক্যটি ব্যবহার করে দাবি করা হয়েছে যে খাদ্যশস্য যেমন গম, ধান ও মকাই ইত্যাদি সরাসরি ওই চুক্তির আওতায় নেই এবং এই বর্জনই আসলে কৃষকদের জন্য একটি নিরাপত্তার রেখা হিসেবে কাজ করবে। কৃষিজীবীরা সর্বদা অনিশ্চয়তার মুখোমুখি থেকেছে। বৃষ্টি-আধারিত উৎপাদন, বাজারের দাম ওঠানামা, পরিবেশগত ঝুঁকি, আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ-এসবের মোকাবিলা করতে গিয়ে তাদের জীবিকার নিরাপত্তা প্রায়ই প্রশ্নবোধক হয়ে ওঠে। এর মধ্যেই কোনো নীতিগত পদক্ষেপ বা বাণিজ্য চুক্তি যদি কৃষকদের স্বার্থকে বিশেষভাবে রক্ষা করে বলে ঘোষণা করে, তাহলে তা অবশ্যই জনগণের নজর কাড়ে এবং ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা সৃষ্টি করে। সরকার বা নীতিনির্ধারকরা বলেছেন যে এই চুক্তির আওতায় যে পণ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে, তা মূলত স্থানীয়ভাবে সীমিত প্রমাণে উৎপাদিত পণ্য এবং যেগুলোর পরিবেশে আমদানি হওয়াটাই স্বাভাবিক-এগুলোই নির্বাচিত হয়েছে, যাতে করে কৃষকরা মূল ফসলের বাজার হারিয়ে না ফেলে। এই তর্কের ভেতরেই আমরা দেখতে পাই কৃষকদের অবস্থানের কেন্দ্র করে একটি জটিল নীতিগত চিত্র। সামগ্রিকভাবে যে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা যদি সরাসরি কৃষিজীবীর জীবনযাত্রা ও সার্বিক উৎপাদনে আসা পরিবর্তনের সাথে সংযুক্ত না হয়, তবে কৃষকের প্রতিদিনের বাস্তবতা তার বাস্তব মূল্য পায় কি? এই প্রশ্নটি কখনোই সহজভাবে পাশ কাটানোর মতো নয়। নীতিনির্ধারকরা চাইলেই যখন টানতে চান, তখন তা কি সত্যিই যথেষ্ট? বা বাস্তবে কৃষিজীবীর জীবনে কি বস্তুনিষ্ঠভাবে কোনো নিরাপত্তা তৈরি হয়েছে? গত কয়েক দশক ধরে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষিক্ষেত্রে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। কৃষিজীবী সমাজের অবস্থা শুধু ফসলের উপাদন বা বাজারে বিক্রির দামের ওপর নির্ভর করে না বরং উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন, কৃষি ইনপুটের খরচ, পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রভাব, ক্রেডিট ও বীমার সুযোগ-এসব জটিলতা একসাথে কাজ করে। যদিও নীতিনির্ধারকরা এক ধরনের 'রেখা' তৈরির দাবি করেন, বাস্তবে কৃষক সম্প্রদায়ের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা কতখানি নিশ্চিত হয়েছে, সেটি সময় ও বাস্তবতাই নির্ধারণ করবে। সরকারের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে যে খাদ্যশস্যগুলো-যেমন ধান ও গম-চুক্তির আওতায় অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং এমনকি ফলমূলের বেশিরভাগ জনপ্রিয় জাতও চুক্তির বাইরে রাখা হয়েছে, যেন অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতা কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত না করে। এছাড়া নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য ধারাবাহিকভাবে আধা-শতাব্দী ধরে আমদানি করা পণ্যের উপর শুল্ক শূন্যে নামিয়ে আনা হচ্ছে যাতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সুযোগ বৃদ্ধি পায় বলে দাবি করা হচ্ছে, এবং এতে কিছু ক্ষেত্রে যেমন গবাদিপশু-খাদ্যের খরচ কমে যেতে পারে। তবে জনমতের ভেতর এমন কিছু প্রশ্নও উত্থাপিত হচ্ছে যা সরল বিশ্লেষণকে ছাড়িয়ে যায়। কৃষকরা শুধু দামের দ্বিতীয় দিকটাই দেখেন না তারা নিরাপত্তা চান, পুর্বানুমেয় বাজার চান, ঋণ ও বীমাকে সহজে পেতে চান, এবং এমন একটি ব্যবস্থা খুঁজেন যেখানে তাদের ভূমি ও উৎপাদনশীল শ্রমের মূল্য সুস্পষ্ট ও স্থায়ীভাবে রক্ষিত থাকে। যদি কেবল একটি রূপক বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে কি সেটি কৃষকদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি ধারণ করে? নীতিনির্ধারকরা যখন এমন প্রতিশ্রুতি দেন, তখন তাদের দায়িত্ব থাকে তা বাস্তবে কার্যকর করার। এদিকে কৃষিদের জীবনে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত ঝুঁকি-যেমন দীর্ঘ শুষ্ক মৌসুম, বন্যা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত-এসব সমস্যা আরো জটিল করে তুলেছে। এই বাস্তবতাগুলোর মোকাবিলায় শুধুমাত্র বাণিজ্য-চুক্তির 'শর্ত' যথেষ্ট হবে কি? কিংবা ফসলের দাম, বাজার প্রবেশাধিকার, কৃষি অবকাঠামো-এসব দীর্ঘমেয়াদি সমাধান কি চুক্তির রঙিন বিবৃতির বাইরে কাজ করছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে আমাদের ভাবতেই হবে। কৃষকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়ে আরও একটি বৃহৎ বিতর্ক সামনে আসে যখন দেশে বৃহৎ আকারে কৃষি-নীতি প্রণয়ন ও প্রণোদনা বিতরণ করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে বলে থাকে যে কৃষকদের জন্য গ্যারান্টি-মূল্য বা প্রযোজ্য সরকারী ক্রয় নীতিগুলো যথাযথভাবে অভ্যন্তরীন বাজারকে রক্ষা করে, কিন্তু অন্যদিকে এমন পরামর্শও থাকে যে এই নীতিগুলি বাস্তবে বিস্তৃত কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বা সামাজিক ন্যায্যতার প্রসঙ্গকে পর্যাপ্তভাবে অগ্রাধিকার দেয় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষকের জীবনের নিরাপত্তা বা উন্নয়ন শুধুমাত্র বাণিজ্য চুক্তি-নির্ভর নীতিতে সীমাবদ্ধ থাকলে তা পর্যাপ্ত ফল দেবে না। সমন্বিত কৃষি নীতি, পরিবেশ ও জলবায়ু-উপযোগী সমাধান, বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা, ক্রেডিট ও বীমা-সহায়তা-এসব উপাদান একত্রে কাজ করলে কৃষিজীবী সমাজের বাস্তব উন্নয়ন হবে। যদি কেবল একটি আঁকা হয় এবং সেটি কৃষকের জন্য নিরাপত্তা হিসেবে প্রদর্শিত হয়, তবে তা হবে নিছক একটি রূপক প্রতিশ্রুতি, বাস্তব ক্ষমতা নয়। সরকারি ঘোষণা ও নীতিগত বক্তব্য যতই মনে করিয়ে দিক যে কৃষকদের স্বার্থ সর্বপ্রথমে রাখা হয়েছে, বাস্তব প্রশ্নটি রয়ে যায় সাধারণ কৃষক তার জীবনে কি পরিবর্তন দেখছে? বাজারের দাম কি স্থিতিশীল? উৎপাদন খরচ কি কমছে? আয় কত স্থায়ী? এসব বাস্তব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নীতিগুলি কতটা কার্যকর? এসব প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভাবতে হবে-যতই রূপক এঁকা হোক, বাস্তব জীবনেই কি সেই রেখা কার্যকরভাবে রক্ষা করতে পারছে কৃষকদের স্বার্থ? অবশেষে, কৃষকদের উন্নয়ন ও রাজনৈতিক-আর্থিক নিরাপত্তা শুধুমাত্র নীতিগত বাক্য বা চুক্তি-ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটা একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর ওপর টিকে থাকে। একটি শক্তিশালী সমাজ, একটি সতর্ক ও দায়িত্বশীল নীতিনির্ধারক গঠনই কৃষকদের জন্য প্রকৃত নিরাপত্তার তৈরি করবে-যা শুধু রূপক নয়, বাস্তবে কার্যকর ও স্থায়ী।

শ্রী শ্রী ঠাকুর - শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন--

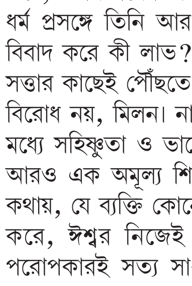

মন সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এক গভীর ও সহজ সত্যের কথা বলেছিলেন। তিনি উপদেশ দিতেন, মনকে শান্ত করতে হলে প্রথমে কৃতজ্ঞ হতে শেখো। জীবনে যা কিছু পেয়েছ-সামান্য হোক বা বৃহৎ-সবকিছুর জন্য অন্তর থেকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও। তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলো। যখন ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার বন্ধনে হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন মনের অশান্তি আপনাতেই দূর হয়ে যায়।

ধর্ম প্রসঙ্গে তিনি আরও বলতেন, তোমার ধর্ম, আমার ধর্ম-এই বলে বিবাদ করে কী লাভ? আমরা সকলে তো শেষ পর্যন্ত সেই এক পরম সত্তার কাছেই পৌঁছতে চাই। তাঁর বাণীতে ধর্ম মানে বিভাজন নয়, ঐক্য বিরোধ নয়, মিলন। নানা পথ থাকলেও লক্ষ্য এক-এই বোধই মানুষের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে।

আরও এক অমূল্য শিক্ষা তিনি দিয়েছেন নিঃস্বার্থ কর্ম সম্পর্কে। তাঁর কথায়, যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ না রেখে অন্যের কল্যাণে কাজ করে, ঈশ্বর নিজেই তার মঙ্গল সাধন করেন। নিঃস্বার্থ সেবা ও পরোপকারই সত্য সাধনার পথ-এই বিশ্বাসেই তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

অনুকুল ঠাকুরের বাণী

সরল মানুষ আকাশমুখী চাতকের মতো-তার দৃষ্টি থাকে ঊর্ধ্বে, নির্মলতার দিকে, আদর্শের দিকে। আর কপট মানুষ শকুনের মতো-উচ্চে উড়লেও তার নজর পড়ে নিচের মরা জিনিসের উপরেই। তাই ছোট হয়ে থাকলেও লক্ষ্য যেন থাকে উচ্চে ও পবিত্রে। আকারে বড় বা অবস্থানে উঁচু হলেই মহত্ত্ব আসে না যদি দৃষ্টি নীচতার দিকে থাকে, তবে সেই উচ্চতার কোনো মূল্য নেই।

বাংলাদেশ নির্বাচনে বদলে যাওয়া রাজনৈতিক পরিমণ্ডল

তহিদুল সরকার, ঢাকা

২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুধুই একটি নির্বাচনী ইভেন্ট নয় - এটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের গভীর পরিবর্তনের এক প্রতীক। দীর্ঘদিন ধরে প্রাচীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর আধিপত্য, শক্তি ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে কেটে যাওয়া বাংলাদেশ আজ একটি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি। ২০২৪ সালের নেতৃত্বাধীন আন্দোলন, রাজনৈতিক বিরোধী শক্তির পুনর্গঠন, পরিবর্তিত রাজনৈতিক জোট, ডিজিটাল তথ্যযুদ্ধ এবং ভোটার সম্ভাব্য মনোভাব - সব মিলিয়ে এই নির্বাচনকে একটি নির্ণায়ক মুহূর্তে পরিণত করেছে, যা দেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে। ২০১৪ বা ২০১৮ সালের নির্বাচন যেখানে মূলত আব্বাসী রাজনীতির বিরুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ২০২৬ সালের নির্বাচন গতের পুরোটাই ভিন্ন। ক্ষমতায় থাকা বা বিরোধীদল বনাম বিরোধীদল-এই সরল দ্বৈরথের জায়গায় এখন একাধিক রাজনৈতিক গোষ্ঠী নতুন কৌশলে রাজনৈতিক মাঠে প্রবেশ করেছে। ২০২৪ সালের গণআন্দোলনের পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ অবস্থায় পড়ে এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ঐ দলের অংশগ্রহণ ছিল না। রাজনীতির ঐতিহ্যবাহী প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি এতদিনের শীর্ষ নেতৃত্বের পরিবর্তন এবং দলের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে আবার শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছে, যেখানে তার প্রধান হিসেবে দীর্ঘ নির্বাসিত থাকা তরিকুল রহমান মঙ্গলবার দেশে ফিরে এসে প্রভাবশালী রাজনৈতিক

ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজের অবস্থান দৃঢ় করেছেন। এই নির্বাচনকে বিশেষ করে তুলেছে নতুন রাজনৈতিক জোটগুলির উত্থান। ঐতিহ্যবাহী দুই দলের বাইরেও, ১১-দলীয় একটি জোটকে কেন্দ্র করে ইসলামপন্থী দল জামায়াত-ই-ইসলামীর মতো শক্তি স্বচ্ছ পুরোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ আবারও উঠে এসেছে এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির মতো ২০২৪ সালের ছাত্র-নেতৃত্বকৃত আন্দোলনের দলও এতে অংশ নিয়েছে। এই জোটের গঠন দেখাচ্ছে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি পারস্পরিক বিরোধিতা ও আংশিক সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এক নতুন রাজনৈতিক অ্যালায়েন্স গড়ে তুলছে। এখানে একটি জটিল বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায় আদর্শ ও স্বার্থের মধ্যে বিরোধ। অনেকে মনে করেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির মতো নতুন রাজনৈতিক দলটি মৌলিক গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু এই দল যখন জামায়াতের মতো ঐতিহাসিকভাবে বিতর্কিত রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে জোট গড়ে তুলছে, তখন অনেকের উদ্বেগ হচ্ছে যে আদর্শসমূহ কি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক অস্তিত্বের বিনিময়ে। এই নির্বাচনকে আরও জটিল করে তুলছে তথ্য ও ডিজিটাল প্রচারণার ভূমিকাও। ফেসবুক, এক্স এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমগুলো শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য ছড়িয়ে দেওয়াই নয়, বরং ভুল তথ্য, বিভ্রান্তিকর ভিডিও ও বানোয়াট সংবাদ ছড়ানোর মাধ্যমেও পরিণত হয়েছে। এসব প্রচারণার উদ্দেশ্য প্রাথমিক রাজনীতিকদের বক্তব্যকে বিকৃত করে সাধারণ ভোটারদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রভাবিত করা-যা গণতান্ত্রিক বিতর্কের স্বচ্ছতা ও বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করছে। এসব কিছুর পেছনে রয়েছে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক গভীর সংকট নেতারা কীভাবে ক্ষমতা ও জনমতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় এবং ভোটাররা এর অর্থ কীভাবে উপলব্ধি করছে। অনেক ভোটার এখন আগের মতো রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি অটল আনুগত্য দেখাচ্ছে না বরং তারা নতুন রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা খুঁজছে-যা হয়তো স্থানীয় সমস্যা, সামাজিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক উন্নতি কিংবা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে বিনির্মিত। এই পরিবর্তিত মনোভাব ভোটে বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের মধ্যে আরও তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে, যারা প্রযুক্তির মাধ্যমেই এখন রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে এবং নতুন মতাদর্শ ও নেতৃত্বের জন্য এক সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে এটি অস্বীকার করা যায় না যে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে তীব্র চাপে ছিল। ২০২৪ সালের আন্দোলন দেখিয়েছে যে সাধারণ মানুষ-বিশেষ করে যুবসমাজ-ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং পরিবর্তন চাইতে পারে। আন্দোলনটি একসময় সরকারি নীতিগুলোর প্রতি জনগণের ক্ষোভকে প্রকাশ করেছিল, এবং এর পরিণামে ক্ষমতায় থাকা সরকারের পতন ঘটেছে। কিন্তু সেই বিপ্লবের রূপান্তর কেবল সরকারের মর্যাদা পরিবর্তনেই সীমাবদ্ধ নয় এটি যদি রাজনীতিতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংস্কারের ভিত্তি গড়ে তুলতে না পারে, তবে সেই আন্দোলনের সার্বিক লক্ষ্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই পরিবর্তন এবং সংঘাতের মাঝেও ভোটাররা আশা ও সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা একটি রাজনৈতিক পরিবেশ চায় যেখানে ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হবে, যেখানে নীতি ও সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের কল্যাণে ভিত্তি করে গৃহীত হবে এবং যেখানে সংখ্যালঘু ও নারীর মতো সরব জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। পাকিস্তানের

মতো অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতি, উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে কিন্তু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মানবাধিকার, নিরপেক্ষ বিচার এবং গণমাধ্যম স্বাধীনতা-এসব বিষয়ে এখনও বহু কাজ বাকি আছে। এই নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব। বাংলাদেশ পশ্চিমা ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ককে নতুনভাবে সাজাতে চেষ্টা করছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কূটনৈতিক কৌশল গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তবে দেশের সুরক্ষা, মুক্ত বাণিজ্য, এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সমানভাবে স্বীকৃতির জন্য একটি স্থায়ী ও কার্যকর বৈদেশিক নীতি তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতি ও সমাজে এই গভীর পরিবর্তনগুলির মধ্যেই বাংলাদেশের ২০২৬ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি একটি সময়ের ইভেন্ট নয়, বরং একটি ধারাবাহিক পরিবর্তনের নিদর্শন-যা আগামী দশকগুলোতে দেশের গৃহীত নীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সমাজব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জনগণ শুধু নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না, বরং এটি একটি নতুন রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটাবে-একটি চেতনা যেটি ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশ ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নিবদ্ধ। এই নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার এক দুর্লভ সুযোগ। রাজনৈতিক দলগুলি যদি জনগণের আশা ও স্বপ্নকে কেন্দ্র করে নিজেদের নীতি গঠনে মনোনিবেশ করে, তাহলে এই নির্বাচন একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সূচনা হতে পারে। আর যদি নেতারা নিজেদের স্বার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে এই নির্বাচন শুধু একটি ইভেন্ট হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে-একটি সম্ভাব্য সুযোগ, যা রাজনৈতিক স্বার্থে হারিয়ে যেতে বসেছে। পরিশেষে, বাংলাদেশে এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিমণ্ডল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে গণতন্ত্র একটি জীবন্ত প্রক্রিয়া, একটি সংগ্রাম এবং প্রতিদিনের পুনঃমূল্যায়নের নাম। ভোটাররা এখন শুধু একটি নেতৃত্ব দেখতে চায় না তারা একটি সমাজ, একটি দেশ এবং একটি রাজনীতির রূপান্তর দেখার আশা করে-যেখানে মানুষ, নীতি ও সত্যিকারের গণতন্ত্রই রাজনীতির মূল ভিত্তি হবে।

বাঘ ঠেকাতে স্মার্ট প্রহরী জঙ্গলে

বিনোদ কুমার পাল, ক্যানিং ঃ সুন্দরবনের অরণ্য যেমন রহস্যময়, তেমনি নির্মম। এখানে প্রকৃতি কখনও জীবন দেয়, কখনও কেড়ে নেয়। জোয়ার-ভাটার স্রোত, কাদামাটির চর, আর ম্যানগ্রোভের ঘন ছায়ার মধ্যে বসবাস করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সেই বাঘই কখনও পথ ভুলে বা খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। আর তখনই শুরু হয় আতঙ্ক, অস্থিরতা, কখনও প্রাণহানির মর্মান্তিক অধ্যায়। এই দীর্ঘস্থায়ী মানুষ-বাঘ সংঘাত কমাতে সুন্দরবনের কিছু গ্রামে চালু হয়েছে 'কাকতাড়ুয়া' বা প্রযুক্তিনির্ভর প্রহরী ব্যবস্থা। প্রশ্ন উঠছে, এই নতুন আলো জ্বলে ওঠা বা মানুষের কণ্ঠস্বরের মতো শব্দ ভেসে আসা তাকে বিভ্রান্ত বা আতঙ্কিত করতে পারে। মূল উদ্দেশ্য বাঘটিকে আঘাত করা নয়, বরং তাকে লোকালয় থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানসিক নিরাপত্তা। সুন্দরবনের বহু গ্রামে সন্ধ্যার পর এক অদৃশ্য ভয়ের আবহ তৈরি হয়। রাতের অন্ধকারে হঠাৎ কুকুরের ডাকে চমকে ওঠেন মানুষ, গবাদি পশু বেঁধে রাখার জায়গায় বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়। এই চিরস্থায়ী আতঙ্ক গ্রামবাসীর জীবনযাত্রায় গভীর প্রভাব ফেলে। স্মার্ট পর্যবেক্ষণ জরুরি, যাতে বোঝা যায় এই উদ্যোগ বাস্তবে কতটা ফলপ্রসূ। স্মার্ট কাকতাড়ুয়া প্রকল্পের গুরুত্ব আরেকটি কারণে বিশেষ। অতীতে বহুবার দেখা গেছে, গ্রামে ঢুকে পড়া বাঘকে ঘিরে জনরোষ তৈরি হয়েছে। কখনও ভয়, কখনও ক্ষোভ থেকে বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারগুলো দীর্ঘদিন আর্থিক ও মানসিক সংকটে ভুগেছে। যদি প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিরোধ সংঘাতের সম্ভাবনা কমায়, তবে তা মানুষ ও বাঘ-উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, এই

উদ্যোগ কি সত্যিই বদল আনতে পারবে? সুন্দরবনের ভৌগোলিক বাস্তবতা জটিল। নদী, খাঁড়ি আর বনের জালের মতো বিস্তৃত ভূপ্রকৃতির মাঝে গ্রামগুলো যেন প্রকৃতির সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট দ্বীপ। অধিকাংশ মানুষের জীবিকা নির্ভর করে মাছ ধরা, কাঁকড়া সংগ্রহ, মধু আহরণ কিংবা ক্ষুদ্র চাষবাসের ওপর। ফলে বন আর গ্রাম এখানে আলাদা কোনও সত্তা নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। এই ঘনিষ্ঠতার মাঝেই লুকিয়ে আছে বিপদ। খাদ্যের অভাব, এলাকা পরিবর্তন কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে বাঘ মাঝে মাঝে গ্রামে ঢুকে পড়ে। কখনও গবাদি পশু আক্রমণ করে, কখনও মানুষের ওপর হামলা চালায়। একদিকে মানুষের নিরাপত্তা, অন্যদিকে বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ-এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রেক্ষাপটে স্মার্ট কাকতাড়ুয়ার ধারণা এসেছে এক ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে। প্রচলিত কাকতাড়ুয়া যেমন মাঠে পাখি তাড়াতে ব্যবহৃত হয়, তেমনই এই প্রযুক্তিনির্ভর কাঠামো বাঘটিকে লোকালয় থেকে দূরে রাখতে তৈরি। এতে সংযোজিত থাকে সোলার প্যানেল, স্বয়ংক্রিয় আলো, শব্দ উৎপাদক যন্ত্র, কখনও সেন্সর প্রযুক্তি। বাঘ কাছাকাছি এলে হঠাৎ কাকতাড়ুয়া যদি অন্তত কিছুটা সুরক্ষার অনুভূতি দেয়, তবে সেটিও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তা কেবল বাস্তব প্রতিরোধ নয়, মানুষের মনে আস্থা তৈরি করাও এক বড় সাফল্য। তবে প্রযুক্তির ওপর অন্ধ নির্ভরতা বিপজ্জনক হতে পারে। সুন্দরবনের পরিবেশ অত্যন্ত প্রতিকূল। নোনা বাতাস, অতিরিক্ত আর্দ্রতা, ঘূর্ণিঝড় ও ভারী বৃষ্টিপাত যন্ত্রের স্থায়িত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। সোলার প্যানেল কাদা বা লবণের আস্তরণে ঢেকে গেলে কার্যকারিতা কমে যাবে। সেন্সর বিকল হলে সতর্কবার্তা আর পৌঁছবে না। তাই এই প্রকল্পের সঙ্গে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। গ্রামবাসী যদি নিজেরাই এই ব্যবস্থার দেখভাল করেন, তবে তার কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব বাড়বে। আরও একটি দিক বিবেচ্য-বাঘের আচরণগত অভিযোজন। বাঘ অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। একই ধরনের শব্দ বা আলোর উপস্থিতি যদি বারবার ঘটে, তবে সে বুঝে যেতে পারে যে এতে প্রকৃত বিপদ নেই। তখন তার ভয় কাটতে সময় লাগবে না। ফলে এই ব্যবস্থায় পরিবর্তনশীলতা থাকা দরকার। অনিয়মিত সময়ে শব্দ বা আলো, বিভিন্ন প্যাটার্নের ব্যবহার-এসব কৌশল কার্যকারিতা বাড়াতে পারে। পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থা কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা, বাঘের প্রাকৃতিক শিকার প্রজাতির সংরক্ষণ, বনভূমির বিস্তার রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা-এই বৃহত্তর প্রশ্নগুলো সমাধান না হলে সংঘাত পুরোপুরি থামবে না। স্মার্ট কাকতাড়ুয়া এক প্রাথমিক প্রতিরোধ বলয়, কিন্তু মূল সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ ও বাঘের সম্পর্ক শত্রুতার নয়, সহাবস্থানের। সুন্দরবনের মানুষ জানেন বাঘ এই অরণ্যের অঙ্গ। একইভাবে বাঘও তার স্বাভাবিক পরিবেশে থাকতে চায়। সংঘাত তৈরি হয় যখন সীমানা অস্পষ্ট হয়ে যায়। স্মার্ট কাকতাড়ুয়া সেই সীমানাকে দৃশ্যমান ও কার্যকর করার এক প্রচেষ্টা। প্রযুক্তির সহায়তায় একটি অদৃশ্য রেখা টানা, যা বলে দেয়-এখানেই গ্রাম, তার ওপারে বন। এই উদ্যোগ সফল হবে কি না, তা সময়ই বলবে। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট, সুন্দরবনের মতো সংবেদনশীল অঞ্চলে নতুন চিন্তার প্রয়োজন ছিল। যদি পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে এই প্রকল্প এগিয়ে চলে, তবে হয়তো একদিন সুন্দরবনের রাতগুলো কিছুটা হলেও নির্ভার হবে। আর মানুষ ও বাঘের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বে তৈরি হবে সহাবস্থানের এক নতুন অধ্যায়।

বিজ্ঞান বনাম বিশ্বাস ঃ ভারতের মননে বিপর্যয়

তন্ময় পাত্র

গত কয়েক বছর ধরে আমরা একটি অদ্ভুত ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সাক্ষী হয়েছি। একদিকে যেখানে বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা ও যুক্তি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে চালিত করে, সেখানে রাজনৈতিক অঙ্গনে এমন কিছু বক্তব্য উচ্চারিত হচ্ছে যা বিজ্ঞানকে নয়, বরং কুসংস্কার, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এবং অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে উস্কে দিচ্ছে। তাঁরা বলছেন-বিবর্তনবাদ 'সংস্কৃত ভাষা নাকি স্বাস্থ্য কাজে সাহায্য করে, গরুর শ্বাসপ্রণালী বিষয়ক অদ্ভুত যুক্তি-এসব বক্তব্য নতুন কিছু নয়, কিন্তু এটি যখন শাসক দলের উচ্চপদস্থ নেতাদের মুখে আসে, তখন এক সাধারণ প্রশ্ন ঘুরেফিরে সকলে করবে ভারত কি সত্যিই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে? ২০১৮ সালে বিজেপির সাংসদ সত্যপাল সিং ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বকে 'ভুল' বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং এমনও দাবি করেছিলেন যে মানুষের আত্মার পরিবর্তন কোনও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হয়নি। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন এই তত্ত্বকে স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রম থেকে সরানোর কথাও-যদিও বিজ্ঞানীরা কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন বিবর্তন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বহু পরীক্ষায় যাচাই হয়েছে। এমনধরণের বক্তব্য শুধু এক নীতিনির্ধারকের মন্তব্য নয়. বরং ভারতীয়. রাজনৈতিক পরিবেশের একটি চিরকালের ধাঁধার মতো প্রসার লাভ করেছে। গরুর দুধে সোনা থাকলে তার উপকারিতা, গোমূত্র সেবনে রোগ নিরাময়-এ সব কুসংস্কার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনার অংশ হয়ে উঠছে। কোনো কোনো নেতা এমন দাবি করেছেন যে নিয়মিত সংস্কৃত ভাষায় কথা বললে স্নায়ুতন্ত্র শক্তিশালী হয় এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে-যা শাস্ত্রীয় বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন দাবি বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন। এখন এসব দাবি কেবল বিনোদন বা আলোচনার গল্প নয়-এগুলি ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক মানসিকতাকে স্পর্শ করছে। শিক্ষা ও বিজ্ঞান নীতি নির্ধারনে, সরকারি নথি ও পাঠ্যক্রমে এমন যুক্তি প্রবেশ করলে তা শুধু শিক্ষার্থীদের মনে বিভ্রান্তি তৈরিই করবে না, বরং গোটা সমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মননের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাবে। এ প্রসঙ্গে যুক্তি জোরালো হয়েছে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের মৌলিক ভিত্তি-যেমন বিবর্তন তত্ত্ব-রক্ষিত থাকা জরুরি। আসলে, সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর তরফ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে ডারউইনের বিবর্তনবাদ এখনও NCERT-এর পাঠ্যক্রমের অংশ এবং এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু এই নিশ্চয়তা সত্ত্বেও বিতর্কের লেগে থাকা, সামাজিক মাধ্যম ও রাজনৈতিক অঙ্গনে এর পুনরাবৃত্তি ঘটছে, এবং তা মনকে স্থির করতে পারছে না। এটি কি উন্নত একটি সমাজের জন্য অনুকূল? বিজ্ঞান সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। কারণ, বিজ্ঞান কেবল তথ্য বা তত্ত্বের সংগ্রহ নয় এটি নির্দোষ অনুসন্ধানের পদ্ধতি-যা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, প্রমাণ এবং ভুলের প্রতি উন্মুক্ত থাকে। কখনো কোন তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হলে বিজ্ঞান সেটিকে পুনর্বিবেচনা করে, তবে সেটা ঘটে প্রমাণের ভিত্তিতে-কুসংস্কারের আড়ালে সেই পথ অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন এই ধরনের মন্তব্যগুলো উচ্চারিত হয়, তখন এটি শুধু বক্তব্য মাত্র থাকে না-এটি সমাজে একটি সংকেত হিসেবে পৌঁছে। যখন কোনো শাসক শ্রেণি নিজ ভাষা বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক কার্যকারিতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে, তখন সেটি সন্দেহাতীতভাবে যুক্তি ব্যবস্থাকে আবেগ ও জাতিগত বিষয়ের কাছে কমজোর করে দেয়। এর সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হয় শিক্ষার্থীদের প্রতিভা ও যুক্তিবাদী মননকে ক্ষতি করা। স্কুল ও কলেজ জীবনে যখন প্রচলিত বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভাষার প্রতি সম্মান থাকা উচিত, ঠিক তখনই অপ্রমিত সংজ্ঞা বা ভুল তথ্য শিক্ষার স্থান দখল করে নেয়। এতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের বাইরে এক ভিন্ন বাস্তবতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। গবেষণা, উদ্ভাবন বা শ্রমিক-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহের পরিবর্তে তারা আলৌকিক বা বিশ্বাসভিত্তিক ব্যাখ্যার দিকে আকৃষ্ট হয়-যা একটি জাতির প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এছাড়া, এমন ভুল যুক্তির রাজনৈতিক সমর্থন সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে সাধারণ নাগরিক বিজ্ঞানকে অবহেলা করে ও ব্যক্তিগত বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ওপর ভারী নির্ভর করে। এটি মানবিক মননের বিকাশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হলো সন্দেহ, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা-কিন্তু যখন সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আবেগ বা সংস্কারের মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়, তখন মনের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হয়। ভারতের বর্তমান বাস্তবতায় বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের এই সংঘাত কেবল ব্যক্তিগত বা শৈল্পিক মতের স্তরে নেই-এটি রাষ্ট্রীয় নীতিকেও প্রভাবিত করছে। উচ্চপদস্থ নেতাদের বক্তব্য সমগ্র সমাজে একটি বার্তা পৌঁছে দেয় যে জাতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বৈজ্ঞানিক যুক্তির মূল্য কমে আসছে। এটি শুধু একটি তথ্যগত গণ্ডি পার হয়ে মানসিকতারও প্রতিফলন-যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যবাহী ধারণার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানকে মিলিয়ে দেখতে অক্ষমতা দেখা দেয়। সমাজের একটি অংশ সৌন্দর্য দেখে, আবার অন্য অংশ বিজ্ঞান দেখে-কিন্তু রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে যখন বিজ্ঞানকে পিছনে রাখা হয়, তখন জাতির সামগ্রিক উন্নয়নেই বাধা তৈরি হয়। এই বিভাজন কাটিয়ে ওঠা জরুরি-সুস্থ যুক্তি, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা এবং সমালোচনামূলক চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা আমরা পুনরায় ফিরে আনতে পারি। যেহেতু বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমেই নতুন উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও কঠিন বাস্তবতায় আমাদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তাই এগুলোকে শুধু একটি শিক্ষাগত ধারণা হিসেবে নয়, বরং জাতীয় চেতনাবোধ হিসেবে গড়ে তোলা উচিৎ। শেষ পর্যন্ত, কোনো দেশই যদি নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে চায়, তবে তাকে পূর্বগামী ভুল ব্যাখ্যা বা কুসংস্কারের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ভারতের মতো বহু প্রাচীন সভ্যতা যা ইতিহাসে বহু বৈজ্ঞানিক ও অবদান রেখেছে, তার ভবিষ্যৎও হতে পারে প্রগতিশীল-যদি সে বৈজ্ঞানিক মননের প্রতি আবার বিশ্বাস স্থাপন করে। ভারত কি সত্যিই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে-না, তা একমত বলা যাবে না। তবে একটি বড় অংশ আজও ভুল তথ্য ও প্রাচীন বিশ্বাসকে আধুনিক সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে চাইছে, এবং সেটাই একটি বড় প্রমাদ। এই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে পূনঃস্থাপিত করাই আমাদের সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

এক সপ্তাহে দু'বার মোবাইল-কাণ্ড, সঙ্গে 'নকল' পিস্তল- পরীক্ষা কেন্দ্রে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন পূর্ব বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ এ যেন সত্যিই 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'। এক সপ্তাহের মধ্যেই দু'টি পৃথক পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষায় বসার ঘটনা সামনে এল। তার পাশাপাশি বর্ধমান শহরের এক পরীক্ষার্থীর ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল পিস্তলের মতো দেখতে একটি 'নকল' অস্ত্র। পরপর এই ঘটনায় পরীক্ষা কেন্দ্রের নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জানা গেছে, গত শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) কাটোয়ার দুর্গাদাসী ধাউধুরানি গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে ঢুকে পড়ে কাটোয়া ভারতী ভবন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক পরীক্ষার্থী। ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, ছ'দিনের মাথায় ফের একই ধরনের ঘটনা ঘটে রায়নার উচালন হাই স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রে। সেহারাবাজার চন্দ্রকুমার ইনস্টিটিউশনের ওই পরীক্ষার্থীর সিট পড়েছিল উচালন হাই স্কুলে। এদিন ছিল জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা। পরীক্ষা চলাকালীন গার্ডে থাকা শিক্ষক লক্ষ্য করেন, পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোনে এআইয়ের সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ও খাতা বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিষয়টি জানানো হয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদে। পর্ষদের প্রতিনিধিদের হাতে মোবাইল ও উত্তরপত্র তুলে দেওয়া হলে পরীক্ষার্থীর জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষাটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে, বর্ধমান শহরের উদয়পল্লী শিক্ষানিকেতন হাই স্কুলে ঘটে যায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বর্ধমান বোরহাট রামকৃষ্ণ হাই স্কুলের এক পরীক্ষার্থীর সিট ছিল ওই কেন্দ্রে। পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার সময় তার ব্যাগ তল্লাশি করে পিস্তলের মতো দেখতে একটি বস্তু উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বর্ধমান থানার পুলিশ ও পর্ষদের আধিকারিকরা। পরে পরীক্ষা করে জানা যায়, সেটি আসলে একটি খেলনা পিস্তল। পুলিশ সেই 'নকল' পিস্তল বাজেয়াপ্ত করে। যদিও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী নির্বিঘ্নেই পরীক্ষা দিতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার বলেন, ''উচালনে এক পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল। পরীক্ষক বিষয়টি বুঝতে পেরে মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেন এবং জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষাটি বাতিল করা হয়। চেকিং থাকা সত্ত্বেও কীভাবে মোবাইল ফোন পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি বর্ধমান শহরের একটি কেন্দ্রে পিস্তলের মতো বস্তু নিয়ে প্রবেশের ঘটনায় পুলিশ এসে নিশ্চিত করেছে সেটি খেলনা বন্দুক।'' উল্লেখ্য, চলতি বছরে মোবাইল ফোন রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পরীক্ষার হলে কোন কোন সামগ্রী নিয়ে প্রবেশ নিষেধ, তা টেস্ট পেপারেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি পরীক্ষা শুরুর আগেও একাধিকবার নির্দেশিকা জারি করে পরীক্ষার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কী কী জিনিস সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়া যাবে না। তবু পরপর ঘটনার জেরে প্রশ্ন উঠছে- নির্দেশিকা ও নজরদারি কি যথেষ্ট কার্যকর?

মুর্শিদাবাদে শুরু হলো হুমায়ুনের বাবরি মসজিদের নির্মাণ কাজ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ বুধবার থেকে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার ছেতিয়ানি এলাকায় শুরু হলো তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নির্মাণ কাজ। গত বছরের ৬ ডিসেম্বর ওই এলাকায় মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে নির্মাণকাজ শুরু করা যায়নি। তার আগেই জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর সহ ওই দলের সমস্ত শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে বুধবার দুপুরের পর থেকে মসজিদের ভিত ঢালাই করার কাজ শুরু হয়। মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হওয়া দেখতে কয়েক হাজার মানুষ আজ ছেতিয়ানি গ্রামে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আজ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের আয়োজন করা হয়। প্রায় ১২০০ হাফেজ ও মৌলবি-মুফতির সমাবেশে কোরআন পাঠের মধ্য দিয়ে নির্মাণকাজের সূচনা হয়। সকাল ১০টা থেকে ওই অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং দুপুরের দিকে ইট-সুরকি দিয়ে আনুষ্ঠানিক নির্মাণ শুরু হয়। হুমায়ুন কবীর নিজে উপস্থিত থেকে এই কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেন। জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর বলেন, ''বাবরি মসজিদের মূল কাঠামো তৈরি করার মধ্য দিয়ে আজ মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হল। ইঞ্জিনিয়াররা দু'বছর সময় নিচ্ছেন এই মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য। আগামী দিনে যত বাধা আসুক মসজিদ নির্মাণ হবেই।'' হুমায়ুন কবীরের নতুন রাজনৈতিক দলের বেলডাঙ্গা-২ ব্লকের সহ-সভাপতি আসর শেখ বলেন, ''মসজিদটি এমনভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে যাতে একসঙ্গে ১০ হাজারের বেশি ব্যক্তি নামাজ পড়তে পারেন। আপাতত ৪ বিঘা জায়গার উপর মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে। তবে ইতিমধ্যে মসজিদের নামে ২৭ বিঘা জমি রেকর্ড করা হয়েছে। আরও প্রায় ১১ বিঘা জমি রেজিস্ট্রি করা হচ্ছে, তার রেকর্ড পরিবর্তনের কাজ এখনও চলছে।'' তিনি বলেন, ''আপাতত ৪ বিঘা জায়গার উপর মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হলেও প্রায় ৭ বিঘা জায়গার উপরে এই মসজিদ নির্মাণ হবে। বাকি জায়গায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে।'' আসর শেখ আরও বলেন, ''মসজিদ নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংস্থার তরফ থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকা চাঁদা দেওয়া হয়েছে। তবে আমাদের আশা আজ থেকে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার পর চাঁদা সংগ্রহের পরিমাণ বাড়বে। বিদেশ থেকেও প্রচুর ব্যক্তি এই মসজিদ নির্মাণের জন্য চাঁদা দিতে চেয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ব্যাঙ্কের কিছু জটিলতা থাকায় বিদেশ থেকে আমরা এখনও চাঁদা নিতে পারছি না।'' প্রসঙ্গত মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরীর ঘোষণার করার পরেই হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে তৃণমূল কংগ্রেস। 'দল বিরোধী' কাজের জন্য এরপর ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয় তৃণমূল থেকে। কিন্তু তাতেও হুমায়ুন কবীরকে দমানো যায়নি। সম্প্রতি নিজের নতুন রাজনৈতিক দল, জনতা উন্নয়ন পার্টি, তৈরী করেছেন হুমায়ুন। ইতিমধ্যেই হুমায়ুন ঘোষণা করে দিয়েছেন, তাঁর নতুন রাজনৈতিক দল রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ১০০-র বেশি আসনে প্রার্থী দেবে। বুধবার মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হুমায়ুন বলেন, ''নতুন রাজনৈতিক দল এবং মসজিদের কাজ শুরু করার জন্য আমার মেয়ে, জামাই এবং মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ বেআইনিভাবে তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। তার সব প্রমান আমার কাছে আছে। পুলিশের এই আচরণের প্রতিবাদে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি কোনও নোটিশ না দিয়ে আমি মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার এসপি অফিস সকালে ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত এক লক্ষ মানুষকে নিয়ে ঘেরাও করবো।'' বাবরি মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পর হুমায়ুন আজ তার প্রস্তাবিত 'বাবরি যাত্রা' পিছিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। প্রায় ১০০টি গাড়ি নিয়ে পলাশী থেকে শুরু হওয়ার কথা এই যাত্রা হওয়ার কথা ছিল। তবে নদিয়ার পলাশী থেকে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা পর্যন্ত ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় ২২ কিলোমিটার পথ জুড়ে সংক্ষিপ্ত আকারে এই যাত্রা হবে বলে হুমায়ুন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''মালদা প্রশাসনের তরফে এই যাত্রার দিন পরিবর্তনের আবেদন করা হয়েছিল। আমরা সেই অনুরোধ মেনেছি। পলাশীর স্মৃতিসৌধ থেকে বাবরি মসজিদের নির্মাণ স্থল পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার পদযাত্রা করা হবে।''

OFFICE OF THE BANUPUR-1 GRAM PANCHAYAT

Tender Notice

Banupur-1 Gram Panchayat has invited Eight (8) Nos of e-Nit for 15 fc Tied, Untied Scheme 2nd call Vide NIT No: Banu-1/e-Nit/15th Tied-08-2 Nos & Banu-1/e-Nit/15th UnTied-09-1 Nos Fund on dt-10/02/2026 for year 2025-2026, and 5 Nos APAS schemes -Tender 3rd call Scheduled to be open on 19/2/2026 (at 10 AM) and last date of bid Submission is on 17/2/2026. For more details, please visit on:-**https://wbetenders.gov.in**

Prodhan
Banupur-1 G.P.
Banipur, Howrah

Office of the
SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No:-WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 23/25/CFC

For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 10(Ten) Nos. different works. Document download/sale start date from **11/02/2026 at 2.00 PM.** Bid Submission starting from **11/02/2026 at 02.00 PM.** Last date of submission of Bid on **17/02/2026 at 03.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) 19/02/2026 at 3.30 P.M. For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

Keshargarh Gram Panchayat
Vill.+PO - Dapang, PS-Hura, Dist.-Purulia, Pin-723148
Notice Inviting E-Tender No. WBPUR/HURA/KGP/414(16)/ eNIT No-03/2025-26, Dated: -10/02/2026

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of similar Works. Document download/sale/Bid submission starting from(online) **12/02/2026 06.00 PM up to 21/02/2026 up to 04.00 PM**. Bid Opening date(Technical) 24/02/2026 at 01:00 PM. For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Keshargarh Gram Panchayat

Office of the Paschim Bishnupur Gram Panchayat
Bhasa 14 No, Bishnupur, South 24 Parganas
E TENDER NOTICE
E-Tender No - PASGP/001/2026, PASGP/002/2026, PASGP/003/2026, PASGP/004/2026, Date: 10/02/2026

E Tender invited by Prodhan, Paschim Bishnupur Gram Panchayat Under BDO Bishnupur-I for civil work. For visit **www.wbtenders.gov.in** Bid Start Date **10/02/2026 at 18.00** and Bid Closing Date - **23/02/2026 at 17.00**

Sd/-
Prodhan
Paschim Bishnupur Gram Panchayat

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist.-Hooghly

Notice inviting Tender no: NIT NO: 121/NGP/2026, dated: 11/02/2026 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: FROM 11/02/2026. Last date of submission of Tender: 20/02/2026. Date of Opening of Tender: 23/02/2026. Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat

OFFICE OF THE BAGNAN-1 GRAM PANCHAYAT
BAGNAN, P.O-BAGNAN
P.S.-BAGNAN-, DIST.- HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER(1 st Call) No-WB/HOW/BAGI GP/NIET-03/15 th FC/25-26

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for the work: Operation and Maintenance of SWM Project. Source of Fund: 15 th FC. Last date of dropping of Sealed Tender Form On or before **13/02/26 (up-to 1 PM).** Date of Opening of Tender **16/02/26 (At 3 P.M.).** For details visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Bagnan-I Gram Panchayat

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no: 61/DM/ENGG/(SWM)/2025-2026
DATE-11/02/2026
E-NIT no-62/DM/ENGG/(HEALTH)/2025-2026
DATE-11/02/2026
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no 7478003845
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

Office of The Prodhan
BAHUTALI GRAM PANCHAYAT
P.O-Bahutali, Block-Suti-I, Dist-Murshidabad, West Bengal

E-N.I.T.NO: (i) 13/BGP/2025-2026. Memo No: 193/BGP, DATE-10.02.2026, 1. Start date of downloading of documents (Online) - **16.02.2026 up to 6.00 pm**. 2. Last date of dropping of tender paper:- **16.02.2026 at 6:00 pm.** 3. Date of Technical opening online tender paper:- **18.02.2026 upto 6.00 pm.**

Sd/- Prodhan
Bahutali Gram Panchayat

Kalekhantala-II Gram Panchayat

e-Tender Kalekhantala-II Gram Panchayat **NIT no.38/NIT/CFC-T/K2GP/2026(2Nos Drain)** date 09/02/2026, Published on eNIT site on 12/02/2026 Fund:15th CFCG Tied(25-26) For Details, Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার জংশনে পিট লাইন/সিক লাইনে ওভারহেড ট্যাঙ্কের নির্মাণ কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১২৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৯-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ৩৪-এপি-II-২০২৫; কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার জংশনে - এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন আলিপুরদুয়ার জংশনে স্টিলের ওভারহেড ট্যাঙ্ক এবং স্টেজিং প্রতিস্থাপনের জন্য সংযোগ পাইপ লাইন সহ পিট লাইন/সিক লাইনে ২.৩ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ২,২৫,৮৬,৪৬৫.৪৫/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৬২,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৫-০৩-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the Pradhan,
Haturia-II Gram Panchayat
Under Bagnan-I Development Block, Dist.:- Howrah

Has invited E-tender Notice. List of Tender Notice:- 1) NIT No:-WB/HZP/BAG-I/HAT-II/APAS/NIET-012/2025-26 Sl. No:-01, 02, 03 Dated:-11/02/2026, Bid submission Start date:- **12/02/2026 from 10:00 AM** and End of Bid Submission:-**20/02/2026 to at 11:00 AM**. Date and time of Opening Technical & Financial Bid:- **23/02/2026 from 11:00 A.M.** Onwards. The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat

Raghunathpur Gram Panchayat
P.o- Baga, Dist- Bankura

The Pradhan, Raghunathpur Gram Panchayat hereby invites sealed e-Tenders from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following **e-NITs, e-NIT No. 25/APAS/2 nd call OF 2025-26, Dated : 09/02/2026**. All informations available **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Raghunathpur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল রহিত সেখ পিতা মহঃ নূর আলম সাকিম-বগটুই পোঃ ও থানা- রামপুরহাট, জেলা বীরভূম, মহাশয় বিগত ইং ২৩।০৪।২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এ ডি এস আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5148/2025 নম্বরযুক্ত একখানি কোবলা দলিল ১) অনিল কুমার গুপ্তা পিতা যুগোল কুশোর গুপ্তা সাকিম রামপুরহাট এন পি সি লেন হাটতলা পাড়া ওয়ার্ড নং ০৫ পোঃ ও থানা- রামপুরহাট জেলা- বীরভূম এর পক্ষে নিযুক্ত বিগত ইং ১৭।১২।২০২৪ তারিখে রামপুরহাট রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ১৫৬৬২/ ২০২৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে সহি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার মহঃ নূর আলম পিতা মৃত আলি হোসেন সাকিম বগটুই (এস.ডি.পি.ও বাংলো পাড়া) পোঃ ও থানা- রামপুরহাট জেলা- বীরভূম ২) সাবির আলি ৩) আমিনা বিবি উভয় পিতা - গোলাম মোস্তফা ওরফে এরম সেখ মাতা- আলুমারা বিবি সাকিম-বগটুই পোঃ ও থানা- রামপুরহাট, জেলা -বীরভূম, তপশীল 'ক' যাহা ১ নং বিক্রেতার বিক্রিত সম্পত্তি হইতেছে জেলা-বীরভূম, থানা, মহকুমা ও এ.ডি.এস.আর, অফিস- রামপুরহাট, বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সম্পত্তির মৌজা শ্রীকৃষ্ণপুর পাখুড়িয়া জে,এল, নং ৭৫, এল.আর, খতিয়ান নং- ১২০৬ (বিক্রেতার নিজ নামীয় খতিয়ান হইতে) এল.আর, দাগ নং-৮১৫ আট শত পনেরো রকম দোয়েম, বর্তমানে- Proposed Industrial use. অত্র দাগের ষোলো আনা অংশে শেটি পরিমাণ ৮১ শতক, মধ্যে এল.আর, রেকর্ড মোতাবেক আমার নিজাংশ ০৩ তিন শতক, তন্মধ্যে অত্র দলিলে বিক্রিত পরিমাণ ০.৫ শূন্য দশমিক পাঁচ শতক জমার যোগ্য। জমিদার পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার পক্ষে বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও. রামপুরহাট-১ তপশীল 'খ' যাহা ২নং ও ৩নং।

SAMSUL ALAM
ADVOCATE,
RAMPURHAT COURT
EN NO-1411/78

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বাতিল

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং.ঃ ২৬২_২০২৫-২৬, আনুমানিক ব্যয়ঃ ৩২,৪০,১৮,৯০৫.১০ টাকা, বায়না মূল্যঃ ১৭,৭০,১০০ টাকা, খোলার তারিখ/সময়ঃ ২৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো, কারিগরী কারণে এটি ''**বাতিল**'' করা হল।

HWH-610/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary arrangement of audio setup for one-day workshop in connection with 'Conservation and retrofitting of heritage building/structure' at Dhana dhanya auditorium, Alipore, Kolkata-700027 on 14th February, 2026." **[Job No. KIT/RW/133 of 25-26]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-094/KIT/Q of 25-26) Bid Submission Closing : **13.02.2026 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক
আপনার আশার হিসাব
(একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক)

জোনাল অফিসঃ ২য় তলা ১৩৪এ, পাটলিপুত্র কলোনি বিপরীত-পলিটেকনিক কলেজ পাটনা, বিহার - ৮০০০১৩
নিবন্ধিত অফিসঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১ (এয়ারপোর্ট রোড), সেহমালপুর, কাজী সরাই, হারহুয়া, বারাণসী, ইউপি-২২১ ১০৫

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূলধন এবং সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণটিকে অ-কার্যকর সম্পদ (NPA) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের ব্যাংককে প্রদত্ত তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় নোটিশ জারি করা হয়েছে, যে নীচে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতাদের তথ্যের উদ্দেশ্যে, এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের অবহিত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	শাখার নাম	অ্যাকাউন্টের নাম	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	এন.পি.এ তারিখ	চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুসারে বকেয়া পরিমাণ
১.	কলকাতা	১৫১০০৫০০০ ০০০৬০৭৬	পঙ্কজ মণ্ডল সি /ও দীনবন্ধু মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকগ্রহীতা) প্রলয় মণ্ডল এস /ও পঙ্কজ মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) রিতা মণ্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১৩।০১।২০২৬	১১,২৯,৯০৫.০৬ /- টাকা

সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল মোট জমির পরিমাণ ৬.৬ দশমিক ৪ বিঘার সমান। কমবেশি একই। মৌজা - রাজাপুর, জে.এল. নং - ৭৯ এখন ৭২, লট - এন০-৫৩, তৌজি নং - ১৪৩৭, আর.এস.-এ অবস্থিত ২৮৭৫ বর্গফুট এলাকা। খতিয়ান নং- ৪৪ সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং- ২২২ বর্তমান খতিয়ান নং- ৪২২৯ এর সাথে সম্পর্কিত হোল্ডিং নং- ৪০, পুরাতন দাগ নং- ১৭৬২ আর.এস এবং এল.আর নং- ২০৪ অবস্থিত এবং ক্যানিং- ১-এ অবস্থিত, তালদি গ্রামের স্থানীয় সীমানার মধ্যে পঞ্চায়েত, থানা - ক্যানিং, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৭৬, এডিএসআর - অফিস - মাতলা, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, ভারত দলিলভ্নং ১৬১২০৩৮২৭ ২০২১ সালের জন্য, বই নং- ১, খণ্ড নং- ১৬১২-২০২১, পৃষ্ঠা - ১০৬০০৫- ১০৬০২৩ পূর্ব দ্বারা আবদ্ধ সম্পত্তিঃ কাজল নাইয়া পশ্চিমঃ ৬ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ উত্তরঃ পরাণ চন্দ্র হালদার দক্ষিণঃ সুদর্শন নাইয়া জমি দ্বারা

ক্রম নং	শাখার নাম	অ্যাকাউন্টের নাম	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	এন.পি.এ তারিখ	চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুসারে বকেয়া পরিমাণ
২.	কলকাতা	১৫৪৮০৬০০০ ০০০৬১০৬	সন্দীপ দ্রোলিয়া এস /ও গোবিন্দ প্রসাদ দ্রোলিয়া (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা) কৃষ্ণ দ্রোলিয়া ডব্লু /ও সন্দীপ দ্রোলিয়া (সহ- ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা)	১৩।০১।২০২৬	১৯,৮৩,৬১২.৩২ /- টাকা

সম্পত্তির বিবরণঃ আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল, যার আয়তন প্রায় ৬৫১ বর্গফুট। মোজাইক মেঝে সহ চতুর্থ তলায় প্রায় ০৫ টি কোট্রা, ০৫ টি চট্টগ্রাম, ৩৯ টি বর্গফুট জমির উপর নির্মিত এবং নির্মিত, মৌজা-বেলুড়, প্রাঙ্গণ নং-২৩৭, হোল্ডিং নং-২৩৭, জি.টি. রোড (জোন-বেলুড় বাজার জয়সোয়াল হাসপাতাল)- জেএল নং-১৫, আর.এস.-এ অবস্থিত। হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের ৫৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে বালি পৌরসভার (জোন-বেলুর জয়স্ওয়েল হাসপাতাল) ওয়ার্ড নং- ১১২ এর অধীনে দাগ নং- ১৭৯২ (পূর্বে বালি পৌরসভার এখতিয়ার ১১ নং ওয়ার্ডের অধীনে) অফিস- এ.আর.এ-১ কলকাতা, পি.এস- বেলুড়ের অধীনে পূর্বে বালি, জেলা- হাওড়া, কলকাতা- ৭১১২০২ ২০২২ সালের জন্য মূল বিক্রয় দলিল নং- ১৯০১০৭১২৮, বই নং ১ খণ্ড নম্বর- ১৯০১ - ২০২২, পৃষ্ঠা- ৩৫৫২৫৭ থেকে ৩৫৫২৯৩ পূর্ব দ্বারা আবদ্ধ সম্পত্তিঃ জি.টি. রোড পশ্চিম ঃ হোল্ডিং নং ২৩৭ /এ এবং ২৩৬ জি.টি. রোড উত্তর ঃ ব্যক্তিগত প্যাসেজ দ্বারা এবং তারপর হোল্ডিং নং ২৩৬, জি.টি. রোড দক্ষিণঃ হোল্ডিং নং দ্বারা ২৩৭ / ১৪ জি.টি.রোড

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা / ঋণগ্রহীতা এবং/ অথবা তাদের জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ধারা ১৩(২) এর অধীনে আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং প্রয়োগ (নিরাপত্তা) সুদ আইন, ২০০২ এর বিধান অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তারিখঃ ১২।০২।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা /-
(অথোরাইজড অফিসার)
উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIV/121/039/25-26/US (1st Call)
Name of work : **Improvement of bustee U/G sewer in the P.C. Sen Colony Slum Area near Pr. No. P-44 & P-48 etc. in Ward No. 121.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,24,530.78.** Earnest Money: **Rs. 8,500.00**. Period of Completion: **21 Days**. Last date of submission of bid : **19.02.2026 (up to 5 p.m.)**. Tender will be opened on : **21.02.2026 (5 p.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **12.02.2026 (from 5 p.m.)** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/204/APAS41/25-26/R (2nd Call)
Name of work : **Repairing of urinal with bathing place at Jogen Dutta Lane in Ward No.-26 under Borough-IV.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 3,04,215.00**. Earnest Money: **Rs. 6,100.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid : **18.02.2026 - 11 a.m.** The tender will be opened on : **20.02.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.02.2026 (5 p.m.)** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :
1. NIT No. : KMC/XV/137/064/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of work : **Construction of sanitary latrine with septic tank (05 nos) at H/No. R-166/1/A, R-166/1/A, S-10, S-14, S-10 etc under Uttaran Service in Ward No-137 under Borough-XV.** Estimate Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,87,415.30**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **120 Days**.
2. NIT No. : KMC/XV/140/129/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of work : **Construction of sanitary latrine (5 nos) with septic tank at Satghara Bye Ln, Khaldhari Bye Ln., Santi Nagar etc. under uttaran area in Ward No-140, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,96,663.01**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **90 Days**. Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **12.02.2026 - 12 noon** (for sl. no. 1 & 2). Documents download/sell start date (online): **12.02.2026 - 4 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). Documents download/sell end date (online): **21.02.2026 - 4 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). Bid submission start date (online): **12.02.2026 - 4 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). Bid submission closing (online): **21.02.2026 - 4 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). Bid opening date for technical proposals (online): **23.02.2026 - 4 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).
3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/072/2025-2026/APAS/102/4
Name of work : **Construction of drain with allied work at Q-586, Shimpukur Lane in Ward No. 139, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,97,708.60**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **18.02.2026 - 5 p.m**. Date of opening of tender: **20.02.2026 - 5 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **10.02.2026 (5 p.m.)** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (C)/Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-V/049/033/2025-2026
Name of work : **Restoration of passage and footpath at 23/1, J.M.M. Row, 22, Noor MD. Lane etc. in Ward No.-49, Br-V**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,94,324.50**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **45 Days**.
2. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-V/049/039/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Renovation of uttaran privies at 58, Akhil M. Lane, 21, Noor MD. Lane etc. in Ward No.-49, Br-V**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,99,784.55**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid : **24.02.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of Tender : **26.02.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2).
3. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-V/048/03/PITCOVER/2026-2027
Name of work : **Providing and fixing M.H. Cover/G.P. Cover/C.P. Cover/Inspection PIT Cover etc. according to requirement within 24 hours in Ward No.-48, Br-V**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **365 Days**.
4. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-V/048/02/CK/2026-2027
Name of work : **Emergency removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer lines etc. in Ward No.-48, Br-V**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 1,50,000.00**. Earnest Money : **Rs. 3,000.00**. Period of Completion : **365 Days**.
5. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-V/048/01/PH/2026-2027
Name of work : **Urgent repairing of potholes on Road surface IPS/Concrete/Paver Block passage etc. in Ward No.-48, Br-V**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,00,000.00**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **365 Days**. Last date and time of submission of bid : **18.02.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 3 to 5). Date and time of opening of Tender : **20.02.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 3 to 5). The bid forms and other details are available on and from **16.02.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) and **11.02.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 3 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (C)/Br-IX/KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: KMC/IX/077/231/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Renovation of bustee toilets at 69, 71, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/58/0002)**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 1,98,134.67**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
2. NIT No.: KMC/IX/077/234/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Improvement of sewer line at 11/2H/19, 11/1/H/2, 11/1/H/5, M.M. Ali Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/51/0001)**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,775.60**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
3. NIT No.: KMC/IX/077/216/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Repairing of IPS footpath at 2/1/H/1 2/1, B.K. Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/44/0002)**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 1,99,356.79**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
4. NIT No.: KMC/IX/077/217/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Repairing of IPS passage at 2/1, B.K. Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/44/0003)**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 1,72,693.94**. Earnest Money : **Rs. 3,500.00**. Period of Completion : **30 Days**.
5. NIT No.: KMC/IX/077/212/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Improvement of IPS passage at 3/H/22, 3/1/H/10, B.K. Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/42/0002)**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 3,45,621.95**. Earnest Money : **Rs. 7,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
6. NIT No.: KMC/IX/077/211/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Improvement of sewer line at 3/H/22, 3/1/H/10, 3, B.K. Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/42/0001)**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,81,293.46**. Earnest Money : **Rs. 9,700.00**. Period of Completion : **60 Days**.
7. NIT No.: KMC/IX/077/209/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Improvement of IPS passage at 2/H/2, 2/H/18, 2/1, B.K. Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/41/0001)**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,98,947.79**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
8. NIT No.: KMC/IX/077/208/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Improvement of bustee IPS Passage at 55, 51, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/40/0003)**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 3,92,661.15**. Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
9. NIT No.: KMC/IX/077/206/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Repairing of IPS passage at 17, 32, Karl Marx Sarani and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/37/0002)**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 1,49,505.11**. Earnest Money : **Rs. 3,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.
10. NIT No.: KMC/IX/077/203/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Improvement of bustee IPS Passage at 72,74,76,78 Mansatala Lane and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/34/0002)**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,97,026.07**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
11. NIT No.: KMC/IX/077/197/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work : **Improvement of IPS passage at 7C, 24, 30, Mansatala Lane and its surrounding areas in Ward No.-77 (APAS/01/159/32/0002)**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 3,50,247.21**. Earnest Money : **Rs. 7,100.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid : **19.02.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 11). Tender will be opened on : **21.02.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 11). The bid forms and other details are available on and from : **12.02.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 1, 2 & 4 to 11) and **09.02.2026** at **2 p.m.** (for Sl. No. 3). The website **https://etender.wb.gov.in** (for Sl. No. 1 to 11).

2216/25-26

UNITY Small Finance Bank
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউজ, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব) মুম্বই-৪০০০৯৮

প্রতীকী দখলের নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) বিধি ৮(১) দেখুন

যদিও, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, এখানে উল্লেখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এবং জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ বিশেষ করে জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডকে এখানে উল্লেখিত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য চার্জ করা হবে। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, আইনের ধারা-১৩ এর উপ-ধারা ৮ এর বিধানাবলী, উপলব্ধ সময়ের সাথে সাথে, সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করার জন্য।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম এবং ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	চাহিদা বিজ্ঞপ্তি এবং বকেয়া পরিমাণের তারিখ
১. এস ডি এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) প্রতিনিধিত্বকারী জয়দীপ দাস পি সি চন্দ্র জুয়েলারি অ্যাপেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের অধীনে, লক্ষ্মী নারায়ণ অ্যাভিনিউ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩ এছাড়াও ফ্ল্যাট নং-ইউডি০৬০ ৫০১-এ ৫ম তলায়, ষষ্ঠী, উদয়ন দ্য কনডোভিল, অজয় নগরের কাছে, এম বাইপাস, প্রাঙ্গণ - ১০৫০/১, মৌজা - রাজাপুর, নং- ২৩, প্লট নং- ১০২৮, পোঃ- সন্তোষপুর, পোঃ- পূর্ব যাদবপুর (সার্ভি পার্ক), জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭৫। এছাড়াও ১৭০ আপ্পার গার্ডেন, জি. টি রোড, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল ৪, বড়বানি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৪ ২. সুপার রিট্রেডস (সহ-ঋণগ্রহীতা) জি.টি.জি.টি. রোড, রোড ইস্টুশাগ্রাম, পশিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৩। ৩. সুপ্রিম টায়ার (সহ-ঋণগ্রহীতা) গ্রাউন্ড, সেনরালেগ রোড, ৬১৩, বিবেকানন্দ সরণি, পশ্চিম বর্ধমান, কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেটের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৫। মোরদ্বীপ ও মোরগোর (৪)। ১৭০ অপকার গার্ডেন, জি.টি. রোড, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল ৪, বারাবনি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৪. ৫. মহুয়া দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধক) ১৭০ অপকার গার্ডেন, জি.টি. রোড, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল ৪, বারাবানী, পশ্চিমবঙ্গ ১৬৩৪৭ পশ্চিমবঙ্গ (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধক) ভিল-বাবুরাম টলি, রাঁচি, বুন্দু, ঝাড়খণ্ড ৮৩৫২০৪। ৭. দিপালী দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধক) ভিল-বাবুরাম টলি, রাঁচি, বুন্দু, ঝাড়খণ্ড ৮৩৫২০৪। ৮. সুদর্শন দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধক) ১৭০ অপকার গার্ডেন, জি.টি রোড, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল, ৩.৪৭, পশ্চিমবঙ্গ ৪.৩.৪মি. দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধক) ১৭০ অপকার গার্ডেন, জি.টি. রোড, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল ৪, বারাবনি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৪। লোন অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ- USFB511GCTL000002084 প্রতীকী দখলের তারিখ ০৭-০২-২০২৬	০৫.১১.২০২৫ তারিখের ৪,৬০,২০,৫০৩.১০/- (চার কোটি ষাট লক্ষ কুড়ি হাজার পাঁচশো তিন টাকা দশ পয়সা মাত্র) এবং প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জের জন্য ০৭.১১.২০২৫ তারিখের চাহিদা বিজ্ঞপ্তি।

বন্ধককৃত/সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণঃ কলকাতা সম্পত্তিঃ- উদিতা টাওয়ারের 'ষষ্ঠি' ভবনের পঞ্চম তলায় অবস্থিত আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট নং ইউডি০৬০৫০১-এর সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির টুকরো এবং পার্সেল। ১২১০ (এক হাজার দুইশ দশ) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, যার আয়তন প্রায় ১২১০ (এক হাজার দুইশত দশ) বর্গফুট, যা উদানের উদিতা টাওয়ারের মধ্যে অবস্থিত - লাল রঙের সীমানা এবং একসাথে ০১ (এক) ওপেন কার্ড পার্কিং স্পেস ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার সহ। উদয়নে ৫০১, ৫ম তলা ষষ্টি ভবন - উদিতা টাওয়ারের কনডোভিল, সার্ভে পার্ক। মোট ২৫.৭৫ (পঁচিশ দশমিক সাত পাঁচ) একর জমির উপর বিস্তৃত, যা ১০২৮, মৌজা- রাজাপুর, জে.আই. নং এর একটি অংশে অবস্থিত। ২৩, থানা- পূর্ব যাদবপুর, এখন সার্ভে পার্ক, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- শিয়ালদহ, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের ১০৯ নং ওয়ার্ডের মধ্যে, পৌর প্রাঙ্গণ নং ১০৫০/১, সার্ভে পার্ক, কলকাতা ৭০০০৭৫ এবং নিম্নরূপে বাঁকা এবং সীমানাযুক্তঃ সীমানাঃ- পূর্বঃ- সিএমডিএ পাবলিক রোড এবং পূর্ব মেট্রোপলিটন বাই-পাস দ্বারা পশ্চিমঃ- আংশিকভাবে খাল/নালা এবং ব্যক্তিগত জমি দ্বারা অংশ উত্তরঃ- সার্ভে পার্ক হাউজিং স্কিম দ্বারা দক্ষিণঃ- ব্যক্তিগত রাস্তা এবং প্লট নং ১০২৮ এর অবশিষ্ট অংশ দ্বারা অংশ।

আসানসোল সম্পত্তিঃ- ২০২৭ বর্গফুট পরিমাপের কাঠামো এবং ৩৮০৫ বর্গফুট পরিমাপের সংলগ্ন জমি দ্বারা আচ্ছাদিত জমির সমস্ত অংশ এবং অংশ। অর্থাৎ মোট ৫৮৩২ বর্গফুট। ০৮ কাঠা ১ ছটাকের সমতুল্য ২৭ বর্গফুট। সি.এস.খতিয়ান নং ৪৪৮০ এর অধীনে সি.এস.প্লট নং ৩৩ এর অংশ এবং এটি ১৪৯৯২ এর অধীনে সি.এস.প্লট নং ৬৪২ এর সাথে সম্পর্কিত। আসানসোল পৌরসভা, জে.এল. নং ২০, থানা আসানসোল (দক্ষিণ) চৌকি এবং অ্যাডসর আসানসোল, জেলা। পশ্চিম বর্ধমান, একটি তফসিলের পশ্চিম ব্লক এবং জি.টি.রোডের মুখোমুখি তিন তলা ভবনের অংশ, যার মধ্যে রয়েছে নীচে বিস্তারিত কাঠামোঃ ১) নিচতলা একটি অর্ধ ঘর, একটি আচ্ছাদিত বারান্দা যার আয়তন ১৩৯১ বর্গফুট এবং জি.টি.রোডের মুখোমুখি খোলা জায়গা ২২৮ বর্গফুট এবং সম্পূর্ণ কাঠামোর মধ্যে কোন দেয়াল নেই এবং শুধুমাত্র স্তম্ভ দ্বারা স্থাপিত আচ্ছাদিত এলাকা ৪০৮ বর্গফুট এবং সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং নীলের নীচে সোকপিট পরিমাপ করা হয়েছে। উক্ত অসম্পূর্ণ কাঠামো ক) প্রথম তলাঃ প্রধান কাঠামো অর্থাৎ দুটি শোবার ঘর, একটি ডাইনিং রুম, একটি ড্রয়িং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি পূজা কক্ষ, দুটি টয়লেট আচ্ছাদিত এলাকা ১৩৯১ বর্গফুট, একটি খোলা বারান্দা ২২৮ বর্গফুট এবং অসম্পূর্ণ কাঠামো যার মধ্যে কোনও দেয়াল নেই এবং শুধুমাত্র স্তম্ভ দ্বারা স্থাপিত আচ্ছাদিত এলাকা ৪০৮ বর্গফুট পরিমাপ করা হয়েছে। খ) দ্বিতীয় তলাঃ প্রধান কাঠামো যেটা, দুটি শয়নকক্ষ, একটি ডাইনিং রুম, একটি ড্রয়িং রুম, একটি রান্নাঘর, একটি পূজা কক্ষ, দুটি টয়লেট, একটি ছোট কক্ষ, পরিমাপকৃত আচ্ছাদিত এলাকা ১৪৬৩ বর্গফুট, একটি আচ্ছাদিত বারান্দা পরিমাপকৃত আচ্ছাদিত এলাকা ১৫৬ বর্গফুট এবং দ্বিতীয় তলার ছাদ সহ ভবনের প্রথম তলার অসম্পূর্ণ কাঠামোর উপর নির্মিত খোলা টেরেস। (অর্থাৎ তৃতীয় তলার খোলা টেরেস) উক্ত সম্পত্তিটি হোল্ডিং নং ১৭০ অ্যাপকার গার্ডেনের অংশ, এএমসির ওয়ার্ড নং ২-এর অংশ। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ - পূর্বঃ- টি দাসের বাড়ি এবং শিল্প পার্ক পশ্চিমঃ- এএমসি সিসি রোড উত্তরঃ- জয়দীপ দাসের বাড়ি দক্ষিণঃ- জি. ট্রোড

তারিখঃ ১২.০২.২০২৬, স্থানঃ কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার - ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

‘বেঁচে ফিরব না হয়তো স্ত্রীকে বলবেন ভালোবাসি’- ইঞ্জিন বিকল বিমানের জরুরি অবতরণে অলৌকিক রক্ষা দুই পাইলটের

১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আচমকা ইঞ্জিন বিকল। দ্রুত নীচের দিকে নামছে ছোট এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট বিমান। অবস্থায় ইঞ্জিন বিকল হওয়া মানেই চরম বিপদ। বিশেষ করে ছোট বিমানের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। মনের অবস্থা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, আমাদের আর বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। যদি কিছু হয়ে যায়, দয়া করে আমার

সামনে অনিশ্চিত মৃত্যু- এমন আশঙ্কার মধ্যেই বিমান নিয়ন্ত্রণ কক্ষে শেষ বার্তা পাঠালেন পাইলট। কণ্ঠে ধরা পড়েছিল মৃত্যুভয় আর প্রিয়জনের জন্য অসীম মমতা- হয়তো আর বাঁচব না। দয়া করে আমার স্ত্রী মলিকে বলবেন, আমি তাঁকে আর আমার বাবা-মাকে ভীষণ ভালোবাসি। কিন্তু ভাগ্য সহায় ছিল। ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও অলৌকিকভাবে প্রাণে বাঁচলেন বিমানে থাকা দুই পাইলট। ঘটনাটি ঘটেছে আমেরিকার জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের গেইনসভিল শহরে। আর সেই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। গত সোমবারের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট ছোট বিমানটি গেইনসভিল বিমানবঃদর থেকে উ।ছেিল নিয়মমাফিক। শুরুতে সব কিছু স্বাভাবিক থাকলেও কিছুক্ষণ পরই যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। হঠাৎ করেই বিমানের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। আকাশে ভাসমান পাইলট রজার এবং তাঁর সঙ্গে থাকা এক ট্রেনি পাইলট তখন বিমানে ছিলেন। রজার পরে জানান, গেইনসভিলের কাছে পৌঁছনোর সময়ই বুঝতে পারি আমাদের বিমানের ইঞ্জিন কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা প্রথমে বিমানবঃদরে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু খুব দ্রুত বুঝতে পারি, আমাদের উচ্চতা এবং অবস্থান অনুযায়ী পিছনে ফেরা সম্ভব নয়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নামছিল বিমান। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। আকাশে ভাসমান একটি অচল বিমান নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ঘোরাঘুরি করা মানেই বিপদ আরও বাড়ানো। সামনে যে দৃশ্য ধরা প।ছিল, তাতে বিকল্পও খুব বেশি ছিল না- নীচে ব্যস্ত সড়ক, একের পর এক গাড়ি চলাচল করছে। সেই স।কেই জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন পাইলট। তবে তার আগেই বিমান নিয়ন্ত্রণ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন রজার। সেই যোগাযোগেই উঠে আসে তাঁর স্ত্রী মলিকে বলবেন, আমি তাঁকে আর আমার বাবা-মাকে ভীষণ ভালোবাসি। এই বার্তাই পরবর্তীতে প্রকাশ্যে আসার পর অনেকের চোখে জল এনে দিয়েছে। এরপর শুরু হয় বাস্তবের সঙ্গে লড়াই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছ।য়ে প।। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দ্রুতগতিতে একটি ছোট বিমান নীচের দিকে নেমে আসছে। রাস্তায় থাকা গাড়িগুলি প্রথমে পরিস্থিতি বুঝতে না পারলেও মুহূর্তের মধ্যে সকলে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। কেউ হর্ন বাজিয়ে সতর্ক করছে, কেউ গতি বা।য়ে দূরে সরে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময়েই বিমানটি ব্যস্ত স।কের উপর বেসামালভাবে অবতরণ করে। অবতরণের সময়ই একাধিক গা।রি সঙ্গে ধাক্কা লাগে বিমানের। সংঘর্ষের ফলে বিমানের ডানা ভেঙে যায়, সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ে ধ্বংসাবশেষ। দৃশ্যটি ছিল কার্যত সিনেমার মতো, তবে বাস্তবের ভয়াবহতা ছিল আরও তীব্র। আশ্চর্যের বিষয়, এত ব। দুর্ঘটনা সত্ত্বেও কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। বিমানটিতে ছিলেন দুই পাইলট- অভিজ্ঞ পাইলট রজার এবং এক প্রশিক্ষণরত ট্রেনি পাইলট। দু’জনেই গুরুতর আহত হননি। স্থানীয় জরুরি পরিষেবা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিসার পর জানা যায়, তাঁদের চোট গুরুতর নয়। রাস্তায় থাকা গাড়িগুলির যাত্রীরাও বড়সড়আঘাত এ।াতে সক্ষম হন। দুর্ঘটনার পর রজার বলেন, আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছি বিমানটিকে এমনভাবে নামাতে, যাতে মানুষের ক্ষতি কম হয়। সামনে রাস্তাটি তুলনামূলকভাবে সোজা ছিল। তাই ঝুঁকি নিয়েই সিদ্ধান্ত নিই। তাঁর কথায় স্পষ্ট, পরিস্থিতি ভয়াবহ হলেও মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলেই ব। বিপর্যয় এ।ানো সম্ভব হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইঞ্জিন বিকল হলে ছোট বিমানকে নির্দিষ্ট গতিতে ‘ করিয়ে নিরাপদ জায়গা খোঁজা হয়। তবে সব সময় উপযুক্ত খোলা মাঠ বা ফাঁকা এলাকা পাওয়া যায় না। শহর বা জনবহুল অঞ্চলে সেটি আরও কঠিন হয়ে দাঁ।ায়। এই ঘটনায় পাইলটের দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাই প্রাণহানি রোধ করেছে ।

NAME CHANGE

I, PARIMAL DAS S/o Late Manindra Das(New Name) Residing at Korani Para, P.O. Pandapar Kalibari, P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name MANINDRA DAS(New Name) instead of MANINDRA(Old Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri vide Affidavit no-159 Dated 09-02-2026. MANINDRA and MANINDRA DAS both are same and one identical person.

চিলড্রেনস মেন্টাল হেলথ উইক উপলক্ষে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা মূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো এস পি কে জৈন ফিউচারিষ্টিক একাডেমি, নিউটাউনে। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

স্ত্রীকে খুন, পলাতক স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ‘বিবাহ-বহির্ভূত’ সম্পর্কের জের, স্ত্রীকে খুনের সন্দেহ। পলাতক স্বামী। তদন্তে হাওড়ার ডোমজুড় থানার পুলিশ। ’বিবাহ-বহির্ভূত’ সম্পর্কের জেরে স্ত্রী’কে খুনের অভিযোগ উঠলো। ঘটনার পর থেকেই পলাতক স্বামী।

নাম পরিবর্তন

আমি Rabi Sankar Mukherjee, SO Alokendra Nath Mukherjee, দেশবন্ধু রোড, ওয়ার্ড নম্বর ১০, পোঃ থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূম ৭৩১২২৪ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Rabi Sankar Mukherjee যা আমার আধার, ভোটার, প্যান কার্ড এবং আই ডি বি আই ব্যাংকের পাসবুকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার পুরনো আধার কার্ডে Rabi Shankar Mukherjee লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৯.১২.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Rabi Sankar Mukherjee and Rabi Shankar Mukherjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Pusuluri Venkatbhaskar Mohan Yellaji Rao (old name) Son of Yellaji Pusuluri Rao, residing at BL-1/FL 3B, Devaloke Decasa Sonarpur Station Road, Ps-Narendrapur, Kolkata-700103, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as P.V.B. Mohan Yellaji Rao (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 11/02/2026. Pusuluri Venkatbhaskar Mohan Yellaji Rao (old name) and P.V.B. Mohan Yellaji Rao (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি MD. SAHIL SK. (মহ. সাহিল শেখ), পিতা - TAFIK ALAM SEKH (তাফিক আলম শেখ), VILL - BHETI, P.O. - MURADI, P.S. - SANTURI, DIST - PURULIAú আমার BIRTH CERTIFICATE (জন্ম প্রমানপত্র) এ No - 4196, Registration No - 33315, Registration date - 31.12.05। এতে SK. MD. SAHIL (সেখ. মহ. সাহিল), পিতা - MD. Touafik Alam (মহ. তৌফিক আলম) উল্লেখ আছে। ১৬.০৩.২০২০ তারিখের রঘুনাথপুর, জেলা- পুরুলিয়া ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটর SL NO - 2659 এফিডেফিটবলে MD. SAHIL SK (মহ. সাহিল শেখ) ও SK MD. SAHIL (সেখ. মহ. সাহিল) পিতা - TAFIK ALAM SEKH (তাফিক আলম শেখ) ও MD. Touafik Alam (মহ.তৌফিক আলম) একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NAME CHANGE

I, Lakshmi Kanchan Pusuluri (old name) Wife of P.V.B. Mohan Yellaji Rao, residing at BL-1/FL 3B, Devaloke Decasa Sonarpur Station Road, Ps-Narendrapur, Kolkata-700103, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as P.L. Kanchan (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 11/02/2026. Lakshmi Kanchan Pusuluri (old name) and P.L. Kanchan (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Zulfikar Sekh (old name) S/o-Sarful Sk residing at Shikra, Padmamala, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ZULFIKAR SEKH to ZULFIKKAR SK and henceforth I shall be known as ZULFIKKAR SK (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 11/02/2026. ZULFIKAR SEKH (old name) and ZULFIKKAR SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anowar Ali Mandal (old name) S/o-Late Rahu Baks Mandal residing Harinagar Paschimpara, Ranaghat, Ranaghat, Dist-Nadia, Pin-741201 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ANOWAR ALI MANDAL to ANOWAR MANDAL and henceforth I shall be known as ANOWAR MANDAL (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 11/02/2026. ANOWAR ALI MANDAL (old name) and ANOWAR MANDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ismile Mohammad SK @ SK Ismile Mohammad @ Ismail Seikh @ Mahammad Ismile @SK Md Ismail S/O-Sekh Mohammad Musha, resident of Bamunpukur, P.O.- Satgachia, P.S.- Memari, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713422, do hereby declare that I have changed my name from Ismile Mohammad SK @ SK Ismile Mohammad @ Ismail Seikh @ Mahammad Ismile @SK Md Ismail to SK MOHAMMAD ISMILE and shall henceforth be known as ‘SK MOHAMMAD ISMILE’ in all purpose vide affidavit No-1358, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/02/2026. That Ismile Mohammad SK, SK Ismile Mohammad, Ismail Seikh , Mahammad Ismile, SK Md Ismail and SK Mohammad Ismile all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি সমির হোসেন খান, পিতা- তপন সানকি। গ্রাম-পার্বতীপুর, পোস্ট- গুরুদাসপুর, থানা -ঢোলাহাট, ব্লক - পাথরপ্রতিমা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ডায়মন্ড মহকুমা আদালতের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিড বলে গত ২২ শে এপ্রিল ২০২২ সাল থেকে আমি প্রভাত সানকি থেকে সমির হোসেন খান নামে পরিচিত হলাম। সেই সঙ্গে সনাতন ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলাম। প্রভাত সানকি ও সমির হোসেন খান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Lutfalnnesa Seikh @ Lutfunnese Begum W/O- SK Mohammad Ismile, resident of Bamunpukur, P.O.- Satgachia, P.S.- Memari, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713422, do hereby declare that I have changed my name from Lutfalnnesa Seikh @ Lutfunnese Begum to LUTFUNNESA BEGUM and shall henceforth be known as LUTFUNNESA BEGUM in all purpose vide affidavit No-1357, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/02/2026. That Lutfalnnesa Seikh, Lutfunnese Begum and Lutfunnesa Begum all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I Suman Das, Son of Uday Das, Rekha Das (Mother), residing at Beri, P.0-Ramnagar, P.S-Gaighata, dt.North 24 Pgs Do hereby Solemnly affirm and declare as follows. That my good name is Suman Das s/o Uday Das. (D.O.B) 9-12-1999 My All recorded in my Aadhar Card, School Certificate, Voter card and also. That my name is has been wrongly, recorded in my Registration of Birth and Death Part-1 Line vide S. No.940, Reg. Dt. 02-03-2000 as Swepon Das insted of Suman das s/o- Uday Das. That Suman Das and Swepon Das is the same and identical Person, via affidavit in the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Hooghly at Chinsurah dt. 10th February 2026".

NAME CHANGE

I, Motinur Rahaman Gazi, S/O- Daud Ali Gazi resident of Hatpukur, P.O.- Memari, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, do hereby declare that I have changed my name from Motinur Rahaman Gazi to MD MOTIUR RAHAMAN GAZI and shall henceforth be known as MD MOTIUR RAHAMAN GAZI in all purpose vide affidavit No-1360, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/02/2026.That Motinur Rahaman Gazi and Md Motiur Rahaman Gazi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Serina Bibi, W/O- Md Motiur Rahaman Gazi resident of Hatpukur, P.O.- Memari, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, do hereby declare that I have changed my name from Serina Bibi to SERINA BIBI GAZI and shall henceforth be known as SERINA BIBI GAZI in all purpose vide affidavit No-1359, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/02/2026.That Serina Bibi and Serina Bibi Gazi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

আমি Aktar Hossain Molla So Kasem Ali Molla ঠিকানা Bankra Mondal Para,P.O-Bankra P.S-Domjur,Dist-Howrah,Pin-711403,Wb.That in my Son’s voter card recorded as Aktar Hosen Molla.but actual name is Aktar Hossain Molla vide an affidavit before the Ld.1st class Judicial magistrate at Alipore. 10022026. That Aktar Hossain Molla and Aktar Hosen Molla both are এক ও অভিন্ন ব্যক্তি.

NAME CHANGE

I, PARESH GHURI S/O Late NISHIKANTA GHURI residing at Roypur Ghuri Para, P.O. - Roypur, P.S. - Maheshtala, Kolkata - 700141, District - 24 PG (S) declare that I am also identified by my nickname Mantu Ghuri in my Voter ID card no. DSW1143254. vide affidavit no. 29194 before the Judicial Magistrate 1st class, Alipore that Paresh Ghuri and mantu Ghuri are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Royannak Islam (রৌওনক ইসলাম) পিতা -RUJU KHAN (রুজু খান) VILL-BADULRA POST- WEST- SANABANDH, DIST- BANKURA. আমার BIRTH CERTIFICATE (জন্ম প্রমাণপত্র) NO- 011863710 Registration No- 33470, Registration Date-31.12.05 এ তে Royannak ISLAM (রৌওনক ইসলাম) পিতা- RAJU KHAN (রাজু খান) এবং- মাতার (HANUPA BEGAM) (হনুপা বেগম) উল্লেখ আছে। ২৫.০৯.২৫ তারিখে বাঁকুড়া জেলার ১ম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটর- SL NO- 02 এফিডেভিটবলে আমার পিতা RUJU KHAN (রুজু খান) ও RAJU KHAN এবং HANUFA BEGAM (হনুফা বেগম) ও HANUPA BEGAM একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

কোলকাতায় আরএমবি কানেক্ট ২০২৬ঃ এআই-এর শক্তিতে নতুন দিশা পেল ব্যবসা

আরএমবিএফ কলকাতা চ্যাপ্টার, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯১-এর সহযোগিতায়, হোটেল কেনিলওয়ার্থ, কলকাতায় সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করল তাদের ফ্ল্যাগশিপ ব্যবসায়িক সম্মেলন আরএমবি কানেক্ট ২০২৬-এর অষ্টম সংস্করণ। এই কনক্লেভে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্যোক্তা, ব্যবসায়িক পেশাজীবী, নীতিনির্ধারক ও রোটারিয়ানরা একত্রিত হন, যা ব্যবসা, উদ্ভাবন ও বৃদ্ধিমত্তার এক অনন্য মিলনমঞ্চ হিসেবে এর অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করে। কেবল কলকাতা থেকেই ৫০ জনের বেশি উদ্যোক্তা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।কনক্লেভের প্রধান আকর্ষণ ছিল তিন ঘণ্টার বিশেষ AI বিজনেস মাস্টারক্লাস, যা উদ্যোক্তা ও লেখক অমিত জাধব পরিচালনা করেছিলেন। এই সেশনে অংশগ্রহণকারীরা বাস্তবজীবনেরAI ব্যবহার করে ব্যবসা দ্রুত বাড়ানো, স্মার্টভাবে কাজ করা এবং গ্রাহক সম্পৃক্ততা বাড়ানোর উপায় শিখেছেন। এতে AI-রেডি লিডারশিপ মাইন্ডসেট, কোডিং ছাড়াই লিড জেনারেশন, কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, ফলো-আপ এবং রিপোর্টিং অটোমেট করা, এবং একটি সাধারণ ব্যবসায়িক আইডিয়াকে AI-র সাহায্যে সোশ্যাল পোস্ট, ব্লগ, ইমেইল সিকোয়েন্স এবং ওয়েবসাইটসহ পূর্ণ ডিজিটাল ফানেলে রূপান্তর করা দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি বোঝানো হয়েছে কিভাবে AI গ্রাহক যাত্রার প্রতিটি ধাপে সহায়তা করতে পারে এবং একাধিক AI টুল একসাথে কাজ করে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া কম মানবীয় প্রচেষ্টায় চালাতে পারে।এই কনক্লেভে উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট গেস্ট অফ অনার-রটেরিয়ান শেখর মেহতা, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল রটেরিয়ান অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী, প্রাক্তন ডিরেক্টর, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল রটেরিয়ান অরবিন্দ বাত্রা, ইন্টারন্যাশনাল ভাইস চেয়ার, আরএমবিআইএফ রটেরিয়ান ড. রামেন্দু হোম চৌধুরী, ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর, আরআইডি ৩২৯১ রটেরিয়ান পিডিজি ঝুলন বসু, ডিস্ট্রিক্ট লার্নিং ফ্যাসিলিটেটর, আরআইডি ৩২৯১ মিঃ ভলচন্দসিং রাওরানে, সিএমডি, ইউসিপি (ইন্ডিয়া ও ইউরোপ) ও চেয়ারম্যান, ফেডারেশন অব ইন্ডাস্ট্রিজ-টিএমএ, থানে মিঃ সুশীল পোদ্দার, চেয়ারম্যান, কনফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন মিঃ উডো কিহনেল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বিএসএইচ কেমিক্যালিয়েন, জার্মানি মিঃ সোরেন ফেকেন, জেনারেল ম্যানেজার, বিএসএইচ কেমিক্যালিয়েন, জার্মানি প্রফেসর পি. সঞ্জয়, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (ফাইন্যান্স), আইআইএম সিরমৌর ও ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, আইআইটি বম্বে এবং মিঃ এ. এস. কুমার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ফোর্ট্রেস গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, মুম্বাই।

NAME CHANGE

I, Taksar Ali (Old Name) S/O–Golam Sekh resident of Shyamnagar Dakshin Kamarpara , Shyamnagar , Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Taksar Ali to Takchhar Ali Sekh and henceforth I shall be known as Takchhar Ali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/02/2026. My name Takchhar Ali Sekh & Taksar Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rajjak (Old Name) S/O–Abdul Jalil residing at 14, Muslimpara , PO & PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742101 do hereby declared that I have changed my name from Rajjak to Abdul Rajjak and henceforth I shall be known as Abdul Rajjak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/02/2026. My name Abdul Rajjak & Rajjak both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Selina Bibi (Old Name) W/O–Md Hasanuzzaman resident of Vill-Kulaichandi Stationpar , Po-Debagram , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741137 do hereby declared that I have changed my name from Selina Bibi to Sekh Selima and henceforth I shall be known as Sekh Selima (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/02/2026. My name Sekh Selima & Selina Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Robina Khatun (Old Name) S/O–Md Ahirul Islam resident of Shyamnagar Dakshin Kamarpara , Shyamnagar , Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Robina Khatun to Rubina Khatun and henceforth I shall be known as Rubina Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/02/2026. My name Rubina Khatun & Robina Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sonatan Das (Old Name) S/O–Rajkumar Das residing at Vill-Nabagram , PO-Hazarpur , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Sonatan Das to Sanatan Das and henceforth I shall be known as Sanatan Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/02/2026. My name Sanatan Das & Sonatan Das both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Halima Bibi (Old Name) W/O–Abdul Malek resident of Vill-Kulaichandi Stationpar, Po-Debagram , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741137 do hereby declared that I have changed my name from Halima Bibi to Sekh Halema and henceforth I shall be known as Sekh Halema (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/02/2026. My name Sekh Halema & Halima Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hasanuzzaman Mohammad (Old Name) S/O–Abdul Malek resident of Vill-Kulaichandi Stationpar , Po-Debagram , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741137 do hereby declared that I have changed my name from Hasanuzzaman Mohammad to Md Hasanuzzaman and henceforth I shall be known as Md Hasanuzzaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/02/2026. My name Md Hasanuzzaman & Hasanuzzaman Mohammad both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I SK MD MAHASIN S/O SEKH DAYANAT HOSSAIN residing at Ajodhya, Ajodhyaghat, Shyampur, Howrah-711312, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SEKH MAHAMMAD MAHASIN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 10/02/2026. SK MD MAHASIN and SEKH MAHAMMAD MAHASIN both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Shyamal Ch Ghorai (Old Name) S/o Rampada Ghorai Residing at 10 Mile Bazaar, Vill+P.o - Maharajaganj, P.s - Namkhana, District - South 24 Parganas, Pin - 743357, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shyamal Ghorai (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-02-2026. Shyamal Ch Ghorai (Old Name) and Shyamal Ghorai (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tapan Biswas (Old Name) S/o Harendra Chandra Biswas Residing at Lalit Mohan Colony, P.o - Jagacha, P.s - Santragachi, District - Howrah, Pin - 711111, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Tapan Kumar Biswas (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 11-02-2026. Tapan Biswas (Old Name) and Tapan Kumar Biswas (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, INDRAJIT SETH (old name) S/O - BISWAJIT SETH residing at BANAMALI GARRAGE LANE SARBAMANGALA PALLY PS - ENGLISHBAZAR PO & DIST - MALDA PIN -732101, West Bengal do here by declare that, I have changed my name from INDRAJIT SETH (old name) to (new name) INDROJIT SETH and henceforth I shall be known as (new name) INDROJIT SETH in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 11/022025. (New name) INDROJIT SETH and (old name) INDRAJIT SETH both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, JALALUDDIN SK S/O SARIAT SEKH residing at VILL SALAR BLOCK OFFICE PARA PS - SALAR DIST - MURSHIDABAD PIN - 742401, West Bengal do here by declare that I have changed my sons name from MOHAMMAD ABEED SEKH (old name) to (new name) MD ABID SK and henceforth I shall be known as (new name) MD ABID SK in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1" class judicial Magistrate at kandi court dated on 14/11/2025. (New name) MD ABID SK and (old name) MOHAMMAD ABEED SEKH both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, JAYATI BAIDYA W/O-SUJIT KUMAR BAIDYA residing at VILL DURGAPUR PO - KAMALDANGA PS & DIST - MALDA PIN -732138, West Bengal do here by declare that, I have changed my name from JAYATI BAIDYA (old name) to (new name) JAYATI BAIDYA BISWAS and henceforth I shall be known as (new name) JAYATI BAIDYA BISWAS in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore court dated on 11/02/2026. (New name) JAYATI BAIDYA BISWAS and (old name) JAYATI BAIDYA both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, PIYALI SETH SAHA (old name) W/O - INDROJIT SETH residing at BANAMALI GARRAGE LANE SARBAMANGALA PALLY PS - ENGLISHBAZAR PO & DIST - MALDA PIN -732101, West Bengal do here by declare that, I have changed my name from PIYALI SETH SAHA (old name) to (new name) PIYALI SAHA SETH and henceforth I shall be known as (new name) PIYALI SAHA SETH in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 11/022025. (New name) PIYALI SAHA SETH and (old name) PIYALI SETH SAHA both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I SIBAJI BISWAS (OLD NAME) S/O SHIB KUMAR BISWAS R/O VILL + PO BATHANGACHI, P.S NAKASHI PARA DIST NADIA DO HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME FROM SIBAJI BISWAS TO SHIBAJI BISWAS AND HANCE FROTH I SHALL BE KNOWN AS SHIBAJI BISWAS (NEW NAME) IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT BEFORE 9/2/2026 JUDICIAL MAGISTRATE RANAGHAT COURT. I SIBAJI BISWAS AND SHIBAJI BISWAS BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I SHIBU BISWAS (OLD NAME) S/O GOSTO BISWAS R/O VILL+ PO BATHAN GACHI P.S NAKASHIPARA DIST INDIA DO HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME FROM SHIBU BISWAS TO SHIB KUMAR BISWAS AND HANCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS SHIB KUMAR BISWAS (NEW NAME) IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT BEFORE 9/2/2026 JUDICIAL MAGISTRATE RANAGHAT COURT . I SHIBU BISWAS AND SHIB KUMAR BISWAS BOTH ARE SAME PERSON

DHAVAL EXPORTS LIMITED

CIN : L51900WB2005PLC101305

Regd. Office : P-9, Shibtolla Street, 4th Floor, Kolkata-700 007

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2025 [See regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(₹ in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter ending 31.12.2025	Year to date figures/ previous year ending 31.12.24	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.12.2024
1	Total Income from Operations	-	-	-
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items"#)	(6.173)	(10.867)	(5.865)
3	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax after Exceptional and / or Extraordinary items"#)	(6.173)	(10.867)	(5.865)
4	Net Profit /(Loss) for the period (after Tax after Exceptional and / or Extraordinary items"#)	(6.173)	(10.867)	(5.865)
5	The Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))]	(6.173)	(10.867)	(5.865)
6	Equity Share Capital	99.600	99.600	99.600
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	179.646	179.646	179.646
8	Earning Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	1, Basic :	(0.620)	(1.091)	(0.589)
	2. Diluted:	(0.620)	(1.091)	(0.589)

Notes :

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly /Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.

b) The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

c) #-Exceptional an/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

FOR DHAVAL EXPORTS LIMITED
Sd/-
Nitesh Jain
Director

Place : Kolkata
Dated : 11.02.2026

Post-Offer Advertisement under Regulation 18(12) in terms of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 for the attention of the Public Shareholders of

SHENTRACON CHEMICALS LIMITED

CIN: L24299WB1993PLC059449

Registered Office: 6A, 3rd Floor, Kiran Shankar Roy Road, Near High Court Kolkata, Kolkata, West Bengal, 700001.
Tel No.: 033-22489731 / 9538; Website: www.shentracon.com; Email: investor@shentracon.com

Open Offer for acquisition of upto 11,53,917 (Eleven Lakh Fifty Three Thousand Nine Hundred and Seventeen) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) each ("Equity Shares") representing 26.00% (Twenty Six Percent) of the fully paid up equity and voting share capital of Shentracon Chemicals Limited ('Target Company' or 'SCL') from the Public Shareholders of the Target Company, at an offer price of ₹ 0.50 ((Rupees Zero Point Fifty Paisa Only) per equity share, by Mr. Amit Lalit Jain ('Acquirer 1') and Mr. Hanissh Kanakraj Jaain ('Acquirer 2') (hereinafter referred to as "Acquirers") payable in cash in accordance with the provisions of Regulation 3(1) and 4 Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended

This Post-Offer Advertisement is being issued by Bonanza Portfolio Limited, the Manager to the Offer ('**Manager**'), on behalf of the Acquirers, in connection with the Offer made by the Acquirers to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulation 18(12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations. The Detailed Public Statement ("**DPS**"), Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement and Corrigendum to the Letter of Offer with respect to the aforementioned offer, was made in the newspapers, namely being, Financial Express (English Daily - All Edition), Jansatta (Hindi Daily - All Edition), Duranta Barta (Bengali - Kolkata Edition) and Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily - Mumbai Edition), on Friday, September 12, 2025, Friday, January 09, 2026 and Friday, January 16, 2026, respectively.

1. **Name of the Target Company** : Shentracon Chemicals Limited
2. **Name of the Acquirer(s) and PAC** : Mr. Amit Lalit Jain (Acquirer 1) and Mr. Hanissh Kanakraj Jaain (Acquirer 2)
   There are no persons acting in concert with the Acquirers for this Offer.
3. **Name of Manager to the Offer** : Bonanza Portfolio Limited
4. **Name of Registrar to the Offer** : Purva Sharegistry (India) Private Limited
5. **Offer Details** :
   a. Date of Opening of the Offer : Monday, January 12, 2026
   b. Date of Closing of the Offer : Tuesday, January 27, 2026
6. **Date of Payment of Consideration** : Tuesday, February 10, 2026
7. **Details of the Acquisition** :

Sr. No	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actuals
7.1	Offer Price	₹ 0.50	₹ 0.50
7.2	Aggregate number of Shares tendered	11,53,917	0
7.3	Aggregate number of Shares accepted	11,53,917	0
7.4	Size of the Offer (Number of Shares multiplied by Offer Price per Share)	₹ 5,76,958.50	0
7.5	**Shareholding of the Acquirers before Agreement / Public Announcement**		
	• Number	0	0
	• % of fully diluted Equity Share capital	0.00%	0.00%
7.6	**Shares acquired by way of Agreement / ~~Right Issue~~**		
	• Number	23,17,343	23,17,343
	• % of fully diluted Equity Share capital	52.22%	52.22%
7.7	**Shares acquired by way of Open Offer**		
	• Number	11,53,917	0.00
	• % of fully diluted Equity Share capital	26.00%	0.00%
7.8	**Shares acquired after the Detailed Public Statement**		
	• Number of shares acquired	0	0
	• Price of the shares acquired	Not Applicable	Not Applicable
	• % of fully diluted shares acquired	Not Applicable	Not Applicable
7.9	**Post-Offer shareholding of the Acquirers**		
	• Number	34,71,259	23,17,343
	• % of fully diluted Equity Share capital	78.21%	52.22%
7.10	**Pre Offer shareholding of the Public**		
	• Number of Equity Shares	17,20,800	17,20,800
	• % of fully diluted Equity Share capital	38.77%	38.77%
	Post Offer shareholding of the Public		
	• Number of Equity Shares	5,66,883	21,20,800
	• % of fully diluted Equity Share capital	12.77%	47.79%

8. The Acquirers, jointly and severally, accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (SAST) Regulations.
9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, Bonanza Portfolio Limited at www.bonanzaonline.com and at the registered office of the Target Company.

This Post Offer Advertisement is being published in all the newspapers in which DPS was published.

Capitalized terms used but not defined in this POA shall have the meanings assigned to such terms in the Public Announcement and/or DPS and/or Letter of Offer.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER

BONANZA PORTFOLI LIMITED
Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate,
Walbhat Road, Behind The Hub, Goregaon East, Mumbai - 400 063
Contact Number: +91 22 68363773/ 91 11 40748709
Email Address: swati.agrawal@bonanzaonline.com; abhay.bansal@bonanzaonline.com
Contact Person: Ms. Swati Agrawal / Mr. Abhay Bansal
SEBI Registration Number: INM000012306
Validity: Permanent

For and on behalf of Acquirers,

Sd/-
Amit Lalit Jain (Acquirer 1) Hanissh Kanakraj Jaain (Acquirer2)

Date: Thursday, February 12, 2026
Place: Mumbai

হাতে তৈরি গয়না বড়িকে বাজারজাত করার প্রক্রিয়া শুরু করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বড়িকে বাজারজাত করে নতুন কর্মসংস্থানের পথ দেখাতে উদ্যোগী হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ঐতিহ্য গয়না বড়ি। তমলুক ও মহিষাদল-সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ঘরে ঘরে চলে গয়না বড়ি তৈরির কাজ। পূর্ব মেদিনীপুরের ঐতিহ্যশালী এই গয়না বড়ি খেতে ভালবাসতেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিত রায়-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গেরা। আবার এই গয়না বড়ি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে উল্লিখিত হয়েছে। বিউলির ডালকে জলে ভিজিয়ে বেটে পোস্ত বা তিলের ওপর দেওয়া হয় গহনা বড়ি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই বড়িতে বসে তমলুক ও মহিষাদলের মানুষেরা। সেই গয়না বড়িকে বাজারজাত করার প্রক্রিয়া শুরু করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। বাঙালির খাদ্য তালিকায় বড়ির স্থান উপরের দিকেই। আর তা যদি হয় গয়না বড়ি, তাহলে তো আর কথাই নেই। এই বড়ির সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষের ভালবাসা ওতপ্রতভাবে জড়িত। সাধারণত অগ্রহায়ন মাস থেকেই বাড়িতে বাড়িতে লেগে থাকে এই উৎসব। বিউলির ডাল, পোস্ত, সাদা তিল এবং অন্যান্য মশলার সংমিশ্রনের সঙ্গে মেয়েদের সুদক্ষ হাতের কারুকার্যের নিদর্শন হল এই গয়না বড়ি। বছর পর বছর পেরিয়েও বর্তমান প্রজন্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে সেই কারুকার্যের ছাপ। এই শিল্পজাত সৌন্দর্যময় বড়িকে প্যাকেজিং করে বাজারজাত করার কাজ শুরু করেছে জেলা পরিষদ। এই বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক জেলা পরিষদ জানান, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ঘরে ঘরে বড়ি তৈরি হয়। এই বড়ি বাজারে চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এখনও সেভাবে বাজারে পাওয়া যায় না। যার একটাই কারণ অসংগঠিত ভাবে বাড়ি বাড়ি তৈরি হয় বড়ি। গয়না বড়িকে সুন্দর প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে বাজারজাত করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে জেলা পরিষদের তরফ থেকে। এতে করে একদিকে যেমন এই শিল্প মাধ্যম বাজারে পৌঁছাবে অন্যদিকে কর্মসংস্থানের পথ খুলবে। চলছে ব্র্যান্ডিং। এর পাশাপাশি বড়িতে ফুড সেফটি দফতরের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলার গয়না বড়িতে জিও ট্যাগিং- এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বাঙালির খাদ্য তালিকায় গয়না বড়ি আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু শীতকাল ছাড়া এই বড়ি সাধারণত পাওয়া যায় না। আর এই বড়ি মূলত তৈরি হয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন এই গয়না বড়িকে একধারে যেমন নতুন ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বাজারে আনতে চলেছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের খুলে দেবে বলে অভিমত জেলা প্রশাসনের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় মূলত স্ব-সহায়ক দলের মহিলাদের গয়না বড়িকে নতুন প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে বাজারে আনতে চলেছে প্রশাসন।

বৈঠক

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কৃষি সংক্রান্ত সব প্রকল্পের কাজ শেষ করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আজ নবান্ন থেকে সব জেলার কৃষি আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল এবং দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

ভুয়ো পুলিশ ভেরিফিকেশন কাণ্ডে কাঁথিতে সিভিক ভলেন্টিয়ার গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁথি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলিশ আধিকারিকদের স্বাক্ষর জাল করে ভুয়ো পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট তৈরির অভিযোগে কাঁথি থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম ধনঞ্জয় করন। বুধবার তাকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে উঠেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই অভিযুক্ত বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট জাল করছিল বলে অভিযোগ। একাধিক ক্ষেত্রে পুলিশ আধিকারিকদের স্বাক্ষর নকল করে নথি তৈরি করা হয়েছে বলেও প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। এর জেরে বহু সাধারণ মানুষ প্রতারণার শিকার হয়েছেন বলে অনুমান তদন্তকারীদের। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে পুলিশ এবং দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। বিজেপির দাবি, রাজ্যে ভুয়ো নথি তৈরির সংস্কৃতি বেড়ে চলেছে এবং প্রশাসনের একাংশ এতে জড়িত। পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য, আইন অনুযায়ী পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে এবং গ্রেফতারই প্রমাণ করে প্রশাসন সক্রিয়। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে আরও গ্রেফতার হতে পারে।

দূষিত জলে মাথাভাঙা নদীতে মাছের মড়ক, বিপর্যস্ত মৎস্যজীবীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশের সুগার মিলের দূষিত জলে মাথাভাঙা নদীতে মাছের মড়ক, বিপর্যস্ত মৎস্যজীবীরা। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বিজয়পুর দিয়ে প্রবেশ করেছে মাথাভাঙা নদী। অভিযোগ, বাংলাদেশের দর্শনার কেরো অ্যান্ড কোম্পানির সুগার মিল থেকে নির্গত দূষিত জল এই নদীতে ফেলা হচ্ছে। এর জেরে মাথাভাঙা নদীতে ব্যাপকভাবে মাছের মৃত্যু ঘটছে। কৃষ্ণগঞ্জের পাবাখালী এলাকায় নদীটি চূর্ণীতে মিশেছে, আর সেই পথজুড়েই দূষণের ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে। দূষিত জলের ফলে নদীতে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। নদীতীরবর্তী বাসিন্দারা চরম সমস্যায় পড়েছেন। একসময় এই নদীর ওপর নির্ভর করেই বহু মৎস্যজীবী পরিবার জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে দূষণের কারণে মাছ, জলজ প্রাণী এমনকি পোকামাকড়ও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অনেকেই এই মৃত মাছ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। পেটের রোগে ভুগছেন বহু মানুষ। কৃষিকাজেও মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। নদীর জল পাম্প করে জমিতে দেওয়ায় ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। গবাদি পশু ও পাখিও এই জল পান করে মারা যাচ্ছে বলে অভিযোগ। ফলে প্রায় দশ হাজার মৎস্যজীবী পরিবার জীবিকা হারিয়ে অন্যত্র কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। চূর্ণী-মাথাভাঙা নদী বাঁচাও কমিটির সম্পাদক স্বপন কুমার ভৌমিক জানান, বিষয়টি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে জানানো হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ট্রাইব্যুনাল কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও ফিল্টার বসানো হয়নি। স্থানীয় এক মৎস্যজীবী রতন বিশ্বাস বলেন, দূষণের কারণে আবার দিনমজুরের কাজ করতে হবে। সমাজসেবী পার্থ প্রতিম স্বর্ণকার জানান, দিল্লি থেকে আসা একটি দল পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট দেবে। এখন দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে মাথাভাঙা নদী ও নদী-নির্ভর মানুষের জীবন চরম সংকটে পড়বে বলে মনে করছেন মৎস্যজীবীরা।

রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল দৃষ্টিবাধিত ব্যক্তিদের সম্মানিত করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ১১-০২-২৬ রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল, পিস হাউস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহযোগিতায়,

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশন, জিআরপি হল-এ দৃষ্টিবাধিত ব্যক্তিদের প্রতিভা, কৃতিত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতা উদযাপনের জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। এই ইভেন্টের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে সচেতনতা এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচার করা। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া থেকে প্রায় ৬৬ জন স্বেচ্ছাসেবক এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল এই উপলক্ষ্যে তাদের জলের কন্টেইনার এবং অন্যান্য উপযোগী জিনিসপত্র প্রদান করেছে। রোটারিয়ান মন্তার সিং, সভাপতি রোটারিয়ান মালবিকা মুখার্জি রোটারিয়ান মঞ্জু চন্দক রোটারিয়ান অনুজা আগরওয়াল এবং শিল্পী সিং উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাপুর পৌর কর্পোরেশনের মেয়র অনিন্দিতা মুখার্জিও উপস্থিত ছিলেন। পিস হাউস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সেক্রেটারি অর্পনা ব্যানার্জি, যিনি দৃষ্টিবাধিত, ট্রাস্টের কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেছেন। রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের সদস্যরা তাদের কন্টেইনার এবং অন্যান্য উপযোগী জিনিসপত্র বিতরণ করেন।

পথ দুর্ঘটনা, আহত প্রায় ১০ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা বাস যাত্রীদের। অল্পস্বল্প আঘাত লাগলেও মৃত্যুর খবর নেই। বুধবার সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে দিঘা-নন্দকুমার ১১৬বি জাতীয় সড়কের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহর লাগোয়া ছত্রধর বাস স্ট্যান্ডের নিকট। দিঘা থেকে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যায় বাসটি। ভয়ানক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হন পর্যটক ও যাত্রীরা। দিঘা থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি যাত্রিবাহী বাস। বুধবার ভোর প্রায় সাড়ে ৫টা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির ছত্রধরার কাছে দিঘা-নন্দকুমার ১১৬ বি জাতীয় সড়কে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি রোলারে সজোরে ধাক্কা মারে বাসটি। মুহূর্তের মধ্যে দুমড়েমুচড়ে যায় বাসের সামনের অংশ।

কালনা মহকুমা হাসপাতালে আগাছা দমনে ড্রোনের ব্যবহার

প্রসেনজিত দেবনাথ, কালনা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কালনা মহকুমা হাসপাতালে আগাছা দমনে অভিনব উদ্যোগ, ড্রোনে আকাশপথে কীটনাশক স্প্রে। কালনা মহকুমা হাসপাতাল চত্বর ও আশপাশের এলাকায় ঝোপঝাড় ও

আগাছা দমনে অভিনব উদ্যোগ নিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষামূলকভাবে ড্রোন মেশিনের মাধ্যমে আকাশপথে কীটনাশক স্প্রে করা হয় হাসপাতাল সংলগ্ন বিভিন্ন ঝোপজঙ্গলের উপর। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, হাসপাতাল চত্বরের বেশ কিছু জায়গা এমন রয়েছে যেখানে সরাসরি শ্রমিক পাঠানো ঝুঁকিপূর্ণ। কোথাও বিষধর সাপের আনাগোনা, আবার কোথাও দুর্গম পরিবেশের কারণে সেখানে পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন। সেই সমস্ত জায়গায় নিরাপদ ও কার্যকরভাবে আগাছা নিধনের লক্ষ্যেই এই আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ। এই বিষয়ে কালনা মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার সুব্রত সামন্ত জানান, আজ পরীক্ষামূলকভাবে ড্রোনের মাধ্যমে কীটনাশক স্প্রে করা হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন লেবারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে, তেমনি যে সমস্ত জায়গায় মানুষ পৌঁছাতে পারে না, সেখানেও সহজেই আাগাছা দমন সম্ভব হবে।

ফর্ম নং ৩

[বিধি-১৩ (১)(ক) দেখুন]

ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ১)

৯ম তলা, জীবন সুধা ভবন, ৪২-সি, জে.এল. নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

মামলা নংঃ ওএ/১৫৯২/১২০২৪

আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে সমন, ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল (প্রক্রিয়া) বিধি, ১৯৯৩ এর বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২এ) এর সাথে পঠিত।

প্রজ্ঞাপন নংঃ ৬৪১৭

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক
বনাম
সেখ আনোয়ার

প্রতি,
(১) সেখ আনোয়ার
ডি/ডব্লু/এস/ও-সেখ মতিন
ইলামবাজার, ভাগবতী বাজার, নওগা, মসজিদের কাছে, ইলামবাজার, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩১২১৪

সমন

যেহেতু, ওএ/৫৯২২/০২৪ মাননীয় প্রিজাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রারের সামনে ১৬.০৯.২০২৫ তারিখে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু এই মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনার বিরুদ্ধে ৩২৯১৩৪০.২৮/- টাকার ঋণ আদায়ের জন্য দায়ের করা আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমননোটিশ জারি করতে পেরে আনন্দিত (আবেদন, নথিপত্রের কপি ইত্যাদি সংযুক্ত)।
আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাকে, বিবাদীদের নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে- (ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে কেন প্রতিকার চাওয়া হবে না (খ) মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩কএর অধীনে আবেদনকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে (গ) সম্পত্তি ক্রোকের আবেদনের শুনানি এবং নিষ্পত্তি মুলতুবি থাকা অবস্থায়, সুরক্ষিত সম্পদ বা মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩ক-এর অধীনে প্রকাশিত অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তির সাথে লেনদেন বা নিষ্পত্তি করতে আপনাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে, (ঘ) ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, আপনি বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে তার ব্যবসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যতীত, মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩ক এর অধীনে নির্দিষ্ট বা প্রকাশ করা কোনও সম্পদ এবং/অথবা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর করবেন না, (ঙ) আপনি ব্যবসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিক্রয় আয়ের হিসাব রাখতে বাধ্য থাকবেন এবং এই বিক্রয় আয় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে জমা করতে বাধ্য থাকবেন যারা এই সম্পদের উপর নিরাপত্তা স্বার্থ ধারণ করে।
আপনাকে লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, আবেদনকারীর কাছে প্রদত্ত একটি অনুলিপিসহ এবং ১৬.০২.২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হতে হবে। অন্যথায় আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনটি শুনানি এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
কাগজের বইয়ের জন্য নিম্নলিখিত ইউআরএল-টি অনুসরণ করুনঃ
https:l/cis.drt.gov.inldrtlivelpaperbook.php?ri=2025199501014
আমার স্বাক্ষরে এবং এই ট্রাইব্যুনালের সীলমোহরে এই তারিখে প্রদত্তঃ ১৪.১০.২০২৫।

স্বা/- অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল নং-১ কলকাতা

বিজ্ঞপ্তি

বিক্রেতার বিক্রিত সম্পত্তি হইতেছে জেলা- বীরভূম, থানা, মহকুমা ও এ.ডি.এস.আর. অফিস-রামপুরহাট, বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রামপুরহাট মৌজা শ্রীকৃষ্ণপুর পাথুড়িয়া। জে.এল.নং ৭৫. এল.আর, খতিয়ান নং- ২৪৮৯ (আলী হোসেন মহাশয়ের নামীয় খতিয়ান হইতে) এল.আর, দাগ নং ৮১৬ আট শত ষোল রকম দোয়েম, বর্তমানে বাস্তু। অত্র দাগের মোট ৫৭ পরিমাণ শতক, মধ্যে ৫০ শতক, মধ্যে দুই আনা অংশে ৬.২৫ শতক বাদে, বক্রী ৪৩.৭৫ শতক, মধ্যে ১ /১৮ অংশে আমাদের মাতার ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত মোতাবেক আমাদের নিজাংশ ২.৪৩৫ দুই দশমিক চার তিন পাঁচ শতক জায়গা সম্পর্ণ বিক্রয় করিলাম। জমার যোগ্য। জমিদার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পক্ষে বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও. রামপুরহাট-১ তপশীল 'ক' ও 'খ' এর একত্রে মোট পরিমাণ (০.৫ ২.৪৩৫) ২.৯৩৫ (দুই দশমিক নয় তিন পাঁচ) শতক। যাহা ক্রেতার সম্পত্তির লাগোয়া হইতেছে। অত্র সম্পত্তির চৌহদ্দিতে কোন রাস্তা নেই ও কোন প্রকারের নির্মাণাদি নেই। সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করিবার জন্য উক্ত ১) অনিল কুমার গুপ্তা পিতা- যুগোল কুশোর গুপ্তা মহাশয় বিগত ইং ১৭।১২।২০২৪ তারিখে রামপুরহাট রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ১৫৬৬২ /২০২৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে সহি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার মহঃ নূর আলম পিতা মৃত আলি হোসেন সাকিম বগটুই (এস.ডি.পি.ও বাংলো পাড়া) পোঃ ও থানা-রামপুরহাট জেলা-বীরভূম মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যাহা আইন মতে সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষনে আমার মক্কেল রামপুরহাট ১. বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে তাহার নাম নথিভুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত দায়ের করিবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনের (১৫) দিনের মধ্যে রামপুরহাট ১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও নিকট লিখিতভাবে উপযুক্ত কারণ সহ জানাইবেন। অন্যথায় যথাযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

SAMSUL ALAM
ADVOCATE,
RAMPURHAT COURT
EN NO-1411/78

OFFICE OF THE
BANSHABATI GRAM PANCHAYAT
BLOCK-SUTI- I

NOTICE INVITING e-TENDER NO-07/APAS/DEV/2025-26 DATED 11-02-2026 MEMO NO 53(6)/BGP DATED 11.02.2026 Document download/ sell start date 11/02/2026 at 6 PM & BID submission closing date- 18-02-2026
1/02/2026

BANSHABATI GRAM PANCHAYAT
Suti-I dev block,
Murshidabad

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e- N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-85/2025-26 (SL No-01),WBMAD/DKM/CP/e-NIT-109/2025-26 (SL No-08). WBMAD/DKM/CP/e-NIT-116/2025-26 (SL No-03 & 04) & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-117/2025-26. Bid Submission closing date (Online) **18/02/2026 instated of 10/02/2026** and Bid Submission opening date (Online)- **20/02/2026 instated of 12/02/2026** . Details may be seen from **www.wbtenders gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

Raghunathpur Gram Panchayat
(Under Serampore- Uttarpara Dev. Block.)
Raghunathpur, Hooghly.

NIT NO:-011/RGP/2025-2026
Date:-11/02/2026 Tender ID :- 2026_ZPHD 1003787_1 Bid submission end date: 18/02/2026 1:00PM Bid opening date: 20/02/2026 1:00PM

NIT NO:-006/RGP/2025-2026 3RD CALL
Date:-06/02/2026 Tender ID :- 2026_ZPHD_1000327_1 TO 2026_ZPHD_1000327_2 Bid submission end date:- 13/02/2026 3:55PM Bid opening date:- 16/02/2026 1:00PM

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:-NIT no- 80/CGP dt 10.02.2026 Tenderid- 2026_ZPHD_1003658_1 Publish Date-11.02.2026 10.00 AM** Name of The Work:- Construction of concrete drain from Majherpara Anil Ghosh house to Rakshakalitala Math at sansad VII ;;Estimated Amount-Rs. 157320.00 Completion Time-**15 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **17.02.2026, 11.00 AM**, DATE of opening technical & Financial BID **19.02.2026 11.30 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NieT 07 Memo 150/Khal/2026

Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e Tender. of different schemes which are available In **www.wb.etenders.gov.in** web site and Last date of submission **20/02/2026 (5.00 PM)**

Sd/- Pradhan,
Khalagram Gram Panchayat

OFFICE OF THE
Bhandergacha Gram Panchayat
Under Amta-I Dev. Blcok

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat, Panpur, Amta, Howrah, for 1 no. of work vide Memo No. **141/Bhan/XVFC/2026 SL NO-01 TO 05**, **Date-05.02.2026**, **(wbtenders.gov.in)**. Date of e-Published:- **06- Feb-2026 17:00 PM,** Closing Date: **13-Feb-2026 18:00 PM**, Opening Date (Technical):- **16-Feb-2026 11:00 AM.** Date of Opening of Bid (Financial) To be Notified latter on Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/-
Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat,
Panpur, Amta, Howrah.

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of SWM works under Tarakeswar Municipality :
Supply of Bin-Bucket under SWM of Tarakeswar Municipality

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission Start Date	e-Bid submission end Date	Technical Bid Opening date
1.	2026_MAD_1004307_1	12.02.2026	21.02.2026	23.02.2026

Details information will be available from the website- http://wbetenders.gov.in

Chairman
Tarakeswar Municipality

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-QUOTATION

E-Quotation is hereby invited by the undersigned for different schemes under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below: **1. N.I.Q. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIeQ-05/2025-26**, **Date: 09/02/2026. i)** Bid submission start date: **12.02.2026 at 11:00 Hrs**. **ii)** Bid submission closing date: **21.02.2026 at 18:00 Hrs**. For further details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayat Samity
Bhasa, South 24 Parganas

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নংঃ ০২-ডিসিই-কন-আরওবি-এসডিএএইচ -২৫-২৬, তারিখঃ ০৯.০২.২০২৬। ডেপুটি সিই/কন/আরওবি/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আর.এম.এস. বিল্ডিং (৩য় তল), শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম ঃ** ডেপুটি সিই/কন/আরওবি/পূর্ব রেলওয়ে/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে শিয়ালদহ ডিভিসনের বালিগঞ্জ জংশন-বজবজ শাখায় কিমি ২১/২৪-২৬ এবং কিমি ২১/২৩-২৫-তে আকড়া-নুঙ্গী স্টেশনের মধ্যে ১.৪৩ মি. (স্টিল কম্পোজিট গার্ডার) সহ ০২ (দুই) লেন রোড ওভারব্রিজ নং. বি-২৯এ (বাটা রেড ওভারব্রিজ)-এর পুনর্নির্মাণ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ১৭.৯৩ কোটি টাকা (আনুমানিক)। **বায়নামূল্যঃ** ১০,৪৫,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **খোলার তারিখ ঃ** ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

CON-67/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Uttaran Services), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

(1) NIT No. : KMC/US/HQ/32/25-26/241 (1st Call)

Name of work : **Repairing of Uttaran Sanitary Latrine at 103 Ultadanga Main Road, Manicktala Main Road and different slum area in Ward No. 32.** Estimate Amount (including GST and CESS) : ₹ **4,99,295.04.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion : **120 days.** Last date and time of submission of Bid : **26.02.2026 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals : **28.02.2026 at 11 a.m.** The Bid forms and other details are available on and from **18.02.2026 (5 p.m.)** The website **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in**

The **Executive Engineer (E)/Lighting/H.Q, KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/114/25-26

Name of work : **Improvement of video monitoring system at Commissioner's and Secretary's Chamber at CMO Building, under KMC.** Estimate Amount : **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of completion : **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/79/R1/25-26 (2nd Call)

Name of work : **Supply, Delivery & Installations of 2 Nos. Water Purifier Cum-Cooler Machines & other allied electrical works at the KMC Co-Operative credit society office in Hogg Building and at A.C. (South) Deptt. Room No. 326 on 3rd Floor of CMO Building, under KMC.** Estimate Amount : **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **5,200.00.** Period of completion : **10 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/124/25-26

Name of work : **Comprehensive AMC of AC Machines at the offices of lighting & electricity department situated at Hudco Building 8th Floor, KMC.** Estimate Amount : **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **3,700.00.** Period of completion : **365 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/122/25-26

Name of work : **Installation of power cable for VRF AC system with allied works including dismantling of old ducting system at building deptt. of CMO, KMC.** Estimate Amount : **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **15 days.** Last date and time of submission of Bid : **21.02.2026 (5 p.m.).** (for Sl. No. 1 to 4). The Bid forms and other details are available on and from **13.02.2026 (5 p.m.)**(for Sl. No. 1 to 4). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (E)/Electricity, KMC** invites e-tender online item rate in two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-170/25-26 (1st Call)

Name of work : **Supply and installation of water cooler at New Market New Complex Ground floor North Block.** Estimate Amount : ₹ **1,54,458.29.** Earnest Money: ₹ **3,100.00.** Period of completion : **07 days.**

(2) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-162/25-26 (1st Call)

Name of work : **Supply and installation of ceiling fans at the common passages of New Market New Complex 3rd Floor of SS Hogg Market New Complex under KMC.** Estimate Amount : ₹ **1,71,727.27.** Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of completion : **15 days.** Last date and time of submission of Bid : **21.02.2026 upto 4 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The Bid forms and other details are available on and from **13.02.2026** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https:// wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-II, KMC** invites e-tender by two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/461/V/Z-II/25-26

Name of work : **Renovation work of LED light fittings along with other electrical works at riverfront site under Br.-V.** Estimate Amount : ₹ **4,94,877.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **10 days.** Last date and time of submission of Bid : **21.02.2026 upto 4 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **13.02.2026 at 6 p.m.** The website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No. : LTG/240/61/VI/Z-II/25-26

Name of the work : **Installation of CCTV System at Elliot Lane and other different places in Ward No. 61.** Estimate Amount : ₹ **1,99,197.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **7 days.**

(3) NIT No. : LTG/249/54/VI/Z-II/25-26

Name of the work : **Annual operation and routine upkeeping of Street Lighting System in Ward No. 54.** Estimate Amount : ₹ **4,98,114.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **365 days.** Last date and time of submission of Bid : **21.02.2026 upto 11 a.m.** (for Sl. No. 2 & 3). Bid opening date for Technical Proposals : **23.02.2026 at 11 a.m.** (for Sl. No. 2 & 3). The Bid forms and other details are available on and from **13.02.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 2 & 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 2 & 3).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/896

Name of work : **Installation of street lighting arrangement at various ILL Light Pockets in Ward No.-87, under Br.-VIII.** Estimate Amount : ₹ **3,11,532.00.** Earnest Money: ₹ **6,300.00.** Periods of completion : **18 days.** Last date and time of submission of Bid : **20.02.2026 (6 p.m.)** Bid opening date for technical proposal on **20.02.2026 (6.30 p.m.)**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/844R

Name of work : **Temporary lighting arrangement on the occasion of Bhasa Diwas at Ekushe Uddyan and other occasions in Ward No. 63, under Br.-VII.** Estimate Amount : ₹ **1,47,400.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **19.02.2026 at 12 Noon.** Bid opening date for technical proposals (Online): **19.02.2026 at 12.30 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **10.02.2026 (6 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-IV/Br-X, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/479/25-26

Name of work : **Installation of road side decorative board at Moore Avenue in Ward No.-97, Br-X.** Estimated Amount : ₹ **2,48,575.14.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **20 days.** Last date and time of completion of Bid : **19.02.2026 upto 12 Noon.** The Bid forms and other details are available on and from **10.02.2026 from 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/G.R.U., KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No. : KMC/LTG/RS/75/25-26/193

Name of work : **Repairing and renovation of street lighting system at different lanes and bye lanes of S.A.F Road, Bichali Ghat, Karbala Lane and others in Ward No. 137, Br.-XV.** Estimated Amount : ₹ **4,89,681.33.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion : **10 days.** Last date and time of submission of Bid : **23.02.2026 (1 p.m.).** The Bid forms and other details are available on and from **13.02.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum/addendum etc. if any, the same website has to be seen.

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : EE/GRWW/PH-IV/60/2025-26

Name of work : **Renovation of 750 MM DIA Non-Return valve by replacing worn out spare parts with new one of pump unit no. 08 of 10MG CWPS, Garden Reach Water Works.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **15 days.**

(2) NIT No. : EE/GRWW/PH-IV/59/2025-26

Name of work : **Renovation of 750 MM DIA Non-Return valve by replacing worn out spare parts with new one of pump unit no. 04 of CWPS-IV, Garden Reach Water Works.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money: ₹ **5,400.00.** Period of completion : **15 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (Online) : **24.02.2026 at 2 p.m. / 26.02.2026 at 2 p.m.** (fro Sl. No. 1 & 2). The Bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in** (fro Sl. No. 1 & 2).

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/IX/076/081/2025-2026 (2nd Call), Published in this Newspaper on **03.02.2026** (Key No. 2133/25-26) of **Engineering(C) Br-IX Department**. Last date and time of submission of bid will be **19.02.2026 – 2 p.m.** inplace of 11.02.2026 – 12 Noon. and Tender will be opened on **21.02.2026 – 2 p.m.** inplace of 13.02.2026 – 12 Noon.

(1) NIT No.: KMC/DG(C)/Br-IV/025/52/25-26/UTTARAN, (2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/LORRYSUPPLY/2026-2027, (3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/49/25-26/R, (4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/024/59/2025-2026/UTTARAN/R, (5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/51/25-26/UTTARAN, (6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/027/032/25-26/UTTARAN, (7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/23/E-27/25-26/H, (8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/027/030/25-26/R, (9) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/027/031/25-26/R, (10) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/024/13/2025-2026/R (2nd Call), (11) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/023/E-18/25-26/R, Published in this Newspaper on **04.01.2026** (Key No. 2148/25-26) of **Engineering(C) Br-IV Department**. Last date and time of submission of bid will be **17.02.2026 – 11 a.m.** instead of 11.02.2026 (for Sl. No. 1 to 11) and Tender will be opened on **19.02.2026 – 11 a.m.** instead of 13.02.2026 (for Sl. No. 1 to 11). **(2214/25-26)**

নিভাকা ফ্যাশনস লিমিটেড

CIN: L52100WB1983PLC035857

নিবন্ধিত অফিসঃ এএ-৪৭, সল্ট লেক সিটি সেক্টর ১, বিএল-এএ কলকাতা - ৭০০০৬৪

ইমেল আইডি ঃ btsyndicateltd1983@gmail.com

ওয়েবসাইটঃ www.ninecolours.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেছে।

সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন সহ ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.ninecolours.com/ এবং BSE লিমিটেডের ওয়েবসাইটে হোস্ট করা হয়েছে। (www.bseindia.com) এবং মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ (https://www.msei.in) -এর কিউ আর কোড স্ক্যান করে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। দ্রষ্টব্যঃ উপরের তথ্যটি SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং রেগুলেশন ৪৭(১) অনুসারে।

নিভাকা ফ্যাশনস লিমিটেডের পক্ষে,
বৈভব জৈন
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN-00741604

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১১।০২।২০২৬

আইপিএল-এর আগে আরও চাপে আরসিবি

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ আইপিএল জয়ের পর থেকে সমস্যায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশনের সময়ে পদপিষ্ট হয়ে সমর্থকদের মৃত্যুর পর এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রির কথা চলছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের হোম গ্রাউন্ড নিয়ে সমস্যায় আরসিবি। বেঙ্গলুরুর এম চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে আরসিবি এ বার নতুন মাঠের সন্ধানে। আর এখানে তারা ধাক্কা খেল। প্রাথমিক পছন্দ মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামকে নিজেদের ঘরের মাঠ হিসেবে দেখাতে পারবে না আরসিবি। সৌজন্যে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আরসিবি চেয়েছিল আইপিএল ২০২৬-এর জন্য তারা নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামকে হোম গ্রাউন্ড হিসেবে দেখাতে। সেটা করার জন্য তারা প্রয়োজনীয় আবেদনও করেছিল। কিন্তু সেখানে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাদের আবেদন খারিজ করে দেয়। আইপিএল গর্ভনিংয়ের নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজির শহরের মাঠকে হোম গ্রাউন্ড হিসেবে বেছে নিতে চায়, তা হলে সেই ফ্র্যাঞ্চাইজির থেকে অনুমতি নিতে হবে। ওয়াংখেড়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হোম গ্রাউন্ড আর ওয়াংখেড়ে ও ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়াম দুটোই মুম্বইয়ে অবস্থিত। তাই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে টেরিটোরিয়াল রাইটস রয়েছে। এই

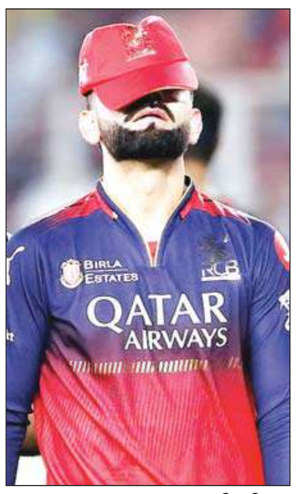

কারণে তাদের থেকে অনুমতি নিতে হচ্ছে আরসিবি-কে। আর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তা বাতিল করে দিয়েছে। সূত্রের খবর, 'কেন আরসিবি ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে খেলবে? ভারতে অন্য স্টেডিয়ামও তো রয়েছে। আরসিবি আগে বাকি স্টেডিয়ামগুলোতে চেষ্টা করুক। যদি তারা না পায়, সেক্ষেত্রে ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়াম রয়েছে।' মুম্বই আরসিবি-কে জানিয়েছে, রাজকোট, পুনে, রায়পুর, ভাইজ্যাগ, ইন্দোরের মতো শহরে যেতে। এখানে আইপিএল-এর ম্যাচ না হলেও এখানে স্থানীয় সমর্থন রয়েছে। আরসিবি-কে ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে খেলার অনুমতি দিলে বাকি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোও একই কাজ করতে পারে। ডিওয়াই পাটিল না হওয়ায় এ বার আরসিবি-কে অন্য স্টেডিয়াম দেখতে হবে। তারা রায়পুর, ইন্দোরের স্টেডিয়ামকে তালিকায় রেখেছে। অন্যদিকে কর্নাটক সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নস্বামী স্টেডিয়াম যাতে অনুমতি পায়।

ছাড়া পেলেন অভিষেক শর্মা

নামিবিয়া ম্যাচে অনিশ্চিত!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ স্বস্তির খবর ভারতীয় শিবিরে। ওপেনার অভিষেক শর্মা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। টি-২০ বিশ্বকাপে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের পরের ম্যাচের আগে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে

জল্পনা থাকলেও আপাতত পরিস্থিতি স্থিতিশীল। পেটের সমস্যার কারণে রবিবার দিল্লিতে পৌঁছনোর পরই অভিষেককে পর্যবেক্ষণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মেডিক্যাল টিম প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে বিশ্রামে রাখে। আজ সন্ধ্যায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবার ম্যাচপূর্ব সাংবাদিক সম্মেলনে সতীর্থ তিলক বর্মা জানান, অভিষেক এখন আগের চেয়ে অনেকটাই ভাল। তবে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে তিনি খেলবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ম্যাচের দিন। টিম ম্যানেজমেন্ট শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর ফিটনেস পর্যবেক্ষণে রাখবে। এমনিতে দিল্লির ম্যাচ টিম ইন্ডিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সূচিতে ঘনঘন খেলা থাকায় দল কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। অভিষেক সম্পূর্ণ ফিট না হলে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচের আগেও অভিষেক পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না। খেলার পরে তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়। জ্বরে মাথা তুলতে না পারায় স্যালাইন পর্যন্ত দিতে হয়। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে হাসপাতালে ভর্তি করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। ফলে ১২ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ, আগামিকাল নামিবিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপ-স্টেজ ম্যাচে অভিষেককে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে জমে ওঠে অনিশ্চয়তা। সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, ''অভির এখনও পেটের কিছু সমস্যা রয়েছে। আমরা আশা করছি, দু'দিনের মধ্যে ও সুস্থ হয়ে উঠবে।'' কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের একটি সূত্র পিটিআই-কে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, মাঠে নামা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। বক্তব্য, 'অভিষেককে পেটের সংক্রমণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরীক্ষা চলছে। আজই ছাড়পত্র পাবে কি না, বলা যাচ্ছে না। তবে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে নামা এখন কঠিন বলেই মনে হচ্ছে।'' আগের ম্যাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিষেক প্রথম বলেই আউট হন-গোল্ডেন ডাক। ভারত বোলিংয়ে নামার সময়ও তিনি মাঠে থাকতে পারেননি। তাঁর জায়গায় পুরো ইনিংস ফিল্ডিং করেন সঞ্জু স্যামসন। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর বিজয় উদযাপনেও অভিষেককে দেখা যায়নি। এদিকে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। সংবাদিক বৈঠকে দুশখাতে এই খবর দেন। আজ তাঁর অনুশীলনের কথা ছিল। পাশাপাশি স্বস্তি জুগিয়েছে জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেসও। দুশখাতে বলেন, ''দশ দিনের বিরতির পরে বুমরাহ নিয়মিত বল করছে। এখন অনেকটা ভাল আছে। আজও বোলিং করবে।'' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারতের জয়ের নায়ক সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে তাঁর মত, ''কৃতজ্ঞ যে আমাদের অধিনায়ক এমন ইনিংস খেলেছেন। গত এক বছরে ওর ফর্ম ওঠা-নামা করেছে। কিন্তু পাশে ভাল লোকজন রয়েছে বলেই ফর্মে ফিরে এসেছে। নেতৃত্ব, ধারাবাহিকতা-সবটাই ওর খেলায় স্পষ্ট!'' এই অবস্থায় অভিষেকের শারীরিক অবস্থার বড়সড় উন্নতি না হলে ভারতকে ওপেনিংয়ে বদল আনতেই হবে। ফলে নামিবিয়া ম্যাচের আগে টিম ম্যানেজমেন্টের মাথায় এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ঝুঁকি নিয়ে অভিষেককে খেলানো ঠিক হবে? নাকি বদলি হিসেবে সঞ্জু স্যামসনে আস্থা রাখবেন গম্ভীর?

পাকিস্তান ম্যাচের আগে ছক সাজাতে নেমে পড়ল ভারত!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ব্যাটারদের ব্যাটেই রয়েছে জয়ের চাবিকাঠি? যদি তাই হয়, তা হলে পাল্টা ছক তৈরি রাখতে হবে তো? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে নামার আগে বোলিংয়ে ফোকাস ভারতের। এমনটাই দেখা গিয়েছে বুধবার দিল্লির ফিরোজশাহ কোটলায় অনুশীলনে। নেটে পেসার ও স্পিনাররা টানা দুই ঘণ্টা ধরে বল করলেন। দীর্ঘ টুর্নামেন্টের মাঝে এমন প্র্যাক্টিস সাধারণত দেখা যায় না। শুধু নামিবিয়ার ম্যাচই কারণ নয়। আসল লক্ষ্য ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের ম্যাচ। রাজনৈতিক সমস্যা কাটিয়ে ম্যাচ ঠিক হওয়ার পরই ভারতীয় শিবিরে শুরু হয়েছে প্র্যাক্টিস ও পরিকল্পনা। কলম্বোর পিচ যে ভারতের থেকে আলাদা, সে কথা মাথায় রেখেই ছক সাজাতে শুরু করছে টিম ম্যানেজমেন্ট। ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাটে বলেছেন, আবেগ বা রাজনীতি নয়, ফোকাস থাকবে ক্রিকেটে। তাঁর কথায়, ''কলম্বোতে পাকিস্তান গত দুই সপ্তাহ ধরে রয়েছে। সুতরাং পরিস্থিতি আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে। তবে আমরা সেরা ক্রিকেটটাই খেলতে চাই।'' টুর্নামেন্টের প্রথম দিকের ম্যাচগুলি দেখেই ভারতীয় শিবির বুঝে গিয়েছে, প্রেমাদাসার পিচ মন্থর হতে পারে। সে কথা মাথায় রেখেই কোচ রায়ানের মন্তব্য, ''এখন টেকনিকও দরকার ভালো কিছু করতে হলে। পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।'' বোলিং নিয়ে রায়ান বলেছেন, ''আমাদের বোলাররা এখনও পুরোপুরি নিজেদের মেলে ধরেনি। পরিস্থিতি বুঝে খেলাটাই আসল।'' আবার চোট কাটিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দর ফিরেছেন ভারতীয় শিবিরে। চারজন অলরাউন্ডার থাকায় কম্বিনেশন বদলানোর সুযোগও পাচ্ছে ভারত। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে পাকিস্তান এখনও হারাতে পারেনি ভারতকে। তবে টি-টোয়েন্টিতে সেই রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে বছর চারেক আগে। ফলে, পাকিস্তান যে নিজেদের সেরা দিনে ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে, সে কথা মাথায় রাখছেন গম্ভীর অ্যান্ড কং। নামিবিয়ার বিরুদ্ধে খেলা নিয়ে কোনও অনিশ্চয়তা নেই অসুস্থতা সারিয়ে টিমের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দেওয়া বুমরাহ। কিন্তু দেখার বিষয় হল, বুমরাহ ফিরলে পেস অ্যাটাকের কম্বিনেশন কী হয়। হর্ষিতের বদলে টিমে ফেরার পর দুরন্ত বোলিং করেছেন সিরাজ। প্রথমে ম্যাচে তিনটে উইকেটও নিয়েছেন। অর্শদীপ সিংও বেশ ভালো বোলিং করেছেন। ফলে দু'জন পেসার কারা খেলবেন, সেটা নিয়ে চর্চা চলেছে। এর বাইরে অবশ্য টিমে বদল হওয়ার তেমন সম্ভাবনা নেই। ওয়াংখেড়েতে ব্যাটিং একেবারেই ভালো হয়নি। অধিনায়ক সূর্যর ওই বিধ্বংসী ইনিংসটা না হলে কী হত, সেটা বলা মুশকিল। তবে ভারতীয় টিম ওসব নিয়ে একদমই ভাবতে চাইছে না। এক-আধটা ম্যাচে ওরকম হতেই পারে। একইসঙ্গে সতর্কও গম্ভীররা। ভারতীয় কোচ ভালো করেই জানেন, পাকিস্তান ম্যাচটা কী পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পাকিস্তান যে বয়কট নাটক করল, তারপর ওই ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা আরও বেড়ে গিয়েছে। পাকিস্তান ম্যাচের আগে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে সহজ একটা জয় চাইছে টিম ইন্ডিয়া। যাতে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে নামতে পারেন সূর্যরা।

ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো না থাকলে কেউ সৌদি লিগ দেখবেই না!

নিজস্ব প্রতিবেদন

ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো যাওয়ার আগে সৌদি প্রো লিগের খবর রাখতেন কয়জন? ঠিক এমন প্রশ্নই তুলেছেন জার্মানি ও রিয়াল মাদ্রিদ কিংবদন্তি টনি ক্রুস। বরং বলতে পারেন, ক্রুস আরেকটু বেশি নির্মোহ। তাঁর সোজাসাপটা কথা, রোনাল্ডো যাওয়ার আগে এটার নামও শোনেনি কেউ! এ কথা শুনে আপনি পাল্টা প্রশ্ন তুলতে পারেন, ক্রুস হঠাৎ কেন সৌদি লিগ নিয়ে পড়লেন? উত্তরটা জড়িয়ে রোনাল্ডো ও সৌদি লিগের মধ্যে চলমান সমস্যায়। আল নাসরের সর্বশেষ দুই ম্যাচে খেলেননি পর্তুগিজ তারকা। কারণ? সৌদির পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের (পিআইএফ) ওপর তাঁর অসন্তোষ। রোনাল্ডোর আল নাসর ছাড়াও পিআইএফের মালিকানায় আছে সৌদি আরবের আরও তিনটি ক্লাব-আল হিলাল, আল ইত্তিহাদ ও আল আহলি। রোনাল্ডো মনে করেন, দলবদলের বাজারে আল নাসরের চেয়ে আল হিলালের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে পিআইএফ। কয়েক দিন আগেই যেমন আল ইত্তিহাদ থেকে করিম বেনজেমাকে আল হিলালে যোগদানের বিষয়টি অনুমোদন করেছে তারা। রোনাল্ডো এমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠার পর তাঁকে একটু কড়া ভাষায় বকেও দিয়েছে সৌদি প্রো লিগ কর্তৃপক্ষ। তাদের বিবৃতি, 'সৌদি প্রো লিগের কাঠামো খুবই স্পষ্ট। প্রতিটি ক্লাব একই নিয়মের আওতায় স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়...তবে কোনো ব্যক্তি-তিনি যত বড় তারকাই হন, নিজের ক্লাবের বাইরে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন

না।' হোক না কোনো দেশের শীর্ষ লিগ, প্রাক্তন ক্লাব সতীর্থের সঙ্গে এমন ব্যবহার ক্রুসের সম্ভবত ভালো লাগেনি। পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম 'ও জোগো' জানিয়েছে, নিজের পডকাস্টে ক্রুস বলেছেন, ''সৌদি লিগ বেশ অদ্ভুত। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো যাওয়ার আগে কেউ এটার নাম শোনেনি। আর এখন তারা সেই মানুষটাকে অসম্মান করছে যে তাদের ফুটবল মানচিত্রে নিয়ে এসেছে। ক্রিস্টিয়ানো আগামীকাল চলে গেলে এই লিগ তার আকর্ষণ হারাবে। রোনাল্ডো না থাকলে কেউ সৌদি লিগ দেখবে না।'' বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন মিডফিল্ডার ক্রুস রিয়াল মাদ্রিদে রোনাল্ডোর সঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছেন। চার বছরের সেই মেলবন্ধনে রিয়ালের হয়ে দুজন একসঙ্গে খেলেছেন ১৭০ ম্যাচ। ১৬টি গোলে অংশ ছিল দুজনেরই। সব মিলিয়ে মাঠে তাঁরা একসঙ্গে সময় কাটিয়েছেন ১৪০০৯ মিনিট। টানা তিন চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের পাশাপাশি জিতেছেন লা লিগাও। পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম 'এ বোলা' জানিয়েছে, রোনাল্ডো আল নাসরের অনুশীলনে ফিরেছেন। আগামীকাল এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টুতে তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব আর্কাদাগের মুখোমুখি হবে আল নাসর। রোনাল্ডো এই ম্যাচে খেলবেন না। ১৪ ফেব্রুয়ারি সৌদি লিগে আল ফাতেহর বিপক্ষে তাঁর ফেরার আশায় আল নাসর। রোনাল্ডোর সঙ্গে আল নাসরের চুক্তির মেয়াদ ফুরাবে ২০২৭ সালের জুনে। সৌদি প্রো লিগে এবারের মরসুমে ১৮ ম্যাচে ১৭ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতাও ৪১ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। তাঁর রিলিজ ক্লজ ৪ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ড। গুঞ্জন আছে, সামনের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে আল নাসর ছাড়তে পারেন রোনাল্ডো। ইউরোপের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ইউরোপ কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) কোনো ক্লাবে যোগ দিতে পারেন। আল নাসরে তাঁর দৈনিক আয় ৪ লাখ পাউন্ড।

কেআইআইটি ২০২৫ ব্যাচের জন্য শক্তিশালী প্লেসমেন্ট পারফরম্যান্স অব্যাহত রেখেছে শীর্ষ নিয়োগকারীদের মধ্যে এনভিআইডিআইএ, মাইক্রোসফ্ট

কেআইআইটি ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি (কেআইআইটি-ডিইউ) আবারও ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে তার শক্তিশালী অবস্থান প্রদর্শন করেছে ২০২৫ ব্যাচের জন্য ক্যাম্পাসে প্লেসমেন্ট পারফরম্যান্সের মাধ্যমে। বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জিং চাকরির বাজার সত্ত্বেও, কেআইআইটি প্রায় ৯২.৫ শতাংশ সামগ্রিক প্লেসমেন্ট রূপান্তর রেকর্ড করেছে, যা নিশ্চিত করে কেন এটিকে দেশের ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টের জন্য সেরা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ২০২৫ সালের প্লেসমেন্ট মরসুমে, ৭৫৭টিরও বেশি কোম্পানি প্রায় ৫,০০০ যোগ্য শিক্ষার্থী নিয়োগের জন্য কেআইআইটি ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেছিল, যার ফলে বিভিন্ন স্কুল এবং শাখায় প্রায় ৪,৬২১টি চাকরির প্রস্তাব এসেছিল।

■ কেআইআইটি স্কুল অফ টেকনোলজির শক্তিশালী পারফরম্যান্স

কেআইআইটি স্কুল অফ টেকনোলজি (কেএসওটি) প্লেসমেন্ট ড্রাইভের নেতৃত্ব দিয়েছে, যেখানে ৪৫১টি কোম্পানি ৩,৮০০টিরও বেশি চাকরির প্রস্তাব দিয়েছে। গড় সিটিসি বার্ষিক ৮.৫ লক্ষ টাকা ছিল, যেখানে ৭৩৯ জন শিক্ষার্থী একাধিক অফার পেয়েছে, যা কেআইআইটি স্নাতকদের জন্য শিল্পের জোরালো চাহিদার প্রতিফলন। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১,৫০০টিরও বেশি অফারকে 'ড্রিম অফার' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল, এবং ৫৯টি কোম্পানি ১০ এলপিএ এবং তার বেশি প্যাকেজ অফার করেছিল। মাইক্রোসফ্ট সর্বোচ্চ ৫১ টাকার এলপিএ প্যাকেজ অফার করেছিল, যেখানে টিসিএস (৫৩০টি অফার) এবং উইপ্রো (৩৪২টি অফার) এর মতো গণ নিয়োগকারীদের বিপুল সংখ্যক নিয়োগ করা হয়েছিল। এছাড়াও, ১,২০৯ জন বেতনভুক্ত ইন্টার্নশিপের সুযোগ তৈরি করা হয়েছিল, যা স্নাতক হওয়ার আগেই শিক্ষার্থীদের মূল্যবান শিল্প অভিজ্ঞতা প্রদান করেছিল।

■ এনভিআইডিআইএ শীর্ষ উচ্চ-বেতনের নিয়োগকারীদের মধ্যে

২০২৫ সালের প্লেসমেন্ট মরসুমের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল এনভিআইডিআইএ দ্বারা নিয়োগ, যা ৩৬.২৮ টাকার সিটিসি অফার করেছিল, যা কেআইআইটি-তে শীর্ষ-বেতনের কোম্পানিগুলির মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। এনভিআইডিআইএ-এর অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি নেতাদের মধ্যে কেআইআইটি-এর ক্রমবর্ধমান খ্যাতি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কম্পিউটিং এবং উন্নত প্রকৌশলের মতো ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত দক্ষতার উপর এর দৃঢ় মনোযোগকে প্রতিফলিত করে। অন্যান্য কোম্পানি যারা ৩০ টাকার বেশি প্যাকেজ অফার করেছিল তাদের মধ্যে ছিল হিউম্যান রেসোসিয়া, হাইক এবং পেপ্যাল, যা ক্যাম্পাসে আসা নিয়োগকারীদের বৈচিত্র্য এবং গুণমানকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

■ অন্যান্য স্কুল জুড়ে শক্তিশালী প্লেসমেন্ট

কেআইআইটি স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট (কেএসওএম) ১৬১টি কোম্পানির অংশগ্রহণ দেখেছে, যার ফলে এমবিএ শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০১টি অফার তৈরি হয়েছে। সর্বোচ্চ প্যাকেজ ছিল ২০ টাকার এলপিএ, যার গড় প্যাকেজ ছিল ৭.২৫ টাকার এলপিএ। কেআইআইটি স্কুল অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট (কেএসআরএম) আবারও ১০০ শতাংশ প্লেসমেন্ট অর্জন করেছে, তার ধারাবাহিক রেকর্ড বজায় রেখে। সব মিলিয়ে ৫১টি কোম্পানি শিক্ষার্থী নিয়োগ করেছে, যার সর্বোচ্চ প্যাকেজ ২০.৭১ টাকার এলপিএ এবং গড়ে ৫.৭৫ টাকার এলপিএ। কেআইআইটি স্কুল অফ বায়োটেকনোলজি (কেএসবিটি) ৮৫ শতাংশ প্লেসমেন্ট রেকর্ড করেছে, যার মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বেছে নিয়েছে। ৪২টি কোম্পানি অংশগ্রহণ করেছে এবং সর্বোচ্চ প্যাকেজ ছিল ৮ টাকার এলপিএ। কেআইআইটি স্কুল অফ ল (কেএসওএল) ৫২টি আইন সংস্থা এবং কর্পোরেট সংস্থাকে আকৃষ্ট করেছে, যার মধ্যে ওয়াদিয়া ঘান্ডি অ্যান্ড কোং, অ্যাথেনা ল এবং বাজাজ অ্যালিয়ানজের মতো শীর্ষস্থানীয় নাম রয়েছে। ওয়াদিয়া ঘান্ডি অ্যান্ড কোং কর্তৃক সর্বোচ্চ ৯.৬ টাকার এলপিএ প্যাকেজ অফার করা হয়েছিল, যার গড় ছিল ৪.৫ টাকার এলপিএ।

■ সর্বোচ্চ প্যাকেজ অফারকারী শীর্ষ ১০টি কোম্পানি

নিয়োগ মৌসুমে বিশ্বব্যাপী এবং উচ্চমানের নিয়োগকারীদের কাছ থেকে তীব্র আগ্রহ দেখা গেছে। শীর্ষ ১০টি সর্বোচ্চ বেতনভোগী কোম্পানির মধ্যে রয়েছে মাইক্রোসফট (৫১.০০ টাকা এলপিএ), হিউম্যান রেসোসিয়া (৪৪.৫২ টাকা এলপিএ), হাইক (৪১.৭০ টাকা এলপিএ), পেপ্যাল (৩৬.৫০ টাকা এলপিএ), এনভিডিয়া (৩৬.২৮ টাকা এলপিএ), ইটাগাকি কর্পোরেশন (জেনকেন) (২৮.৯৮ টাকা এলপিএ), জুসপে টেকনোলজিস (২৭.০০ টাকা এলপিএ), সিসকো (২৪.৭৩ টাকা এলপিএ), ডি. ই. শ ইন্ডিয়া (২৪.৩০ টাকা এলপিএ)।

■ ২০২৬ সালে প্লেসমেন্টের শুরুটা বেশ ভালোভাবে শুরু হয়েছে

২০২৫ সালের গ্র্যাজুয়েট ব্যাচের প্লেসমেন্ট উচ্চ পর্যায়ে শেষ হলেও, ২০২৬ সালের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের জন্য চলমান ক্যাম্পাস নিয়োগ কেআইআইটি ইতিমধ্যেই জোরালো আকর্ষণ অর্জন করেছে। বিশ্ববাজারের প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতিমধ্যেই প্রধান স্কুলগুলিতে প্রায় ৭০ শতাংশ সার্বিক প্লেসমেন্ট রূপান্তর অর্জন করেছে, যদিও মৌসুম এখনও মাঝামাঝি। কেআইআইটি স্কুল অফ টেকনোলজি ২০২৬ সালের প্লেসমেন্ট ড্রাইভে নেতৃত্ব দিয়েছে, যেখানে ১৭৫টিরও বেশি কোম্পানি ৩,০০০টিরও বেশি অফার দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৪৪টি কোম্পানি ১০ টাকা বা তার বেশি এলপিএ-এর ১,২০০টিরও বেশি স্বপ্নের অফার। ইনফোসিস এবং অ্যাকসেনচারের মতো কোম্পানিগুলির দ্বারা বৃহ পরিসরে নিয়োগ মৌসুমকে আরও শক্তিশালী করেছে। ম্যানেজমেন্ট, রুরাল ম্যানেজমেন্ট, বায়োটেকনোলজি এবং আইন সহ অন্যান্য স্কুলগুলিও উৎসাহব্যঞ্জক প্রাথমিক প্লেসমেন্ট ফলাফলের রিপোর্ট করেছে, যা কেআইআইটি-এর স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য আরও একটি শক্তিশালী বছরের ইঙ্গিত দেয়। কেআইআইটি এবং কেআইএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ অচ্যুত সামন্ত বলেছেন যে ধারাবাহিক প্লেসমেন্ট পারফরম্যান্স কেআইআইটি-এর মানসম্মত শিক্ষা এবং শিল্পের প্রাসঙ্গিকতার উপর দীর্ঘস্থায়ী মনোযোগকে প্রতিফলিত করে। কেআইআইটি-তে, আমাদের প্রচেষ্টা সর্বদা শিক্ষার্থীদের টেকসই ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করা, কেবল তাদের প্রথম চাকরির জন্য নয়। উচ্চ-প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন-চালিত সংস্থাগুলি সহ শীর্ষস্থানীয় বিশ্বব্যাপী সংস্থাগুলির অব্যাহত আস্থা দেখায় যে আমাদের শিক্ষার্থীরা শিল্পের জন্য প্রস্তুত। এমনকি একটি চ্যালেঞ্জিং চাকরির বাজারেও, কেআইআইটি-এর শিক্ষার্থীরা ব্যতিক্রমীভাবে ভালো পারফর্ম করেছে, যা আমাদের গর্বিত করে, তিনি বলেন।

শেষদিকে শেশকোর 'অবিশ্বাস্য' গোল, টানা পাঁচ না হলেও নাটকীয় ড্র ইউনাইটেডের

৯০ মিনিট শেষে যোগ করা হয়েছিল ৭ মিনিট। সেটির ষষ্ঠ মিনিটের খেলা চলছিল। ওয়েস্ট হ্যামের বক্সের বাইরে বাঁ দিকে বল পেলেন ব্রায়ান এমবুমো। সামনে প্রকিপক্ষের একজনকে এগিয়ে বল বাড়ালেন বক্সে। বল রিসিভি না করেই জটলার মধ্যে পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে চোখধাঁধানো ফ্লিক করলেন বেনইয়ামিন শেশকো। ডাইভ দিয়ে নাগাল পেলেন না গোলকিপার। চোখের পলকে বল জালে। এক ধারাভাষ্যকার বলে উঠলেন, ও মাই গড...!, আরেকজনের চিৎকার, হোয়াট আ ফিনিশ...!

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ক্যামেরায় তখন ধরা হলো নুনো সান্তোকে। হতাশায় পেছন দিকে নুইয়ে পড়লেন ওয়েস্ট হ্যাম কোচ। তার ও ঘরের মাঠের সমর্থকদের হৃদয় ভেঙে একদম শেষ সময়ে একটি পয়েন্ট আদায় করে নিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। কোচ মাইকেল ক্যারিকের চোখে যে গোলটি 'অবিশ্বাস্য'। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি মঙ্গলবার ড্র হয় ১-১ গোলে। ঘরের মাঠে ৫০তম মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট হ্যাম। রেলিগেশন বাঁচানোর লড়াইয়ে থাকা দলটির বড় প্রাপ্তি হতো তিনটি পয়েন্ট পাওয়া। কিন্তু মুঠো থেকে দুটি পয়েন্ট ফসকে গেল তাদের। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সামনে ছিল টানা পাঁচ জয়ের হাতছানি। শেষ পর্যন্ত তা হলো না। ভারপ্রাপ্ত কোচ মাইকেল ক্যারিকের শতভাগ জয়ের রেকর্ডও তাতে শেষ হয়ে গেল। তবে পরাজয়ের কিনারায় ছিল তারা। সেখান থেকে শেশকোর দারুণ গোলে ড্রয়ের স্বস্তি মিলেছে। ম্যাচের বাস্তবতায় একটি পয়েন্টই তাদের জন্য কম প্রাপ্তি নয়। ম্যাচের পর ক্যারিকের প্রতিক্রিয়াতেও মিশে থাকল মিশ্র অনুভূতি।

''আমার মনে হয়, আমরা কিছুটা হতাশ এবং অবশ্যই নিজেদের সেরা চেহারায় ছিলাম না আমরা। এতে কিছুটা হতাশ আমি। তবে এখানে এসে খেলাটা সবসময়ই কঠিন এবং সমাধান বের করার ধার ছিল না আমাদের। তবে শেষ পর্যন্ত দারুণ উজ্জীবিত ছিলাম আমরা, এই পয়েন্ট পয়েন্ট আমরা নিচ্ছি এবং সামনে তাকাচ্ছি।'' ক্যারিকের কোচিংয়ে এখনও সেরা একাদশে জায়গা পাননি শেশকো। তবে বদলি নেমে আগেও করেছেন গোল। ফুলহ্যামের বিপক্ষেও শেষ দিকে গোল করে জিতিয়েছিলেন দলকে। স্লোভেনিয়ার ফরোয়ার্ডের এবারের গোলে মুগ্ধতার শেষ নেই ক্যারিকের। তবে চমকে যাননি কোচ। ''বেন (শেশকো) দারুণ কাজ করছে। খুব ভালো অবস্থায় আছে সে এবং যে কোনো সময়ে নামতে প্রস্তুত। অবশ্যই সে নামার পর বড় পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ওই অ্যাঙ্গল থেকে গোল করতে পারা অবিশ্বাস্য ওখান থেকে একটা জোর পাওয়া, লক্ষ্যে রাখা ও শেষ করা, গোল বটে একটা! এই সামর্থ্য বেনের আছ। সবসময়ই তো এমন কিছু করছে। এমন নয় যে হুট করে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়েছে। অনুশীলনেও সে এমন কিছু করছে। খুব বিস্ময়কর নয়, সত্যি বলতে। এমনটিই সে করে আসছে, এসবেই সে ভালো। আজকের গোলটি হয়তো ম্যাচের বাস্তবতার কারণে ভিন্ন লাগছে। অবশ্যই এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তার জন্য ও দলের জন্য বড় মুহূর্ত।'' দিনের অন্য ম্যাচে লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে চেলসি ২-২ গোলে ড্র করায় পয়েন্ট তালিকায় চার নম্বরেই থাকছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ২৬ ম্যাচে ক্যারিকের দলের পয়েন্ট ৪৫। আগের মতোই ১৮ নম্বরে ওয়েস্ট হ্যাম।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com